BANGLA POST Year: 21 ◆ Issue: 1017 ◆ Friday 21 June - Thursday 27 June 2024 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

হজের খুতবায় ফিলিস্তিনের জন্য বিশেষ দোয়া

পোস্ট ডেস্ক : পাপমুক্তি আর আত্মশুদ্ধির আকুল বাসনায় সৌদি আরবের ঐতিহাসিক আরাফাত ময়দানে অবস্থান --১৬ পৃষ্ঠায়

ভয়াবহ বন্যার কবলে সিলেট বিভাগ : লাখ লাখ মানুষ পানি বন্দি

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

ভারতের উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে সিলেট বিভাগে ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছে বন্যা। সুরমা-কুশিয়ারা-সুনাই নদীসহ বিভিন্ন নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় সিলেট বিভাগের সর্বত্র বন্যার পানিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। বুধবার দুপুরে জকিগঞ্জে পানিতে ডুবে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলার ২০ লাখ মানুষ পানি বন্দি অবস্থায় রয়েছেন।

সরকারী হিসেবে সিলেট বিভাগে কত মানুষ পানি বন্দি রয়েছেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া না গেলেও শুধু সিলেটে ৮ লাখেরও বেশি মানুষ পানি বন্দি রয়েছেন বলে সরকারী সূত্র নিশ্চিত করেছে। সিলেট জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, এ সময় পর্যন্ত মহানগরের ২৩টি ওয়ার্ড ও জেলার ১০৬টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়ে পড়েছে। এতে ৮ লাখ ২৫ হাজার ২৫৬ জন মানুষ বন্যা আক্রান্ত। এর মধ্যে সিলেট মহানগরে অর্ধলক্ষ মানুষ পানিবন্দী।

জেলা ও মহানগর মিলিয়ে ৬৫৬টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর মধ্যে মহানগরে ৮০টি। এসব আশ্রয়কেন্দ্রে ১৯ হাজার ৯৫৯ জন মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। তবে, বেশিরভাগ মানুষজন নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে ইচ্ছুক নন। অনেকেই আশ্রয় নিয়েছেন --২০ পৃষ্ঠায়

ব্রিটিশ এমপি হতে যেসব বাংলাদেশী ভোট চাচ্ছেন

আপসানা বেগম
পপলার এন্ড লাইম হাউস

রুফিয়া আশরাফ
সাউথ নর্থাম্পটন শায়ার

টিউলিপ সিদ্দিক
হ্যাম্পস্টেড এন্ড হাইগেইট

রুপা হক
ইলিং একটন এন্ড চিজউইক

মোহাম্মদ সাহেদ হোসেন
হেকনী এন্ড সাউথ শর্ডিচ

সৈয়দ সাঈদুজ্জামান
ইলফোর্ড সাউথ

সাঈদ সিদ্দিকী
ইলফোর্ড সাউথ

গোলাম টিপু
ইলফোর্ড সাউথ

ওমর ফারুক
স্টার্টফোর্ড এন্ড বো

রাবিনা খান
বেথনাল গ্রীণ এন্ড স্টেপনী

আজমল মশরুর
বেথনাল গ্রীণ এন্ড স্টেপনী

রুশনারা আলী
বেথনাল গ্রীণ এন্ড স্টেপনী

সাম উদ্দিন
বেথনাল গ্রীণ এন্ড স্টেপনী

এহতেশামুল হক
পপলার এন্ড লাইম হাউস

নুরুল হক আলী
গর্ডন এন্ড বোচান

রুমি চৌধুরী
উইথাম

নাজ আনিছ মিয়া
ডানফার্মলাইন এন্ড ডলার

ওয়েস ইসলাম
হলবর্ণ এন্ড সেন্ট পাংক্রাস

আতিক রহমান
টোটেনহাম

নুর জাহান বেগম
ইলফোর্ড সাউথ

॥ তারেক চৌধুরী ॥

আগামী ৪ঠা জুলাই ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচনে ব্রিটেনের পার্লামেন্টের ৬৫০ টি আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিবর্গ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। টোরি পার্টি ১৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পর এই বার লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নেতা হিসাবে লেবার নেতা কিয়ার স্টারমার জনমত জরিপে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের চেয়ে অনেক বেশি পয়েন্টে এগিয়ে আছেন। এবারের নির্বাচন ইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যুদ্ধ বিরোধী লোকজন এবার লেবারের বিরুদ্ধে জায়গায় জায়গায় স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। মুসলিম ভোটারদের একটা অংশ বিভিন্ন আসনে তাদের পছন্দের প্রার্থী দিয়েছেন। এজন্য লেবার পার্টির প্রার্থীরা বিভিন্ন আসনে কম ভোট পাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। লেবার পার্টি, টোরি পার্টিসহ সকল রাজনৈতিক দল তাদের নিবার্চনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশী ইমিগ্রান্টদের কাছে ইমিগ্র্যাশন সংক্রান্ত ইশতেহার অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ। টোরি পার্টি বলেছে তারা অবৈধ ইমিগ্রান্টদের রুয়ান্ডা পাঠাবে আর লেবার পার্টি বলেছে তারা রুয়ান্ডা পলিসি বা আইন বাতিল করবে। আর নাইজেল ফারাজের নেতৃত্বাধীন রিফর্ম পার্টি বলেছে তারা জিরো কৌটার ইমিগ্রেশন আইন করবে। এবারের নির্বাচনে বিভিন্ন পার্টি থেকে ও স্বতন্ত্র বাংলাদেশী অরিজিন অনেক রাজনৈতিক বা রাজনীতি --১৬ পৃষ্ঠায়

বিএনপি'তে ব্যাপক রদবদল তারেকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সরকারবিরোধী আন্দোলনে ব্যর্থ হওয়ায় ঢাকাসহ চারটি মহানগর কমিটি ভেঙে দেওয়ার এক দিন পর গত শনিবার বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে বড় ধরনের রদবদল করা হয়েছে। ঈদের ঠিক দুই দিন আগে দলের ৪৫ জন নেতাকে বিভিন্ন পদে নতুনভাবে পদায়ন করা হয়েছে। দুই দিন ধরে কমিটি ভাঙা-গড়ার এই প্রক্রিয়া দলের ভেতরে তুমুল ঝড় তৈরি করেছে।

বিএনপির নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একক ক্ষমতা প্রয়োগ করে কমিটি পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

কমিটিতে পরিবর্তন আনার আগে দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটিকে অবহিত করা হয়নি। এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেন না দলের মহাসচিবসহ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতারাও। ফলে এ নিয়ে বিএনপির উচ্চ পর্যায়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

নির্বাহী কমিটি ছাড়াও শনিবার বিএনপির আন্তর্জাতিক --১৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে বসেও ভোট দেয়া যাবে

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশে বসেও যুক্তরাজ্যের পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেয়া যাবে। দেশটির নতুন আইনে বলা হয়েছে, এখন থেকে বিদেশে বসবাস করা ব্রিটিশ নাগরিকরা যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে ওই নাগরিক কতদিন দেশের বাইরে অবস্থান করছেন, তা বিবেচ্য বিষয় হবে না।

২৯ মে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশন। এতে বলা হয়, বিদেশে বসবাস করা নাগরিকদের ভোট দিতে উৎসাহিত করতে --১৭ পৃষ্ঠায়

মণিকা আলীর সিবিই ও জিয়াউস সামাদ চৌধুরীর এমবিই লাভ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশী অরিজিন বহুল আলোচিত ব্রিকলেনে বইয়ের লেখক মনিকা আলী রাজার জন্মদিনের সম্মানে সম্মানিত হয়েছে। সাহিত্য কর্মে অবদানের --০৫ পৃষ্ঠায়

রোমে বৃহত্তর ঢাকা সমিতির নতুন কমিটি ঘোষণা
সালাম সভাপতি, রনি সম্পাদক

ইতালি প্রতিনিধিঃ সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বৃহত্তর ঢাকা সমিতির কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। রোমে ঢাকা জেলা সমিতির আহ্বানে বৃহত্তর ঢাকা সমিতিকে ঐক্যবদ্ধ ও সু-সংগঠিত রাখার লক্ষে একটি জরুরী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সোমবার রাজধানী রোমের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এই সভায় সংগঠনের সভাপতি সালাউদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সামির হোসেন সাদেক এর পরিচালনায় ঢাকার অন্তর্গত ছয়টি জেলা সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ শীর্ষ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এবং উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে বৃহত্তর ঢাকা সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাহাদত হোসেন রনি, ঠিক এক ই সঙে সকলের সম্মতিক্রমে এই সংগঠনের সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে মনজুর আহমেদ মনজু কে মনোনীত করা হয়।

এই সময় বৃহত্তর ঢাকা সমিতির সভাপতি আমিনুর রহমান সালাম ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনজুর আহমেদ সাহাদত হোসেন রনি বৃহত্তর ঢাকা সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সংগঠনের সকল দায়িত্ব অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুষ্ঠ ভাবে পালন করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।উল্লেখ সাধারণ সম্পাদক পদে সমান ভোট পাওয়ায় এই অচলাবস্থা ছিল।

জাতীয় শ্রমীক লীগ ইতালি শাখার ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত
মোঃ ইলিয়াস মোল্লা সভাপতি ও মোঃ নাসিম হোসাইন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

ইতালি প্রতিনিধিঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন জাতীয় শ্রমীক লীগের শাখা সংগঠন জাতীয় শ্রমীক লীগের ইতালি শাখার ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল ৯জুন সন্ধায়। ইতালি রাজধানী রোমের পিয়াচ্ছা ভিত্তোরিও ফুব অব রোমা রেষ্টুরেন্টের হলরুমে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলন সভাপতিত্ব করেন জাতীয় প্রশীক লীগ ইতালি শাখার আহ্বায়ক মোঃ ইলিয়াস মোল্লা ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সদস্য সচিব মোঃ নাসিম হোসাইল হাওলাদার, সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় শ্রমীক লীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক জনাব আলহাজ্ব কে এম আযম খসরু, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শ্রমীক লীগের এক্সিকিউটিভ কমিটর ট্রেড ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারী জনাব মোঃ ফিরোজ হোসাইন।

নেতৃবৃন্দ বলেন দেশের বাহিরে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের সরাসরি উপস্থিতিতে একটি সম্মেলনের মাধ্যমে এই প্রথম জাতীয় শ্রমীক লীগ ইতালি শাখার কমিটি গঠিত হলো।

প্রধান অতিথি জনাব আযম খসরু তার বক্তব্যে বলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য উত্তরসুরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ আজ উন্নত দেশের কাতারে অবস্থান করছে।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন আমরা আজ আপনাদের মাঝে আসতে পেরে খুবই আনন্দিত। আমরা মনে করি আপনারা প্রতিটি আওয়ামী লীগের কর্মী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সোনার বাংলা গড়ার সৈনিক।

সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন ইতালি আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি নজরুল ইসলাম মাঝি, আব্দুর রউফ ফকির, আফতাব বেপারী, সিকদার মজিবর রহমান, সরদার লুৎফর রহমান, মাইনউদ্দিন হাজারী লিটন, আলি আযম, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম এ রব মিন্টু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবছার বেপারী, মাসুদুর রহমান সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক হেলাল উদ্দিন, যুব ক্রীড়া বিষয়ক বায়েজীদ আলী, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক রাজিব রহমান, সদস্য রিপন তপদার, আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ইতালি শাখার সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল মজিদ বাবুল, আওয়ামী লীগ নেতা রুহুল আমীন রাহুল, আবু সাইদ, মোঃ ইব্রহীম, সারোয়ার সরদার, দিন মোহাম্মদসহ বিফুল সংখ্যক বিভিন্ন আওয়ামী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

দ্বিতীয় অধিবেশনে জাতীয় শ্রমীক লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আলহাজ্ব কে এম আযম খসরুর সভাপতিত্বে সভাপরিচালনা করেন জনাব মোঃ ফিরোজ হোসাইন। সভায় জনাব কে এম আযম খসরু জাতীয় শ্রমীক লীগ ইতালি শাখার নতুন কমিটি ঘোষনা করেন।

নবঘোষিত কমিটির নেতৃবৃন্দ হলেন যথাক্রমে সভাপতি মো: ইলিয়াস মোল্লা,সাধারণ সম্পাদক মো: নাসিম হোসাইন হাওলাদার, সহ সভাপতি সানাউল্লা শামীম, সহ সভাপতি মো: ফারুক ঠাকুর,সহ সভাপতি মো: সুমন হক ভুঁইয়া,সহ সভাপতি: মনির লাকুরিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহাম্মেদ সোহেল সাংগঠনিক সম্পাদক: মো: হালিম মিয়া।

স্বরলিপির বৈশাখী মেলায় প্রবাসীদের ঢল

মোসাদ্দেক হোসেন সাইফুল, ফ্রান্স প্রতিনিধি : প্যারিসের জুরিস পার্কে অনুষ্ঠিত হলো বাংলার ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলা।

ব্যাপক নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে দিনব্যাপী ১৭তম বৈশাখী এ মেলার আয়োজন করে স্বরলিপি সাংস্কৃতিক শিল্পী গোষ্ঠী । অনুষ্ঠানে প্রবাসী, নারী ও শিশুদের কোলাহল এবং আনন্দ উল্লাস আর পদচারনায় মুখরিত ছিলো মেলা প্রাঙ্গণ। অনুষ্ঠানে এ সময় প্রবাসীদের কল্যাণে বিভিন্নভাবে অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সাত্তার আলী সুমন।

দুই পর্বের অনুষ্ঠানে প্রথম পর্বে সংগঠনের সভাপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক শাকিল সরকার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা হ্যাপি চৌধুরী এর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহ গ্রুপের চেয়ারম্যান স্বরলিপি সাংস্কৃতিক শিল্পীগোষ্ঠী প্যারিস ফ্রান্সের প্রধান উপদেষ্টা সাত্তার আলী সুমন শাহ আলম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্স জাতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি প্রভু।

বালান, এমা ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান শ্রীবাস দেবনাথ দেব, অনুষ্ঠানের সার্বিক

সহযোগিতায় ছিলেন শাহ গ্রুপ, বাংলা অটো ইকল চেয়ারম্যান হোসেন সালাম রহমান, বাংলাদেশ ফার্নিচারের এর চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, মির্জা গ্রুপের চেয়ারম্যান মির্জা মাজারুল ইসলাম, ইমন গ্রুপের চেয়ারম্যান রবিনা বেগম, আমিন খান হাজারি, আহমেদ হাবিব বাবু প্রমুখ।

আলোচনায় সভায় অতিথিরা বাংলার সংস্কৃতি কে প্রবাসীর বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটি দিতে সকল সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশ থেকে আগত শান্তা জাহানের পরিচালনায় গানে গানে দর্শকদের মাতিয়ে রেখেছিল বাংলাদেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী লায়লা ও বেলি আফরোজ।

আয়োজকরা জানান প্রবাসের মাটিতে বাংলার সংস্কৃতি বাংলার কৃষ্টি কালচার সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এ আয়োজন। প্রবাসী বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা যেন বাংলার সংস্কৃতিকে লালন করতে পারে তা নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করেন সংগঠনটি।

মেলাকে ঘিরে জুরিস পার্কে বাংলাদেশী বিভিন্ন স্টল বসানো হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কাপড়, বাংলাদেশ ফার্নিচার, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার, পিঠা ঝাল মুড়ি, সিঙ্গারা, সমচা, ফুচকা, সহ নানা ধরনের দেশিয় খাবার।

কবি আলিফ উদ্দিন ও কবি নাজমুল ইসলাম মকবুলের রোগ মুক্তি কামনায়
রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিস ইউকের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

গত ৪ঠা জুন মঙ্গলবার বিকাল ৭ টায় রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিস ইউকের উদ্যোগে পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি হলে সিলেট লেখক ফোরামের সভাপতি, কবি ও সাংবাদিক নাজমুল ইসলাম মকবুল এবং রেনেসাঁর সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও ট্রেজারার কবি আলিফ উদ্দিনের রোগ মুক্তি কামনায় এক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক কবি শিহাবুজ্জামান কামালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় স্বাস্থ্য সচেতনতামুলক বক্তব্য রাখেন ডাঃ মাহমুদুর রহমান মান্না ও ডা. গিয়াস উদ্দিক আহমদ।

সভায় ১৯৭৮ সালে বর্নবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা মরহুম আব্দুল নুর ও অসুস্থ কবি শাহ আজহার হোসেনের জন্যও দোয়া করা হয়। সভায় মরহুম আব্দুল নুরের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্মৃতিচারনমূলক বক্তব্য রাখেন -আলহাজ্ব নুর বক্স ও আব্দুল মুকিত।

পবিত্র কুরআন শরীফ থেকে তেলাওত করেন -মাওলানা কামাল উদ্দিন ও হাজী বুলু মিয়া।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাজী ফারুক মিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, আশরাফ চৌধুরী মাষ্টার, প্রভাষক আব্দুল হাই, সলিসিটর ও লেখক ইয়াওর উদ্দিন, কমিউনিটি নেতা আনোয়ার হোসেন শাওন, আব্দুল করিম প্রমুখ। সভায় আলোচকরা - অসুস্থ কবিদের দ্রুত সুস্থতার জন্য সবাইকে দোয়া করার অনুরোধ জানান এবং বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা আব্দুল নূরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সভায় দোয়া পরিচালনা করেন আলহাজ্ব হাফিজ মোহাম্মদ জিলু খান।

টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে হেলথ কেয়ার ক্যারিয়ার মেলা ৩ জুলাই

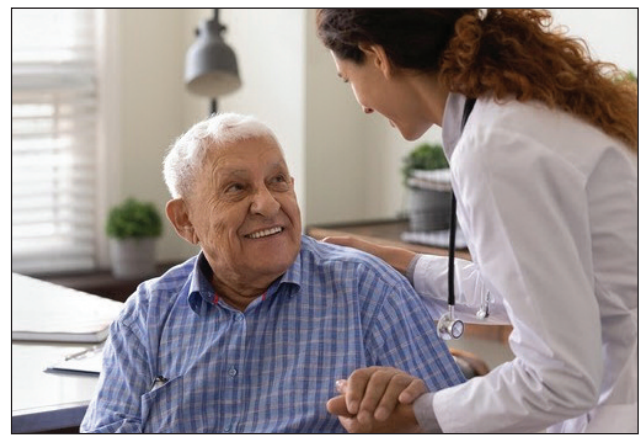

আপনি কি স্বাস্থ্যসেবা পেশায় আগ্রহী? তাহলে আগামী ৩ জুলাই দুপুর ২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ এই কর্মসংস্থান মেলায় চলে আসুন।

এই চাকুরি মেলায় এসে আপনি স্থানীয় হেলথ সার্ভিস প্রদানকারীদের সাথে সরাসরি তাদের শূন্যপদগুলি অন্বেষণ করতে পারেন, ফ্রন্ট-লাইন কর্মীদের সাথে চ্যাট করতে পারেন এবং শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে প্রশিক্ষণের বিকল্পগুলি সম্পর্কে জানতে পারেন।

এই কর্মসংস্থান মেলার বিস্তারিত সময়সূচি জানতে হলে ভিজিট করুনঃ https://ccth.org.uk/calendar/

আপনার ভোটের অধিকার হারাবেন না

আগামী ৪ জুলাই বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিতে হলে আপনাকে অবশ্যই ভোটার তালিকায় নিবন্ধিত হতে হবে। আর নিবন্ধনের জন্য আগামী মঙ্গলবার ১৮ জুন মধ্যরাতের মধ্যে আবেদন করতে হবে। িিি.মড়া.ঁশ/ৎবমরংঃবৎ-ঃড়-াড়ঃব - এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য পাবেন এবং প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় লাগবে।

নিশ্চিত প্রার্থীদের তালিকা এবং বেথনাল গ্রিন এন্ড স্টেপনি এবং পপলার এন্ড লাইমহাউস নির্বাচনী এলাকার জন্য ভোট কেন্দ্রের অবস্থানগুলি টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে (www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/council_and_democracy/elections__voting/Election-2024/General-Election-2024.aspx) প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে আপনি নির্বাচনের সম্পুর্ণ সময়সূচীও দেখতে পারেন।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ৪ জুলাই ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ভোট দিতে আপনাকে যেকোন স্বীকৃত একটি ফটো আইডি সাথে আনতে হবে।

২২ জুন জামাকাপড় ও বই অদলবদলের ইভেন্টে যোগ দিন

আপনার আলমারিতে থাকা পোশাক কাউকে দিতে চান? অথবা পড়তে চান ভালো কোন বই? তাহলে আগামী ২২ জুন শনিবার সকাল ১০.৩০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলে আসুন ব্র্যাডি আর্টস সেন্টারে (১৯২-১৯৬ হ্যানবারি স্ট্রিট, ই১ ৫এইচইউ) এবং বিনামূল্যে আপনার জামাকাপড় এবং বই অদলবদল করুন।

অদলবদলের এই বিশেষ ইভেন্টে, বাইক রক্ষণাবেক্ষন ও মেরামতের বিশেষ সেশন, কাপড় সেলাইর কর্মশালা, আপসাইক্লিং ওয়ার্কশপ সহ বেশ কয়েকটি মেরামত কর্মশালারও আয়োজন করা হবে। এই অনুষ্ঠানে কীভাবে বাড়িতে রিসাইক্লিং উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হবে। আপনার বর্জ্য কমাতে, আপনার আইটেম মেরামত করতে এবং অর্থ সাশ্রয় করতে আমাদের সাথে যোগ দিন।

বিস্তারিত তথ্য জানতে ভিজিট করুনঃ www.towerhamlets.gov.uk/News_events/Events/2024/June/Clothes-and-Book-Swap-with-repair-workshops.aspx

[Frames subject to availability]. Cannot be used with any other offers. Second pair from the same price range or below. Both pairs include standard 1.5 single-vision lenses (or 1.6 for £170 Rimless ranges). Varifocal/bifocal: pay for lenses in first pair only. Excludes SuperDigital, SuperDrive varifocals, SuperReaders 1-2-3 occupational lenses and safety eyewear. Additional charge for extra lens options.

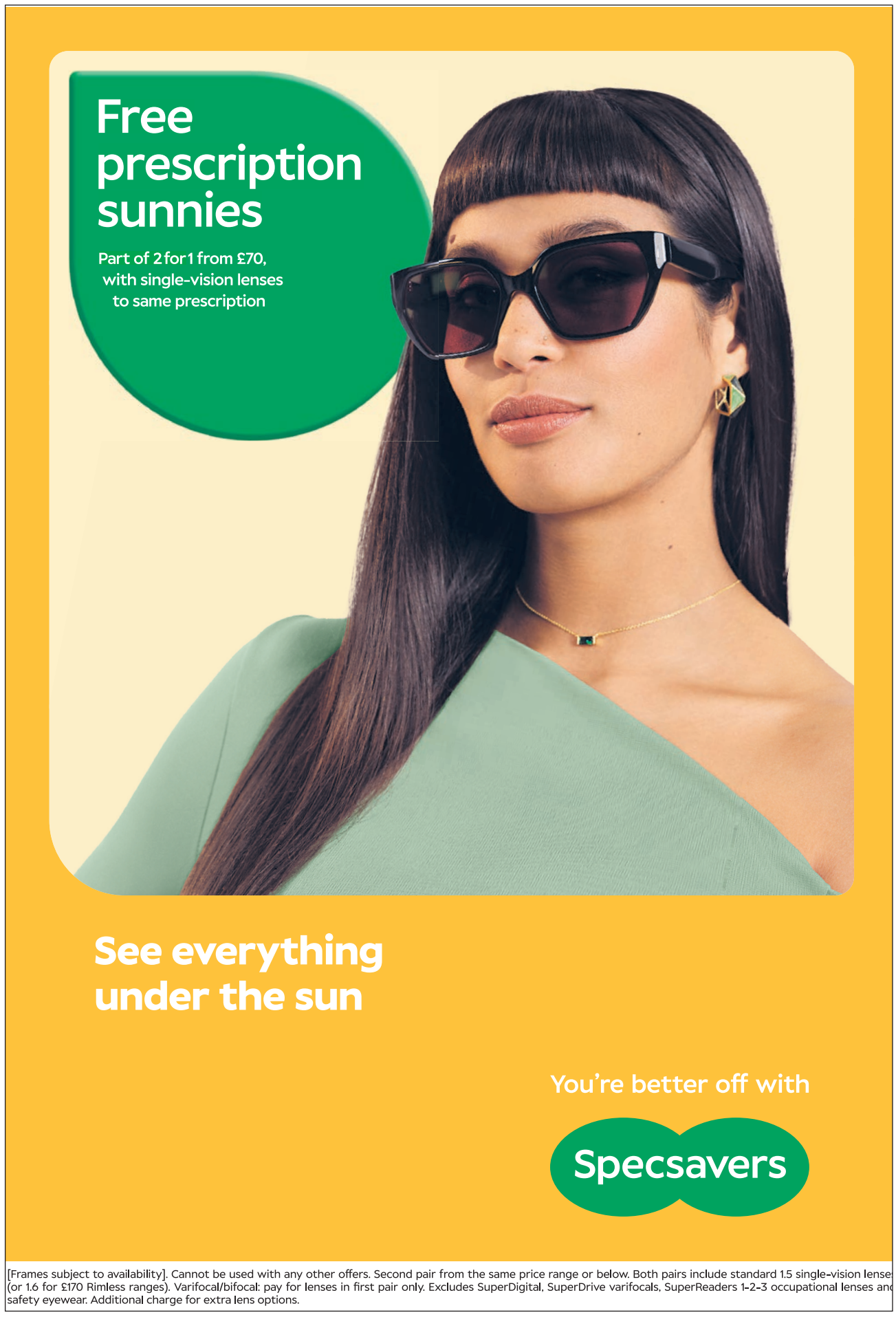

কনজারভেটিব পার্টিকে সরিয়ে লেবার পার্টিকে সুযোগ দেওয়ার আহবান জানিয়েছেন টিউলিপ সিদ্দিক এমপি

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম : ব্রিটেনের আসন্ন পারলামেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে বাঙালি ও এথনিক মাইনোরিটি কমিউনিটির সমর্থন আদায়ের লক্ষে নর্থাম্পটন নর্থ আসনের লেবার পাটির প্রার্থী লুসি রিগবির পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় যোগ দেন তিন বারের নিবাচিত এম পি টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক। তার এই প্রচারণা লেবার পার্টির জন্য ইতিবাচক মনে করছেন অনেকেই ষএআসনে কনজারভেটিবের বর্তমান এমপি মাইকেল এলিছ এবার প্রার্থী হচ্ছেন না। এ আসনের ভোটার প্রায় ৭৫,০০০। ৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বী করলে ও কজারবেটিব ও লেবারের মধ্যে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে।গত চৌদ্দ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা কনজারভেটিব পার্টিকে সরিয়ে লেবার পার্টিকে সুযোগ দেওয়ার

আহবান জানিয়েছেন টিউলিপ সিদ্দিক এমপি।

এ দিকে, নর্থাম্পটন নর্থ আসনের লেবার পার্টির লুসি রিগবির এক নির্বাচনী জনসভা সোম বার দুপুর ১২ টায় লাসান রেস্টুরেন্টে ওয়েস্ট নর্থাম্পটন ও নর্থাম্পটন টাউন কাউন্সিলের লেবার পার্টির গ্রুপ চেয়ারম্যান কাউন্সিলর এনামুল হকের পরিচালনায় তার রেস্টুরেন্টে অনুস্টিত হয়। এ এতে বক্তব্য রাখেন টিউলিপ সিদ্দিক এম পি নর্থাম্পটন নর্থ আসনের লেবার পার্টির লুসি রিগবি, সাউথ নরথাম্প আসনের রুফিয়া আশরাফ। পুলিশ "ফায়ার ক্রাইম কমিশনের চেয়ার ডেনিয়েল স্টোন, এম এ রউফ, মখন খান ও মুজিবুর রহমান আসকির সহ আর অনেকেই। টিউলিপ সিদ্দিক এমপি নর্থাম্পটন আসলে তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ওয়েস্ট নর্থাম্পটন ও নর্থাম্পটন টাউন কাউন্সিলের লেবার পার্টির গ্রুপ চেয়ারম্যান কাউন্সিলর এনামুল হক। টিউলিপ সিদ্দিক এমপি বলেন, "তার দলের নির্বাচনি ইশতেহারে আবাসন সমস্যা, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। লেবার পার্টি আগামী পাঁচ বছরে ১৫ লাখ বাড়িঘর তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ ছাড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ১৩ হাজার অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ, শিক্ষাক্ষেত্রে বেশি করে শিক্ষক নিয়োগ, স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ করে চিকিৎসার জন্য অপেক্ষার তালিকা কমিয়ে আনা ইত্যাদি পরিকল্পনা রয়েছে।"

উল্লেখ্য, আগামী ৪ জুলাই যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সাধারণ নির্বাচন।

সর্ব ইউরোপীয় আওয়ামী সোসাইটির আয়োজনে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সিডি এলবাম এর প্রকাশনা অনুষ্ঠিত

গত কাল ১৭ই জুন ২০২৪ পূর্ব লন্ডনের ব্রাডী আর্ট সেন্টারে সর্ব ইউরোপিয়ান আওয়ামী সোসাইটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপরে নির্মিত ১০টি নতুন বাংলা গানের একটি ঐতিহাসিক সিডি অ্যালবাম "তুমি যে মৃত্যুঞ্জয়" এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা ও বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। "তুমি যে মৃত্যুঞ্জয়" কোলকাতার রাগা মিউজিক কোম্পানী থেকে ইউ টিউবে প্রকাশিত হয়েছে। এটির গ্রন্থনা, পরিকল্পনা ও বিন্যাস ড. আনোয়ারুল হকের আর সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা করেন সৌম্যেন অধিকারী। এই মহতী কাজটি বঙ্গবন্ধুভক্ত বিশ্ব বাঙালী ও বঙ্গবন্ধুর দুই যোগ্য কন্যাকে নিবেদন করা হলো।

এই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অ্যাড. টি.এম. জানে আলম। উপস্থাপনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন উপদেষ্টা ড. আনোয়ারুল হক। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত হয়ে অনুষ্ঠানটির শুভ প্রকাশনা ঘোষনা করেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি জনাব সুলতান মাহমুদ শরীফ, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক, বার্কিং ও ডেগেনহাম বারার মেয়র জনাব মইন কাদরী, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুল আহাদ চৌধুরী সহ আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

এই মহতী অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এর পর সংগঠনের সভাপতি এ্যাডভোকেট টি. এম. জানে আলম স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

ড. আনোয়ারুল হক অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা ও প্রতিটি গানের সাথে নিজের গ্রন্থনা করা ধারাবর্ণনা হৃদয়গ্রাহী করে পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে কিংবদন্তি শিল্পী ও সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বেশ কিছু মনোমুগ্ধকর গান গেয়ে শোনান জনপ্রিয় সুরকার ও শিল্পী সৌম্যেন অধিকারী।

ইউনিক এই অ্যালবামে প্রয়াত কলামিস্ট আব্দুল গাফফার চৌধুরী সহ কয়েকজন প্রথিতযশা গীতিকারের গান সন্নিবেশিত হয়েছে। বণ্ণগবন্ধুর উপরে ১০ গানের সমন্নয়ে অ্যালবাম এই প্রথম যাতে প্রত্যেকটি গানের সাথে বঙ্গবন্ধুর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার উপর ধারাবর্ণনা সংযুক্ত করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শীর্ষকে কবিতা আবৃত্তি করেন মিডিয়া বাক্তিত্ব মিছবাহ জামাল, মুরশিদ উদ্দিন আহমেদ, ইমাম হোসেন। বঙ্গবন্ধুর উপরে লেখা এবং নীজের সুরে গান গেয়ে শোনান হীরা কাঞ্চন হীরক।

অনুষ্ঠান সফল করার লক্ষ্যে সহযোগিতা করেন অত্র সংগঠনের সহ-সভাপতি সবিতা রানী বিশ্বাস (বেবী), ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বাবুল খান (শামীম) উপদেষ্টা দেলোয়ার হোসেন বেগ, উপদেষ্টা হাজী শাহ আলম, সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান সরকার, সহ সভাপতি ফারুক হোসেইন, সহ সভাপতি আলহাজ্ব দেলোয়ার মাতবর, সহ-সভাপতি টি.এম.শহীদুল আলম সহ-সভাপতি ইমাম হোসেন, উপদেষ্টা হাসান ইমাম, পলাশ সিদ্দিকী, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ফারজানা করিম তানিঁয়া, শফিকুল ইসলাম, বি. এম. শফিক, সাংগঠনিক সম্পাদক নাসিম খালাশি, উপদেষ্টা নুরুন নবী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সর্বশেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সর্ব ইউরোপিয়ান আওয়ামী সোসাইটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব মুরশিদ উদ্দিন আহমেদ।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 112616
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

অল পয়েন্ট ইস্ট মিউজিক ফেস্টিভ্যালে ভিআইপি টিকিট জিতুন

টাওয়ার হ্যামলেটসের পুরস্কার বিজয়ী ভিক্টোরিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত হবে বিখ্যাত অল পয়েন্টস ইস্ট ফেস্টিভ্যাল। সঙ্গীত এবং বিনোদনের এই উৎসব ১৬ আগস্ট শুক্রবার থেকে দুই সপ্তাহান্তে জন্য ফিরে আসবে।

মূল উৎসবের মধ্যবর্তী সময়ে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এবং অল পয়েন্টস ইস্ট ২০২৪ যৌথভাবে আয়োজন করবে 'দ্যা নেবারহুড' নামের ফ্রি কমিউনিটি ফেস্টিভ্যাল, যেখানে থাকবে বিনামূল্যে আউটডোর সিনেমা, লাইভ মিউজিক এবং বিনোদন, থিয়েটার, আর্টস, স্পোর্টস ও অন্যান্য অনুষ্ঠান। এতে থাকবে ওয়েলবিয়িং, শিশুদের কার্যকলাপ এবং আরো অনেক কিছু।

আমরা টাওয়ার হ্যামলেটের

বাসিন্দাদের বিভিন্ন উৎসবের দিনগুলিতে অল পয়েন্ট ইস্টে ভিআইপি টিকিট জেতার সুযোগ দিচ্ছি। আমাদের পুরস্কার ড্রতে প্রবেশ করতে, www.towerhamlets.gov.uk/News_events/2024/May/Star-studded-festival-of-music-returns-to-vp.aspx - এই লিঙ্কে গিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিন।

আইজলওয়ার্থ দ্বীন সেন্টারের আয়োজনে হাজারো মুসলমানের অংশগ্রহণে ঈদুল আদহা উদযাপন

হাজারো মুসলমানের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে আইজলওয়ার্থ দ্বীন সেন্টারের আয়োজনে ঈদ ইন দ্যা পার্ক অনুষ্ঠিত হয় ওয়েস্ট লন্ডনের আইজলওয়ার্থ মেমোরিয়াল গ্রাউন্ডে।

দশমবারের মতো ঈদ ইন দ্যা পার্ক এর আয়োজন করলো আইজলওয়ার্থ দ্বীন সেন্টার আইডিসি। সকাল থেকেই এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সব বয়সের পুরুষ মহিলা ও শিশু কিশোরদের পদভারে ভরে যায় মাঠ।

টুইকেনহাম, উইটন, হ্যানওয়ার্থ, হাউন্সলো, রিচমন্ড সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকার হাজারো মুসলমানের এক মিলন মেলায় পরিণত হয় আইজলওয়ার্থ মেমোরিয়েল গ্রাউন্ড। তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠে সারা মাঠ। আকাশ মেঘলা থাকলেও অবশেষে সুন্দর আবহাওয়ার কারণে স্বপরিবারে ঈদের জামায়াতে খোলা মাঠে চলে আসেন এলাকার মুসলমানেরা। বাংলাদেশী, পাকিস্তানী, এরাবিয়ান, আফ্রিকান সহ মিশ্র কমিউনিটি যোগ দেয় ঈদের জামায়াতে।

এতে ইমামতি করেন আইডিসি ইমাম ও চ্যানেল এস'র জনপ্রিয় উপস্থাপক শায়খ আবু সাঈদ আনসারী। ঈদের নামাজের খুতবায় প্যালেস্টাইনসহ সমগ্র বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ সহ সারা দুনিয়ায় শান্তি সমৃদ্ধির জন্য দুয়া করা হয়।

ঈদ ইন দ্যা পার্কে শিশুকিশোরদের জন্য বাউন্সি কাসল, কান্ডি ফ্লস, হেনা, বেলুন, ফেইস পেইন্টিং ইত্যাদি সহ সবার জন্য হাল্কা খাবার দাবার ও কোমল পানীয়, চা কফির ব্যবস্থা ছিলো। খেলাধুলার মধ্যে পুরুষদের লুঙি দৌড় ছিলো বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়াও টাগ অব ওয়ার, সাক রেইস,এগ এন্ড স্পোন রেইস ছিলো বেশ উপভোগ্য। এর সাথে আরো ছিল পুলিশের ভ্যান, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি। প্যালেস্টাইনি সামগ্রীর স্টল সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ঈদ ইন দ্যা পার্কে নামাজের আগে ও খুতবার পর রামাদান কিডস চ্যালেন্জ এ অংশগ্রহণকারী বাচ্চাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় এবং পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠান উপস্থিত শিশু কিশোর ও অভিভাবকদের অনেক উতসাহ যোগায়.

উল্লেখ্য, গেলো রামাদানে মসজিদের জন্য আইডিসি পরিচালিত সেটারডে স্কুল আল ফাতিহার ছাত্রছাত্রীরা অনলাইনে প্রায় ৩০ হাজার পাউন্ডের ফার্ড রেইজ করে।

আইডিসির পক্ষ থেকে উপস্থিত মুসল্লীদের ধন্যবাদ জানানো হয় এবং আগামীতে আরো সুন্দর আয়োজনের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে আইডিসি ওয়েস্ট লন্ডনের আইজলওয়ার্থ এলাকায় মসজিদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি পাব ক্রয় করে। বিল্ডিং মেরামতের কাজ শেষ হলে অচিরেই সেন্টারটি সবার জন্য খুলে দেয়া হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

মণিকা আলীর সিবিই ও জিয়াউস সামাদ চৌধুরীর এমবিই লাভ

জন্য তাকে সিবিই (কমান্ডার অব দ্য অফিস দ্য অফিস এম্পায়ার) প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে মিডল্যান্ডে সমাজকর্মে অবদানের জন্যে আরেক বাংলাদেশিকে রাজা কিং চার্লসের জন্ম দিনে সম্মানিত করা হয়েছে। জিয়াউল সামাদ চৌধুরীকে এমবিই অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়েছে।

মনিকা আলী একজন বেস্টসেলিং লেখক, যার কাজ ২৬টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তার লেখা বইগুলির মধ্যে রয়েছে ব্রিকলেন, অ্যালেন্তেজো ব্লু, ইন ডি কিচেন, আনটো স্টোরি এবং লাভ ম্যারেজ। মনিকা ২০২৪ নির্বাচনে কথাসাহিত্যের মহিলা মহিলা বিচারক ছিলেন। তিনি রয়্যাল সোসাইটি অফ লিটারেচারের একজন ফেলো। মনিকা আলী তার ব্রিকলেন গ্রন্থে বাংলাদেশীদের নেতিবাচক ভাবে তুলে ধরার জন্য প্রায় ২০ বছর পূর্বে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হন.

জিয়া উস সামাদ চৌধুরী জেপির নাম যুক্তরাজ্যের রাজার জন্মদিনের সম্মানী তালিকা ২০২৪ এ স্থান পেয়েছে। ওয়েস্ট মিডল্যান্ডে বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের জন্য তার অসামান্য অবদান এবং পরিষেবার জন্য তিনি একটি এমবিই (মেম্বার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার) পেয়েছেন। ব্রিটিশ রাজা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বিরল ব্যক্তিগত অর্জন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই সম্মান প্রদান করেন।

১৫ জুন, বাকিংহাম প্যালেস সম্মানিতদের একটি তালিকা প্রকাশ করে যার মধ্যে জিয়া উস সামাদ ছিল। তিনি সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার নুরপুর গ্রামের এক স্বনামধন্য পরিবারের সন্তান। তার ভাই, বিলেতের জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল চ্যানেল এস এর চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী এবং প্রয়াত মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী এমপিও বাংলাদেশ এবং বিদেশে সুপরিচিত এবং সম্মানিত ব্যক্তিত্ব।

তাদের পিতা ছিলেন ফেঞ্চুগঞ্জের সম্মানিত দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী। ৮৫ বছর বয়সী জিয়া উস সামাদ পাঁচ সন্তানের একজন গর্বিত পিতা, যাদের সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত পেশাদার।

জিয়া উস সামাদ বার্মিংহাম ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট এবং জাস্টিস অফ দ্য পিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসের প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জাস্টিস অফ দ্য পিস এবং ২০০৪ সালে তার জেপি পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

জিয়া উস সামাদ উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্যে যাওয়ার আগে ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ সম্পন্ন করেন। তিনি পরিবহন ব্যবস্থাপনা, বিক্রয় ও বিপণন, অ্যাকাউন্টিং, উন্নত কাউন্সেলিং, বিচার বিভাগীয় প্রশাসন এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়নে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি একটি ক্যাটারিং ব্যবসা শুরু করেন এবং যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে সফলভাবে রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করেন।

অবশেষে, তিনি চাকরিতে স্থানান্তরিত হন, স্যান্ডওয়েল মেট্রোপলিটন বরোতে প্রধান বাংলাদেশী কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার হিসেবে ১৮ বছর দায়িত্ব পালন করেন। এ

অবসরে জিয়া উস সামাদ সাহিত্যে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি "বাংলাদেশের স্মৃতি" এবং "মনোচ্ছাস", "মনমুরুলি", "মনমোহনা" এবং "মনোদয়" সহ বেশ কয়েকটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করেছেন

'নিটিং দ্য এয়ার প্রজেক্ট' দেখতে যোগ দিন ক্লিন এয়ার ডে ইভেন্টে

ক্লিন এয়ার ডে অর্থাৎ দূয়ণমুক্ত বায়ু দিবস উপলক্ষে টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিল নিটিং দ্য এয়ার প্রজেক্টকে সমর্থন করছি, যেখানে টাওয়ার হ্যামলেটস এবং তার বাইরের ১২০ টিরও বেশি নিটার পপলারের অ্যাবারফেল্ডি এলাকায় দু'টি ব্রিদ লন্ডন এয়ার কোয়ালিটি সেন্সর থেকে বায়ু দূষণের ডেটার একটি ভিজ্যুয়ালাইজেশন বুনন করছে।

বিশেষ এই বুননটি আগামী ২০ জুন সকাল ৯.৩০ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত টাওয়ার হ্যামলেটস্ টাউন হলে (১৬০ হোয়াইটচ্যাপেল রোড, ই১ ১বিজি) প্রদর্শিত হবে। একটি সবুজ, স্বাস্থ্যকর পপলার গড়ে তুলতে স্থানীয় কমিউনিটির নেতৃত্বে কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পনা পপলার গ্রিন ফিউচারস্ এর অংশ হচ্ছে নিটিং দ্যা এয়ার প্রজেক্ট, যা বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে পপলার হারকা এবং ইকোওয়ার্ল্ড লন্ডন। ইন্টাগ্রামে @Knittingtheair-এ তাদের যাত্রা অনুসরণ করুন।

বিস্তারিত তথ্য জানতে ভিজিট করুনঃ
www.breathelondon.org/stories/knitting-the-air

দশঘর ইউনিয়র প্রগতি ট্রাস্ট ইউকের নতুন কমিটির অভিষেক সম্পন্ন

অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্যে সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার দশঘর ইউনিয়র প্রগতি ট্রাস্ট ইউকের নতুন কমিটির অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে। ১০ জুন পূর্ব লন্ডনের ইস্প্রেশন হলে আয়োজিত অভিষেক অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ইউনিয়নের কৃতি শিক্ষার্থীদের এওয়ার্ড প্রদানের পাশাশি কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন প্রবাসীদের প্রবাসীদের সম্মাননা এওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

দশঘর ইউনিয়ন প্রগতি ট্রাস্টের সভাপতি সোবহান আলী বারীর সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক এম তানবীর আহমদ এবং এসিস্টেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী মুহিত মিয়ার যৌথ পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোর'আন থেকে তেলাওয়াত করেন ট্রাস্টি হাফিজ মৌলানা মোহাম্মদ ইলিয়াছ ।

সভায় প্রধান অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হেমলেট বারার পেরেন্টস সেন্টাবের ডাইরেক্টর এবং গিল্ডহল উনিভার্সিটির সাবেক সিনিয়র লেকসারার ডক্টর আব্দুল হান্নান।

বিশেষ অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বার্কিং ও ডেগেনহাম বারার সম্মানিত মেয়র মঈন কাদরী, নরউইচ সিটি কাউন্সিলের সম্মানিত শেরিফ সিরাজুল ইসলাম, ক্রয়ডন বারার সাবেক মেয়র হুমায়ুন কবির, টাওয়ার হেমলেট বারার সাবেক স্পীকার আহবাব হোসেন। হিলিংডন বারার কাউন্সিলর মোহাম্মদ ইসলাম শাহীন, টাওয়ার হেমলেট বারার কাউন্সিলর বেলাল উদ্দীন, কাউন্সিলর বদরুল চৌ:, জজ বেলায়েত হোসেন, বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সভাপতি এ কে এম সেলিম, বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের সাধারন সম্পাদক গুলজার খান, বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সাধারন সম্পাদক ও বর্তমান সহ-সভাপতি মিসবাহ উদ্দিন, সাবেক ট্রেজারার আজম খান. বিশিষ্ট সাংবাদিক রহমত আলী, জাকির হোসেন কয়েছ, কমিউনিটি নেতা আব্দুল কুদ্দুছ, বিশিষ্ট অভিনেতা ও গীতিকার হিরণ বেগ, বাঙালি কমিনিটির বলিষ্ট কণ্ঠস্বর কমিনিটি নেতা আলহাজ টুনু মিয়া, জগন্নাতপুর এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সাধারন সম্পাধন আঙ্গুর আলী, সোনালী অতীত চেয়ারম্যান আখলাকুর রহমান, পেরেন্টস গভর্ণমেন্সর চেয়ারম্যান শানুর আহমদ খান, সিলেট ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস এসোসিয়েশনের সাবেক ট্রেজারার জামাল উদ্দীন, কমিনিটি নেতা মো: সুরুজ মিয়া প্রমুখ ।

সিলেকশন কমিশনার জনাব আব্দুল মুকিত মাস্টার নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্ধ চেয়ারম্যান সোবহান আলী (বারী), ভাইস চেয়ারম্যান কামাল আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী এম তানবীর আহমদ, এসিস্টেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী মুহিত মিয়া (সুফিয়ান), ট্রেজারার নুরুল ইসলাম (তুরন), এসিস্টেন্ট ট্রেজারার আলী আহমদ, এর্ক্তিকউটিভ কমিটি মেম্বার আখলাকুর রহমান, মো আব্দুল তাহিদ, আব্দুল হান্নান, কয়ছর আলী (আনোয়ার), এ কে এম ইয়াহিয়া, আব্দুল কাইয়ুম এবং মো: হরুফ মিয়াকে পরিচয় করিয়ে দেন ।

অনুষ্টানে এডুকেশন, কমিউনিটি ওয়ার্ক, পলিটিঙ্, বিজনেস, স্পোর্টস, কালসার এবং ট্রাস্টের উন্নয়ন সাধনে অবদান রাখার জন্য যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ইউনিয়নের বেশ কিছু মেধাবী লোকজনকে এওয়ার্ড প্রধান করা হয় । এওয়ার্ড প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী এমপি, টাওয়ার হেমলেট বারার সাবেক স্পিকার কাউন্সিলর মো আয়াছ মিয়া, যুক্তরাজ্যের জজ মো: বেলায়েত হোসেন, ব্রিটেনের রানীর খেতাব প্রাপ্ত কমিনিটি ওয়ার্কার ফাতির খান এম বি ই, নরউইচ সিটি কাউন্সিলের সম্মানীত শেরিফ সিরাজুল ইসলাম, ট্রাস্টের ফাউন্ডার চেয়ারম্যান সাজিদ আলী (মেনন), ফাউন্ডার সেক্রেটারী আফছর মিয়া (ছুটু), সাবেক চেয়ারম্যান ফয়জুর রহমান, এডভোকেট নেছাওর আলী, আব্দুল মুকিত মাস্টার, সাইদুল ইসলাম (নানু), সাবেক জেনারেল সেক্রেটারী আখলাকুর রহমান, আনর মিয়া (শাহজাজান), কামাল উদ্দীন আহমদ, মনির আলী, মুজিবুর রহমান (মধু), সাবেক ট্রেজারার মো: কনা আলী, কয়ছর আলী (আনোয়ার), আব্দুস শহীদ (হারুন), সেলিম আহমদ, কমিনিটি সার্ভিসে বিশেষ অবদান রাখার জন্য এ কে এম সেলিম, এ কে এম ইয়াহিয়া, আলহাজ টুনু মিয়া, মো: সুরুজ মিয়া, নেছার আলী (লিলু), আব্দুল হান্নান, মো: আব্দুল তাহিদ, মোহাম্মদ আলী সিদ্দীক, ব্যবসা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য মো: মানিক মিয়া, মো: আব্দুল খালিক, মো: আনছার উদ্দীন, মো: ছানু মিয়া, আব্দুল গফুর, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বিশিষ্ট গায়িকার ও নাট্য অভিনেতা হিরন বেগ, বিলেতের তরুক গায়ক বিলাল আহমদ শহীদ, কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বিবিসি এপ্রেন্টিস কম্পিটিটর শাহীন জামান হাসান, ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার আমিনুর রহমান, হিউম্যানিটি টিচার নাজমুল নাসিম হোসেন, সিনিয়র পেডিয়াট্রিক নার্স সালমা ফারুক, অলিমিয়াহ কমপিটেড ইমাম ফখরুল হোসেন, ক্লিনিকাল সাইন্টিস্ট ফেরদৌস শেখ, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ মেধার স্বাক্ষর রাখার জন্য মাস্টার্স অফ সিন্স ডিগ্রীধারী মিজানুর রহমান, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হাফিজ মো: আব্দুল ওয়াহাব, ব্যাচেলর অফ সাইন্স ডিগ্রীধারী সাফওয়ানুর রহমান জয়, মাস্টার্স অফ 'ল ডিগ্রীধারী রুম্মান আহমদ, এপ্রেন্টিস ইঞ্জিনিয়ার ইন ডাইসন হাফিজ মাহদিউর রহমান, এলএলবি অনার্স ডিগ্রীধারী জান্নাত মুমিনা খাতুন, মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আনসার ইসলাম, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইংলিশ হিস্ট্রি ও সাইকোলজির স্টুডেন্টস ঈশিতা আহমদ, এ-লেভেল কমপিটেড রামী সুলতানা, এ-লেভেল পরীক্ষার্থী সাহারা আলী, ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ব্যাডমিন্টন পেয়ার আব্দুল আহাদ, ফুটবল পেয়ার ইজাজুর রহমান, ইসহাক রহমান, ইসহাক আমিন প্রমুখ।

এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক জহুরুল হক, কমিউনিটি নেতা মনির উদ্দীন বশির, আব্দুস সুবহান সোহেল, বিশ্বনাথ এইড সভাপতি আব্দুর রহমান রঞ্জু, সাধারন সম্পাদক সাংবাদিক কয়েছ আলী, আইনজীবী আব্দুল ওয়াহিদ, সংগীত শিল্পী ইফ্ফাত আরা খানম, বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্টের এসিস্টেন্ট ই মো: কবির মিয়া, প্রেস সেক্রেটারি শরিফুল ইসলাম, কালচারাল সেক্রেটারী দৌলত হোসেন, সাবেক কালচারাল সেক্রেটারি কদর উদ্দীন, এর্ক্তিকউটিভ মেম্বার মবশ্বির আলী, বিশ্বনাথ ইউনিয়ন ট্রাস্টের ট্রেজারার মদরিছ আলী মোফাজ্জুল, আজিজুর রহমান খান রাজন, আব্দুর রব, সাবেক বিশ্বনাথ পৌরসভা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মুমিন খান মুন্না, আব্দুল হামিদ খান সুমেদ, দশঘর ইউনিয়ন প্রগতি ট্রাস্টের সাবেক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী সরফরাজ খান চপল, তোফায়েল আহমদ আলম, প্রতিষ্টাতা ট্রাস্টি আলা মিয়া, গিয়াস উদ্দীন তছর, সম্মানীত ট্রাস্টি ফারুক মিয়া (নাচুনি), ফারুক মিয়া (রায়কেলী), নজরুল ইসলাম, আব্দুল আহাদ লিলু, তৈয়বুর রহমান হুমায়ুন, আজাদ উদ্দীন, এমদাদুল হক সিকদার, খলিল মিয়া, শানুর বেগ, আব্দুল হামিদ, হামদু মিয়া, আতিকুর রহমান আশিক, আব্দুল মালিক ফয়জুল, মাহফুজুর রহমান রিপন, আফিকুল ইসলাম, আব্দুল হক, মিজানুর রহমান, সুহেব আহমদ, লুৎফুর মিয়া, নতুন ট্রাস্টি আতাউর রহমান সুমন, মৌলানা মোর্তাজা আলী, মাহবুবুর রহমান খোকন, আমীর উদ্দীন, ফটিক মিয়া, ইয়াওর আলী রুনু, লাল মিয়া (তয়রুছ মিয়া), হুমায়ুন কবির, তারেক সানু ছানু, মুহিবুর রহমান সিকদার, মুমিনুর রহমান মামুন, আব্দুল হামিদ, তরুন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আনোয়ার হোসেন, আজমল চৌধুরী, নেছার উদ্দিন, সেলিম উদ্দিন, বদরুল ইসলাম, মতিউর রহমান মতিন, কামরুল ইসলাম, আহবাব হোসেন খান বাপ্পি, নাজমুল ইসলাম, নিজাম উদ্দিন, কাদির মিয়া, রুহুল আহমদ, রুবেল মিয়া, সুমন, জাকারিয়া আলী, শাহরিয়ার তানভীর শাফী প্রমুখ ।

উল্লেখ এই ট্রাস্টে ১৭৬ ট্রাস্টি রয়েনে আর প্রায় দেড় কুটি টাকার মূলধন রয়েছে।

লন্ডন মহানগর আওয়ামীলীগের উদ্যোগে ৬ দফা দিবস পালন

ঐতিহাসিক ৬ দফা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে লন্ডন মহানগর আওয়ামীলীগ। ৭ জুন পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন নুরুল হক লালা মিয়া। দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র সহ সভাপতি আনহার মিয়া। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আলতাফুর রহমান মোজাহিদের পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলায়াত করেন হাফিজ জিল্লুল হক। ঐতিহাসিক ৬ দফার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সভাপতি মাহমুদ শরীফ।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য সফররত সিলেট সিটি কপোরেশন এর মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। এসময় আরো বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি হরমুজ আলী, যুগ্ম সম্পাদক নঈম উদ্দীন রিয়াজ, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী প্রচার সম্পাদক মাসুক ইবনে আনিস, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা মেহের নিগার চৌধুরী, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ সুরুক আলী, লন্ডন মহানগর আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি ইলিয়াস মিয়া, মঈনুল হক, সৈয়দ এহসান আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ জামান নাসের, ইমিগ্রেশন বিষয়ক সম্পাদক দেল্ওয়ার হোসেন, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক পীর কুতুব উদ্দীন বকতিয়ার, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আনজুমান আরা আনজু সালমা বেগম লাকী, আব্দুল হান্নান , মহানগর আওয়ামীলিগ সদস্য আবাব মিয়া (সাবেক ওসি), আংগুর আলী, মামুন কবীর চৌধুরী, নিমাই মিয়া, দারা মিয়া, কামাল উদ্দীন, সৈয়দ গোলাব আলী, আব্দুল আলীম, বারিস্টার মনিরুজ্জামান, আব্দুল মুকিত প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৬৬ সালে এই দফা ছিলো বাংলাদেশীদের মুক্তির সনদ। এরই ধারা বাহিকতায় ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও ৭০ এর নির্বাচন এবং সব শেষে মহা মুক্তিযুদ্ধ।

পর্তুগাল লিসবন এ জুড়ি উপজেলার নতুন কমিউনিটি কমিটি গঠন

আব্দুল কাইয়ুম সভাপতি তোফায়েল আহমেদ সাধারণ সম্পাদক

গত ১৬ই জুন ২০২৪ পর্তুগালের লিসবন শহরে বসবাসরত সর্বস্তরের জুড়িবাসিকে নিয়ে নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। যার নাম দেওয়া হয় জুড়ি উপজেলা কমিউনিটি লিসবন, পর্তুগাল।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন তোফায়েল আহমেদ। আব্দুল কাইয়ুম এর সভাপতি উক্ত সভা পরিচালনা করেন দেবাশীষ দাস।

অন্যন্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাইদুর রহমান, আব্দুল কাইয়ুম, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুল মতিন, হেলাল উদ্দিন, ইব্রাহিম আহমেদ, নাজিম আহমেদ, শাহেদ আহমেদ, আব্দুল মুকিত আজাদ মিয়া প্রমুখ।

সবার সর্বসম্মতিক্রমে আব্দুল কাইয়ুমকে সভাপতি করে মোট ২১ কাজ করার প্রত্যয় নিয়ে নতুন কমিটির যাত্রা শুরু হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম। সহ-সভাপতি দেবাশীষ দাস সাজুক। সহ-সভাপতি আব্দুল মতলিব আসুক। সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ। সহ -সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুহিত আনা। সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুর রহমান। সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আজাদ মিয়া। অর্থ সম্পাদক মোঃ জাকির হোসেন । সমাজ কল্যাণ সম্পাদক বদরুল ইসলাম। আপ্যায়ন সম্পাদক হেলাল উদ্দিন। প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন। দপ্তর সম্পাদক মামুন খান। আইন বিষয়ক সম্পাদক মাসুম খান। কার্যনির্বাহি সদস্য জসিম উদ্দিন।

সদস্য নতুন গঠন করা হয়।

লিসবনে অবস্থানরত সকল জুড়িবাসীর সুখে দুঃখে আর্ত মানবতার কল্যাণে সুমন দাস সমু। সোহেল আহমেদ। আমিনুল ইসলাম। আব্দুল হেকিম। রায়হান আহমেদ। আব্দুর রহিম। ফয়সাল আহমেদ।

জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ছাতক এডুকেশন ট্রাস্টের বহুল আলোচিত অভিষেক অনুষ্ঠান

১১ই জুন মঙ্গলবার, স্থানীয় রিজেন্ট লেইক বেঁনকুইটিং হলে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা থেকে অত্যন্ত জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ছাতক এডুকেশন ট্রাস্টের বহুল আলোচিত অভিষেক অনুষ্ঠান। পুরো অনুষ্ঠানটি ভিআইপি অথিতিদের পদচারণায় ছিলো মুখরিত। আর স্থানীয় সহ ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ছাতকিদের চুখ জুড়ানো উপস্তিতি ছিল এককথায় অসাধারণ ♥ সভাপতিত্ব করেন ছাতক এডুকেশন ট্রাস্টের সম্মানিত সভাপতি জনাব আখতার হোসেন। পবিত্র কোরান তেলাওয়াত করেন জাকির মাহমুদ।

যৌথ সঞ্চালনায় ছিলেন, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জনাব এমদাদ তালুকদার এবং কোষাধ্যক্ষ জনাব রশীদ আহমেদ।

ট্রাস্টের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনাব আখতার হুসেনের সূচনা বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে কার্যক্রম শুরু হয়। সভাপতি নবনির্বাচিত সকল কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন।

ভিআইপিদের মধ্যে উপস্থিতি ছিলেন রুশনারা আলী এমপি, টাওয়ার হেমলেটসের নবনির্বাচিত স্পিকার ব্যারিস্টার সাইফুদ্দিন খালেদ, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও পলিটিশিয়ান, ইমাম আজমল মাশরুর, সাবেক কাউন্সিলর রুবিনা খান, বাংলাদেশ কেইটারিং এসোসিশনের প্রেসিডেন্ট, ওলি খান এমবিই, বিসিএ সাধারণ সম্পাদক জনাব মিঠু চৌধুরী, বিসিএ সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব পাশা খন্দকার, বিসিএ সাবেক প্রসিডেন্ট, জনাব আব্দুল মুনিম ওবিই,সাবেক কাউন্সিলের জনাব হেলাল আব্বাস, কাউন্সিলার জনাব সিরাজুল ইসলাম, কাউন্সিলার জনাব আব্দাল উল্লাহ, কাউন্সিলার ফারুক আহমেদ, কাউন্সিলার লিলু আহমেদ তালুকদার, কাউন্সিলার লুতফা বেগম, কাউন্সিলার সাবিনা আক্তার, কাউন্সিলার আসমা বেগম, কাউন্সিলার রেবেকা সুলতানা, সাবেক কাউন্সিলার নজরুল ইসলাম বার্মিংহাম, জনাব জুনায়েদুর রহমান জুনেদ, সাধারণ সম্পাদক, ছাতক সমিতি, বার্মিংহাম, জনাব শোয়েব তালুকদার, সহ সভাপতি, ছাতক সমিতি,বার্মিংহাম,কাজী আঙ্গুর মিয়া, উপদেষ্টা ছাতক সমিতি, বার্মিংহাম, আসক আলী, বার্মিংহাম, জনাব মেশাহিদ তালুকদার বার্মিংহাম, ছাতক এডুকেশন ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন :প্রধান উপদেষ্টা জনাব আলতাফুর রহমান মোজাহিদ, উপদেষ্টা জনাব ফজল উদ্দিন, উপদেষ্টা জনাব নুরুল ইসলাম এমবিই, উপদেষ্টা জনাব আশিকুর রহমান আশিক, উপদেষ্টা জনাব রফিক হায়দার, উপদেষ্টা জনাব ফারুক আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব আরমান আলী।

সহ সভাপতি জনাব শাকুর আলী, সহ সভাপতি জনাব তাজ উদ্দিন। সহ সভাপতি জনাব শাহ আলম, কোষাধ্যক্ষ জনাব রশীদ আহমেদ, ট্রাস্টি জনাব আতাউর রহমান আনছার, ট্রাস্টি জনাব আব্দুল করিম খায়ের, মহিলা সহ সভাপতি জনাবা জাহানারা বেগম, ট্রাস্টি জনাব দিলাল আহমেদ ট্রাস্টি জনাব শোয়েব মুন্না,এম এ শামীম প্রমূখ। ম্যাগাজিনের সম্পাদক ও উপদেষ্টা মন্ডলী ও অতিথি বৃন্দা ম্যাগাজিনের মোরক উন্মোচন করেন।

অতিথি বৃন্দের উপস্থিতি কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আমাদের আবদ্ধ করেছে। আপনারা আমাদের এই উদযাপনকে আরও বিশেষ ও স্মরণীয় করে তুলেছেন। আপনাদের উপস্থিতি আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস এবং আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থন আমাদের সবসময়ই অনুপ্রাণিত করেবে।

বিদায়ী সাবেক সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ, প্রধান উপদেষ্টা, ফ্রেন্ড অব ট্রাস্টি, মহিলা ট্রাস্টি ও ট্রাস্টের কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সম্মাননা স্বরূপ ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে আগত অথিতিরা খুবই সুন্দর আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ভুয়সী প্রশংসা করেন। ডিনারের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আগত সম্মানিত শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ রইলো।

অনির্দিষ্টকালের জন্য গোয়াইনঘাটের সকল পর্যটন স্পষ্ট বন্ধ

সিলেট অফিস : সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতি অবনতি ঘটায় জনস্বার্থে ও জননিরাপত্তা বিবেচনায় দেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র প্রকৃতি কন্যা খ্যাত জাফলং, মিটা পানির জলারবন রাতারগুল, শীতল পানির বিছনাকান্দি ও পান্থুমাই পর্যটন স্পট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছেন উপজেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটির আহবায়ক ও গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. তৌহিদুল ইসলাম।

গত ৫ দিনের টানা ভারি বৃষ্টিপাত ও সীমান্তবর্তী ভারতের চেরাপুঞ্জি থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতি ঘটছে। পিয়াইন, সারি-গোয়াইন নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করায় এবং উপজেলাধীন পর্যটন স্পটসমূহ বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। জনস্বার্থে ও পর্যটকদের জানমালের রক্ষার্থে ও জননিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে জাফলং, বিছনাকান্দি, রাতারগুল ও পান্থুমাইসহ সকল পর্যটন কেন্দ্র পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. তৌহিদুল ইসলাম এক ভিডিও বার্তায় এ নির্দেশনা দেন।

বিয়ানীবাজার উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত

সিলেট অফিস : বিয়ানীবাজার উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের তিনমাস যেতে না যেতেই গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ কমিটি দু'টি বিলুপ্ত ঘোষণা করে।

এ খবরে সন্ধ্যায় ছাত্রলীগের (মূলধারা) নেতাকর্মীরা পৌরশহরে আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করে। এরপর সংক্ষিপ্ত পথসভায় নেতাকর্মীরা বিয়ানীবাজারে চিনি ছিনতাইয়ে জড়িত জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহেল সিরাজকে বহিষ্কার ও জেলা ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের প্রতি জোর দাবি জানান। পাশাপাশি তারা টালবাহানা না করে পুলিশকে চিনি ছিনতাইয়ে প্রকৃত জড়িতদের গ্রেফতার করার আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখেন, উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা মাসুম আহমদ সানি, পৌর ছাত্রলীগ নেতা জুনেদ রহমান প্রমুখ।

জানা যায়, বিয়ানীবাজারে গত শনিবার সকালে এক ব্যবসায়ীর ৪শ' বস্তা চিনি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এরপর থেকেই স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গন বেশ সরগরম হয়ে উঠে। শুরু থেকেই সিলেট জেলা, বিয়ানীবাজার উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের দায়িত্বশীল কয়েক নেতা জড়িত থাকার অভিযোগ উঠে। এরপর চিহ্নিতদের নাম বাদ দিয়ে থানায় মামলা হলে ফেসবুকে নিন্দার ঝড় বইতে শুরু করে। গত বৃহস্পতিবার চিনি ছিনতাই কা- জড়িত আত্মস্বীকৃত দু'নেতার ফোনালাপ গণমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এতে এ কা- জড়িত ছাত্রলীগের দায়িত্বশীলদের নাম, মধ্যস্থতাকারী ও থানা পুলিশের ভূমিকা প্রকাশ্যে চলে আসে। বিষয়টি প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নজরে আসে। এতে করে ছাত্রলীগের কমিটি ও গ্রেফতারের বিষয়ে নতুন মোড় নেয়। টের পেয়ে অনেকেই চলে যান আত্মগোপনে!

এদিকে, গত শুক্রবার বিকেলে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিয়ানীবাজার উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। সংগঠনের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান এক বিজ্ঞপ্তিতে- সংগঠনের শৃঙ্খলা ও মর্যাদাপরিপন্থী এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে কমিটি দু'টি বিলুপ্তির কথা জানান।

সর্বশেষ তথ্যমতে, বিয়ানীবাজারে চিনি ছিনতাই ঘটনায় থানার ১১ জনের নামে মামলা হলেও পুলিশ এ পর্যন্ত ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। উদ্ধার করেছে লুণ্ঠিত ৮০ বস্তা চিনি, জব্দ করেছে একটি পিকআপ ভ্যান। মধ্যস্থতার দোলাচলে এখনো রয়েছে ৩২০ বস্তা চিনি!

সিলেটে নতুন স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা

সিলেট অফিস : সিলেটে নতুন একটি স্থানে প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাসের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার বিছনাকান্দি ইউনিয়নের নতুন ভাঙা (আনফরের ভাঙ্গা) নামক এলাকায় রাস্তার পাশে মাটির নিচ থেকে গ্যাস বের হচ্ছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারনা করা হচ্ছে।

রবিবার (৯ জুন) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্সে)-এর একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নমুনা সংগ্রহ করেছে।

জানা গেছে, চলতি বন্যার পানি নামতে শুরু করার পর গত ৩-৪ দিন ধরে গোয়াইনঘাটের আনফরের ভাঙ্গা নামক এলাকায় রাস্তার পাশের একটি জায়গায় পানির নিচ থেকে বুদবুদ উঠতে শুরু করে। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসলে কয়েকজন সেই স্থানে গ্যাস লাইটার থেকে আগুন জ্বালালে পানিতে আগুন ধরে যায়। এরপর সেখানে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে চাউর হয় এবং বিষয়টি দেখতে উৎসুক জনতা প্রতিদিন ভিড় করতে থাকেন।

খবর পেয়ে শনিবার (৮ জুন) গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. তৌহিদুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিষয়টি বাপেক্সে-কে জানান। রবিবার বেলা আড়াইটার দিকে বাপেক্সের ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের ব্যবস্থাপক ও টিম প্রধান এস. এম. নাফিফুন আরফিন সেখানে গিয়ে বুদবুদ উঠার স্থান থেকে নমুনা সংগ্রহ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাপেক্সের ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক মুহিত আলম, সিলেট গ্যাসফিল্ডের সহকারী ব্যবস্থাপক শুভংকর সরকার, তোয়াকুল ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা হুসাইন মাহমুদ সজীব।

এ বিষয়ে সিলেট গ্যাস ফিল্ডের সহকারী ব্যবস্থাপক শুভংকর সরকার বলেন, সংশ্লিষ্ট একটি টিম পরিদর্শন করে নমুনা সংগ্রহ করেছে। এ স্থানে কী আছে- বায়ুজনিক, ন্যাচারাল না থার্মোজনিক গ্যাস তা পরীক্ষা করে বলতে হবে। অপাততঃ স্থানটি মাটিচাপা দিয়ে রেড জোন হিসেবে ব্যারিকেট দিয়ে রাখা হয়েছে। সাধারণ মানুষকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে বাপেক্সের ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের ব্যবস্থাপক ও টিম প্রধান এস. এম. নাফিফুন আরফিন বলেন, ল্যাবে পরীক্ষার জন্য ৩ বোতল নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর আগে এই জায়গায় একটি ব্রিজের কাজ হচ্ছিলো। সেসময় ফাইলিং করতে গিয়ে গ্যাসের আলামত পাওয়া গিয়েছিলো বলে এলজিইডি কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছিলেন। এবার গ্যাসের নমুনা পরীক্ষা করার পর এখানে সব ধরনের সার্ভে করা হবে। তবে গ্যাসের ধরণটা বুঝার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে ধারনা করা হচ্ছে- পাওয়া গেলে এখানে গ্যাসের প্রেসার ভালো হবে।

সিলেটে এবার টিলাধস ট্রাজেডি বাবা-মা-সন্তানের মর্মান্তিক মৃত্যু

সিলেট অফিস : সিলেট যেন এখন দুর্যোগের অঞ্চল। একের পর এক দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষ। একটি আঘাতের রেশ কাটতে না কাটতেই আরেকটি আঘাত। একটির ক্ষত সারতে না সারতে আরেকটি ক্ষতের সৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি, ভয়ঙ্কর ভারতীয় ঢল, ভয়াবহ বন্যা, গ্রাম ছাপিয়ে নগর ডুবে যাওয়া এবং এরসাথে টিলা ধস।এমনই একটি টিলা ধসের ট্রাজেটি গতকাল ঘটে গেলো সিলেটে। নগরের চামেলীবাগ এলাকায় টিলা ধসে মাটির সাথে মিশে গেলো একটি পরিবার। চাপা পড়া স্বামী, স্ত্রী ও শিশু সন্তানের লাশ প্রায় সাড়ে ৬ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হলো। সোমবার সকাল ৮টার দিক থেকে উদ্ধার কাজ শুরু হয়, বেলা দেড়টার দিকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়।

এই তিনজন হলেন চামেলীবাগ এলাকার আগা করিম উদ্দিন (৩৪), তাঁর স্ত্রী শাম্মী আক্তার (২৬) ও তাদের দুই বছরের ছেলে তানিম।অনেকে বলছেন, রাতের আঁধারে সিলেটের পাহাড়টিলা কেটে বসতি আর মাটি বাণিজ্যের খেসারত 'চামেলীবাগ ট্রাজেডি'! টিলার মাটিচাপায় থেমে গেল একটি পরিবারের স্বপ্ন। স্তব্ধ হয়ে গেল একটি ফুটফুটে সুন্দর শিশুর হাঁসি! মাটির সাথে মিশে গেল একটি সংসার। স্থানীয়রা জানালেন, নগরীর চামেলীবাগ আবাসিক এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পাহাড়ের পাদদেশে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাস করছে মানুষ। সোমবার ভোররাত থেকে টানা বৃষ্টির কারণে ওই এলাকার একটি টিলা ধসে পাদদেশে থাকা দুটি পরিবারের ঘরে ওপর পড়ে। এ সময় টিলার পাশের টিনশেডের একটি বাসায় মাটিচাপা পড়েন এক পরিবারের ৭ জন সদস্য। তাদের মধ্যে চারজনকে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার করা গেলেও ওই পরিবারের এক দম্পতি ও তাঁদের দুই বছরের শিশু মাটিচাপা পড়েন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, সিটি করপোরেশনের কর্মীরা উদ্ধার অভিযান শুরু করেন।

টিলাধসের খবর পেয়ে মেয়র মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীসহ সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান। বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত মাটিচাপা পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পরে উদ্ধারকাজের সঙ্গে যুক্ত হয় সেনাবাহিনী।

লাশ উদ্ধারে পর বেলা আড়াইটার দিকে প্রেস ব্রিফিং করেন সেনাবাহিনীর সিলেট ক্যান্টনমেন্টের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফারুক আহমেদ। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, সেনাপ্রধানের নির্দেশে সাড়ে ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে আমাদের ৩টি টিম উদ্ধারকাজ শুরু করে এবং একপর্যায়ে ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে আমাদের মেডিকেল টিমের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পরীক্ষা করে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন।

উদ্ধার কাজে অংশ নেওয়া চামেলিবাগ এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, ঘটনার সময় সবাই ঘুমিয়ে ছিলেন। ভোর থেকে বৃষ্টি শুরু হয়। চাপাপড়া আধাপাকা ঘরটি ছিল টিলার নিচে। অনেক বৃষ্টিপাতের কারণে টিলার বিশাল একটি অংশ ধসে ঘরটির ওপর পড়লে করিম, তার স্ত্রী ও শিশুসন্তান মাটিচাপা পড়ে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও তাদের সন্ধান আমরা পাইনি। পরে সেনাবাহিনী তাদের মরদেহ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় আহতরা হলেন-মাহমুদ উদ্দিন, বাবুল উদ্দিন, আগা বাচ্চু উদ্দিন, শফিক উদ্দিন।

সিলেট শাহপরান থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য বলেন, মাটি চাপা পড়া তিনজনকে উদ্ধার করেছে উদ্ধারকারী দল। তিনজনের লাশ

সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সিলেট ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ফায়ার সার্ভিসের তিনটি দল উদ্ধার অভিযানে অংশ নিয়েছে। সঙ্গে সেনাবাহিনীর সদস্যরাও ছিলেন। সিসিকের ৩৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জাহাঙ্গীর আলম বলেন, টিলা ধসে মাটিচাপা পড়ে যাওয়া একই পরিবারের তিন জনের সন্ধানে ঘটনাস্থলে কাজ শুরু করে সেনাবাহিনীর একটি দল। একপর্যায়ে মাটিচাপা পড়া করিমসহ তার স্ত্রী ও শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক।

এদিকে, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী জানিয়েছেন, টিলা ধসে পাদদেশে যারা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাস করছে তাদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই সময়ে টিলার নিচে বা ওপরে কাউকে না থাকার অনুরোধ জানিয়ে মেয়র বলেন, অপরিকল্পিতভাবে টিলা কাটার কারণে ধসের ঘটনা ঘটছে। তাই টিলা কাটা এবং টিলার আশেপাশে থাকা থেকে সবাইকে বিরত থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবো। বিষয়টি নিয়ে নগর ভবনে জরুরি সভার আহ্বান করেছি এবং জনসচেনতা বাড়াতে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে মাইকিং করবে সিলেট সিটি করপোরেশন।

বেলা সূত্র জানায়, সিলেট মহানগর ও সিলেট সদর উপজেলায় ২শ টিলা রয়েছে। বিভিন্ন উপজেলায় আরও দুইশর উপরে টিলা আছে। এসব টিলার মধ্যে অনেক টিলাই সম্পূর্ণ এবং অধিকাংশ টিলা অর্ধেক ও আংশিকভাবে কেটে ফেলা হয়েছে। টিলা কেটে ফেলার কারণে ও কাটা অব্যাহত থাকায় দিনদিন ঝুঁকি বাড়ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০২ সালে শাহী ঈদগাহ এলাকায় ৪ জন, ২০০৫ সালে গোলাপগঞ্জে টিলা ধসে একই পরিবারের ৩ জন, ২০০৯ সালে মৌলভীবাজারে জেরিন চা বাগানে পাহাড় ধসে ৩ জন, একই বছরের ১০ অক্টোবর গোলাপগঞ্জের কানিশাইলে মাটি চাপায় ১ শ্রমিক মারা যান। ২০১৪ সালে ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দেয়াল ধসে একই পরিবারের ৩ শিশুর মৃত্যু হয়। আর জৈন্তাপুরে পাহাড় ধসে মারা যান আরো ২ শিশু।

সিলেটে প্রতারণা মামলায় যুবলীগ নেতাসহ ভাই কারাগারে

সিলেট অফিস : সিলেট নগরীর ১২নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি ও তার ভাই শাহীন আহমদ প্রতারণা মামলায় কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। রোববার এক প্রবাসীর দায়ের করা মামলায় জামিন নিতে গেলে আদালত জামিন না মঞ্জুর করে তাদের দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করেন।

আসামিরা হলো শেখঘাট শুভেচ্ছা ২৫০ নম্বর বাসার মৃত মুহিবুর রহমান ছেলে শামীম আহমেদ ও তার ভাই শাহীনুর রহমান শাহীন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২০২ সালের ১৬ মার্চ নগরীর শেখঘাট শুভেচ্ছা ২৯৭'র বাসিন্দা মৃত মন্বশির আলীর ছেলে আমেরিকা প্রবাসী ফররুখ আহমদ (মনির মিয়া)'র পক্ষে আজম আলী শেখঘাট শুভেচ্ছা ২৫০'র বাসিন্দা মৃত মুহিবুর রহমানের ছেলে ১২নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি শামীম আহমদসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে এসএমপির কোতোয়ালী মডেল থানায় চাঁদাবাজী ও জালিয়াতি এবং প্রতারণা মামলা দায়ের করেন।

মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, নগরীর শেখঘাট এলাকায় আমেরিকা প্রবাসী ফরুখ আহমদ'র মালিকাধীন একটি দোকানকোঠা আত্মসাতের জন্য যুবলীগ নেতা শামীম আহমদ ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারির একটি জাল ভাড়াটিয়া চুক্তিনামা করেন। যা দিয়ে তিনি একটি ট্রেড লাইন্সেস, ফায়ার লাইন্সেস ও বিদ্যুতের লোড বাড়ানোর জন্য বিদ্যুতে অফিসে গিয়ে আবেদন করেন। এই ঘটনা জেনে আমেরিকার প্রবাসী ফরুখ আহমদ মামলাটি দায়ের করান।

বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাখাইন বাসিন্দাদের এলাকা ত্যাগের নির্দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো থেকে রাখাইনের বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে রাখাইনভিত্তিক সশস্ত্র রাজনৈতিক গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) রাজনৈতিক শাখা ইউনাইটেড লিগ অব আরাকান। মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ের কারণে এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

রাজ্যটির নিয়ন্ত্রণ দখলে কয়েক সপ্তাহ ধরে সরকারি বাহিনীগুলোর সঙ্গে তীব্র লড়াই চলছে সংগঠনটির সশস্ত্র শাখা আরাকান আর্মির।

থাইল্যান্ড-ভিত্তিক বার্মিজ সংবাদমাধ্যম ইরাবতির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ইউনাইটেড লিগ অব আরাকান বলেছে, মংডু শহরের অবশিষ্ট জান্তা ঘাঁটিগুলো ঘেরাও করা হয়েছে। দেশটির সামরিক বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে শহরটিকে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছে বলে দাবি করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে যেসব এলাকায় জান্তা বাহিনীর শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে অথবা তাদের মোতায়েন করা হয়েছে, সেসব এলাকা থেকে বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ইউনাইটেড লিগ অব আরাকান।

এদিকে মংডুকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আগে গত মে মাসের মাঝামাঝি পার্শ্ববর্তী বুথিডাং শহর দখল করে বিদ্রোহীরা। দুটি শহরই বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে উত্তর-পূর্ব রাখাইন রাজ্যে অবস্থিত। এসব এলাকায় মূলত রোহিঙ্গারা বসবাস করেন।

গত সপ্তাহে মংডুর ১০টি সেনা ছাউনির দখল নিয়েছে আরাকান আর্মি। এসবের মধ্যে মায়াওয়াদি ট্যাক্টিক্যাল কমান্ড বেস, না খাউং তো সেনা ছাউনি এবং আহ লেল থান কিয়াও সেনা ছাউনিও রয়েছে। মংডু জেলাজুড়ে যত সেনা ছাউনি রয়েছে, সেসবের মধ্যে এ দু'টি ছাউনি শক্তিশালী। এএ যোদ্ধাদের সঙ্গে সংঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন ২ শতাধিক সেনা। নিহতদের মধ্যে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর একজন কর্নেলও রয়েছেন।

মিয়ানমার সেনাবাহিনী তাদের আহ লেল থান কিয়াউ ক্যাম্প এবং মাওয়ায়াদ্দি স্ট্র্যাটেজিক কমান্ড বেস উভয়কে রক্ষা করতে বিমান হামলা এবং কামানের গোলা ব্যবহার করেছিল বলে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে শহর রয়েছে প্রায় ১৭টি। এর মধ্যে নয়টিরই নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার দাবি করেছে আরাকান আর্মি। গত বছরের নভেম্বর থেকে রাজ্যটিতে জান্তা বাহিনীর সঙ্গে তীব্র লড়াই চলছে তাদের। পার্শ্ববর্তী চিন রাজ্যের পালেতওয়া শহরেরও নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার দাবি করেছে জাতিগত গোষ্ঠীটি।

জিয়া, খালেদা, কোকো ও আন্দোলনে নিহতদের পক্ষে বিএনপি'র কোরবানি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র মরহুম আরাফাত রহমান কোকো এবং বিগত আন্দোলনে নিহত হওয়া ১৮ জন দলীয় নেতাকর্মীর নামে ৩টি গরু কোরবানি দেয়া হয়েছে। চেয়ারপার্সনের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এই কোরবানি দিয়েছে বিএনপি। বিএনপি চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তারের বরাত দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চেয়ারপার্সনের প্রেস উইং কর্মকর্তা শামসুদ্দিন দিদার।

নিহত ও গুম হওয়া নেতাকর্মীরা হলেন- মোঃ আব্দুর রহমান, নুরে আলম, শাওন প্রধান, আব্দুল আলীম, শহীদুল ইসলাম শাওন, অমিত হাসান, আ ফ ম কামাল, নুরে আলম ভূঁইয়া তানু, মোহাম্মদ ইউসুফ, মোঃ শাহজাহান খান, মুকবুল হোসেন, মিল্লাত হোসেন, আব্দুর রশিদ আরেফিন, নুরুজ্জামান জনি, মোঃ মকবুল হোসেন, মোঃ শামীম মিয়া ও মোঃ আব্দুর রশীদ এবং সাজেদুর রহমান সুমন ও জাকির হোসেন।

'সেন্টমার্টিন ইস্যুতে সরকার কঠোর নজরদারিতে'

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সেন্টমার্টিন নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে সব জায়গায় একটা গুজব ছড়ানো হচ্ছে- এতে বলা হয়েছে সেন্টমার্টিন নাকি দখল হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে এর কড়া জবাব দিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

রোববার (১৬ জুন) রাজধানীর ধানমন্ডিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, বাংলাদেশ কারও সঙ্গে কখনও নতজানু আচরণ করেনি। মিয়ানমার সীমান্তে কঠোর নজরদারি করছে সরকার।

সেতুমন্ত্রী আরও বলেন, সেন্টমার্টিন দখল হচ্ছে এমন তথ্য সঠিক নয়, গুজব ছড়ানো হচ্ছে। আমরা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চাই। গায়ে পড়ে মিয়ানমারের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধানোর কোনো প্রয়োজন নেই বাংলাদেশের।

জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরেই সেন্টমার্টিনের বাসিন্দারা সমুদ্র সৈকত পাড়ি দিয়ে বের হতে পারেনি। বের হলেই মায়ানমার থেকে গুলি করা হতো। এমনকি সেখানে পণ্যও প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এর ফলে অনেকেরই পণ্য শেষ হয়ে গিয়েছিল।

অনেকেরই মানবেতর জীবন-যাপন করতে হয়। অবশেষে দুইদিন আগে থেকে সেখানকার পর্যটকরা কোনো বাধা ছাড়া বের হয়। এছাড়া পণ্যও সেখানে প্রবেশ করে।

এদিকে, সেন্টমার্টিন বাংলাদেশের আছে। এটি আমাদেরই থাকবে এ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

এ বিষয় নিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গণমাধ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম দৈনিক ইনকিলাব সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোড়ন এখন। অনেকেই সরকারের সমালোচনা করেছেন। আবার অনেকে বলেছেন, শুধু শুধু কিছু মানুষ সরকারের সমালোচনা করছেন। তারা আসলেই কোনো কিছু না বুঝেই সরকারের সমালোচনা করছেন। সরকার সঠিক সময়ে এর কড়া জবাব দিবেন বলেও তারা উল্লেখ্য করেন।

তারা আরও বলেন, সেন্টমার্টিন আমাদের আছে, আর এটা আমাদেরই থাকবে, এ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

উল্লেখ্য, বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম সেন্টমার্টিন। এর সুন্দর্য দেখার জন্য প্রতিদিনই হাজার পর্যটক আসে দেশ ও দেমের বাইরে থেকে। সেন্টমার্টিন একটি প্রবাল দ্বীপ। এটি কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলায় অবস্থিত।

বিশ্বের ব্যয়বহুল শহরের তালিকায় ১৪ ধাপ এগোল ঢাকা

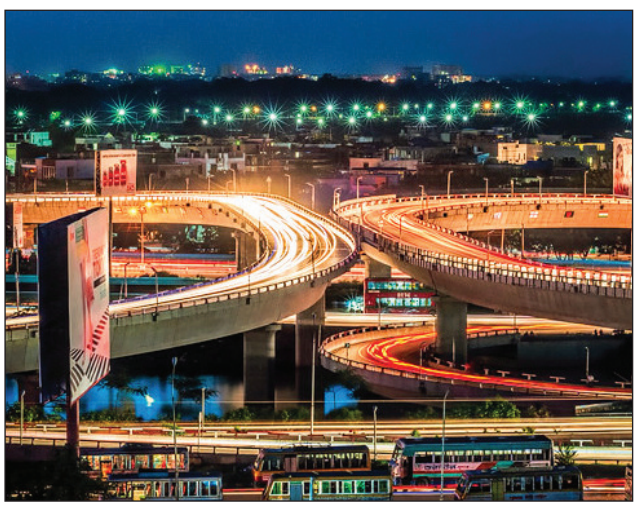

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিশ্বের ব্যয়বহুল শহরের তালিকা প্রকাশ করেছে মার্সার কস্ট অব লিভিং সার্ভে। ২০২৪ সালের এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে হংকং। এতে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অবস্থান ১৪০তম। যদিও ২০২৩ সালের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৫৪। অর্থাৎ ১৪ ধাপ এগিয়েছে ঢাকা। সোমবার (১৭ জুন) এই তালিকা প্রকাশ করা হয়। খবর সিএনএনের। ২০২২ ও ২০২৩ সালেও তালিকায় শীর্ষে ছিল হংকং।

এরপরেই রয়েছে সিঙ্গাপুরের অবস্থান। শীর্ষ ১০ শহরের মধ্যে সুইজারল্যান্ডের কয়েকটি শহর রয়েছে।

ব্যয়বহুল শহরের তালিকা করতে বিশ্বের ২২৬টি শহরের অন্তত ২০০টি বিষয়কে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পরিবহন, খাদ্য, পোশাক, গৃহস্থালী সামগ্রী ও বিনোদন।

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর নিউ ইয়র্ক তালিকায় সপ্তম স্থানে রয়েছে। অন্যদিকে, গত বছর লন্ডন ছিল এই তালিকায় ১৭তম স্থানে। কিন্তু এবার যুক্তরাজ্যের এই শহরটি অষ্টম স্থানে উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের আরেক শহর লস অ্যাঞ্জেলেস রয়েছে ১০তম স্থানে। বিদেশিকর্মীদের জন্য কানাডা সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর টরন্টো।

তালিকায় এটির অবস্থান ৯২তম। এরপরে রয়েছে ভ্যানকুভারের অবস্থান।

২০২৪ সালের শীর্ষ ১০ ব্যয়বহুল শহর হলো- হংকং, সিঙ্গাপুর, জুরিখ, জেনেভা, বাসেল, বার্ন, নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, নাসাউ ও লস অ্যাঞ্জেলেস।

৭ দিনে পদ্মা সেতুতে ২৫ কোটি ৭৩ লাখ টাকা টোল আদায়

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ঈদযাত্রায় গত সাত দিনে পদ্মা সেতুতে ২৪ কোটি ৭৩ লাখ ৬১ হাজার টাকা টোল আদায় করা হয়েছে । ১০ জুন থেকে ১৬ জুন রাত ১০টা পর্যন্ত এই টোল আদায় হয়েছে বলে জানিয়েছে সেতু কর্তৃপক্ষ। ঈদযাত্রায় সবচেয়ে বেশি টোল আদায় হয়েছে গত ১৪ জুন। ওই দিন মোট ৪ কোটি ৮২ লাখ ১৮ হাজার ৬০০ টাকার টোল আদায় করা হয়। ১৫ জুন টোল আদায় হয়েছে ৪ কোটি ৩০ লাখ ৮২ হাজার ৯০০ টাকা। ১৬ জুন রাত ১০টা পর্যন্ত টোল আদায় হয়েছে ৩ কোটি ৩৫ লাখ ৯৯ হাজার সাতশ ৫০ টাকা।

আগে, গত ১০ জুন টোল আদায় হয় ২ কোটি ৬০ লাখ ২৬ হাজার ৫০০ টাকা। ১১ জুন ২ কোটি ৮২ লাখ ৫১ হাজার ৫০০ টাকা। ১২ জুন ৩ কোটি ১৩ লাখ ৬০ হাজার ৪৫০ টাকা। ১৩ জুন টোল আদায় হয়েছে ৩ কোটি ৬৮ লাখ ২১ হাজার ৭০০ টাকা।

এই সময়ে পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তে মোট টোল আদায় হয়েছে ১৩ কোটি ১৪ লাখ ৫২ হাজার ৯০০ টাকা। একই সময়ে জাজিরা প্রান্ত দিয়ে টোল আদায় হয়েছে ১১ কোটি ৫৯ লাখ ৮ হাজার ৫০০ টাকা।

সাত দিনে দুই প্রান্ত দিয়ে ২ লাখ ৪ হাজার ৬শ ৫৭টি যানবাহন পারাপার হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন পদ্মা সেতুর অতিরিক্ত প্রকৌশলী আমিরুল হায়দার চৌধুরী।

কে এম সফিউল্লাহ আইসিইউতে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আইসিইউতে ভর্তি হয়েছেন। সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের মহাসচিব হারুন হাবীব মঙ্গলবার (১৮ জুন) এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, "তিনি (সফিউল্লাহ) ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের (সিএমএইচ) আইসিইউতে আছেন, পরিবারের পক্ষ থেকে আজ আমাদের বিষয়টা জানানো হয়েছে।"

প্রায় ৯০ বছর বয়সী সফিউল্লাহ দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ। ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, থাইরয়েডে জটিলতা, ফ্যাটি লিভার, ডিমেনশিয়াসহ নানা স্বাস্থ্য সমস্যায় তিনি আক্রান্ত।

সিএমএইচের একজন স্বাস্থ্যকর্মী জানান, গত ১০ জুন এ হাসপাতালের অফিসার্স কেবিনে ভর্তি হন কে এম সফিউল্লাহ।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে গেলে এইচডিইউতে স্থানান্তর করা হয়। পরে নেওয়া হয় আইসিইউতে।

১৯৭১ সালে সফিউল্লাহ ছিলেন জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ২য় প্রধান। তার নেতৃত্বেই ওই রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহ করে।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

পুলিশ বাহিনীর প্রতি নজর দিন

পুলিশ বাহিনীর প্রতি আমাদের অভিযোগের অন্ত নেই। সকল বিভাগে যেমন ভালো খারাপ আছে। পুলিশ বাহিনীও তার বাহিরে নয়।

বেশির ভাগ সদস্যই নিজ দায়িত্বে অবিচল। তাদের নিজেদের সমস্যা রয়েছে। এইসব বিষয় দেখভালের দরকার রয়েছে।

যখন পুলিশের সাবেক শীর্ষ কর্মকর্তাদের দুর্নীতি-ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে সংবাদমাধ্যমে ধারাবাহিক খবর প্রকাশিত হচ্ছে, তখনই এই বাহিনীর নিচের দিকের সদস্যদের মানসিক চাপের বিষয়টিও সামনে এসেছে।

সম্প্রতি ঢাকার কূটনৈতিক এলাকায় একজন কনস্টেবলের গুলিতে আরেক কনস্টেবল খুন হন। পরে জানা গেল, যে পুলিশ কনস্টেবল সহকর্মীকে খুন করেছেন, তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। গত বছর ঢাকার বনানীর একটি তল্লাশিচৌকিতে দায়িত্ব পালনকালে পুলিশের এক সদস্য বুকে গুলি করে 'আত্মহত্যা' করেন। একই বছর পঞ্চগড়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে 'আত্মহত্যা' করেন পুলিশের আরেক সদস্য। অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, পুলিশ বাহিনীর মধ্যম ও উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা অনেক সুযোগ-সুবিধা পেলেও নিচের স্তরের সদস্যরা নানাভাবে বঞ্চিত। তাঁদের নির্ধারিত কর্মঘণ্টার চেয়ে বেশি সময় কাজ করতে হয়, তাঁরা যে ব্যারাকে থাকেন, সেটা অস্বাস্থ্যকর। অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ব্যক্তিগত কর্মীর মতো আচরণ করেন, যা মানসিক পীড়নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতিরিক্ত ডিউটি, ছুটি ও পদোন্নতি না হওয়া এবং দীর্ঘদিন কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পদায়নের কারণে সদস্যদের একটি অংশ হতাশায় ভুগছে।

চাকরির সব স্তরেই বৈষম্য আছে, কিন্তু পুলিশ বিভাগের বৈষম্য অনেক বেশি। ফলে নিচের স্তরের সদস্যদের একটা বড় অংশ মানসিক চাপে থাকে। প্রাপ্য ছুটি না পাওয়াও পুলিশ সদস্যদের একটা বড় সমস্যা। ঢাকার পুলিশ কনস্টেবলদের অধিকাংশই ব্যারাকে থাকেন এবং তাঁদের থাকা-খাওয়ার পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ।

২০২০ সালে পুলিশ বাহিনীর সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে গবেষণা করা হয়েছিল, তাতে নিচের স্তরের পুলিশ সদস্যদের সমস্যাগুলো উঠে আসে। ওই গবেষণার সুপারিশে তাঁদের স্বাস্থ্যসম্মত থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, কর্মঘণ্টা নির্ধারণ ও ওভারটাইম ভাতা প্রদান, বার্ষিক ছুটি বাড়ানো, শহীদ পুলিশ সদস্যদের পরিবারের জন্য আজীবন রেশন-ব্যবস্থা চালু, রোগতত্ত্ব ইউনিট তৈরি, চিকিৎসাব্যবস্থার আধুনিকায়ন, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছিল। এ ছাড়া ২৪ ঘণ্টায় তিন শিফটে ৮ ঘণ্টা কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ছুটি, বিনোদন, খেলাধুলার সময় নির্দিষ্ট করার কথাও ছিল সুপারিশে। গত চার বছরেও এসব সুপারিশ বাস্তবায়িত না হওয়া প্রমাণ করে, নিচের স্তরের সহকর্মীদের সমস্যাকে উর্ধ্বতনেরা গুরুত্ব দেন না।

পুলিশে বছরে ২০ দিন সাধারণ (ক্যাজুয়াল লিভ) ও ৩৫ দিন অর্জিত ছুটি (আর্ন লিভ) রয়েছে। ১৫ দিনের 'রেস্ট অ্যান্ড রিক্রিয়েশন লিভ' রয়েছে তিন বছর পরপর। পুলিশ সদস্যরা যাতে এই ছুটিগুলো ঠিকমতো পান, সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

বিশেষজ্ঞ ও পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা বলছেন, মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে পেশাগত কাউন্সেলিং ভালো ভূমিকা রাখে। পুলিশের মতো পেশাজীবীদের কাজের ফাঁকে গান শোনা জরুরি। মানসিক প্রশান্তির জন্যই বিভিন্ন পেশার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মতের আদান-প্রদান ও মাঝেমধ্যে ছুটি নিয়ে ঘুরতে যাওয়া দরকার। কাউন্সেলিংয়ের জন্য পুলিশে সাইকোলজি ইউনিট গঠনেও জোর দেন তাঁরা।

পুলিশ বিভাগের যেসব সদস্য মাঠপর্যায়ে কাজ করেন, তাঁদের ন্যূনতম কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সব সুযোগ-সুবিধা উর্ধ্বতনদের না দিয়ে নিচের দিকেও নজর দেওয়া জরুরি। সরকারের নীতি এমন হওয়া উচিত নয় যে যাঁরা বেশি সুবিধা পাচ্ছেন, তাঁদের আরও সুবিধা দেওয়া হোক। আর যাঁরা কম পাচ্ছেন, তাঁদের বরাবর বঞ্চনার মধ্যে রাখা হোক।

যাঁরা দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত, তাঁদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার বিষয়টি কোনোভাবে উপেক্ষণীয় নয়। আশা করি সরকার পুলিশ বিভাগের সদস্যদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতি নজর দেবে। প্রয়োজনে যাঁরা মানসিক চাপে ভুগছেন, তাঁদের মানসিক সুস্থতার জন্য আলাদা মানসিক কাউন্সেলিং ইউনিট করা হোক। পুলিশের মানসিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি তাদের যাতে জব স্যাটিসফেকশন বা চাকরি করে তৃপ্তি লাভ করে সেই বিষয়টিও লক্ষ্য রাখতে হবে। সরকার যদি তাদের সুবিধা অসুবিধা না দেখে তাহলে দেশ পুলিশের যথাযথ সার্ভিসে থেকে বঞ্চিত হবে।

ড. আর এম দেবনাথ

কালোটাকার কবল থেকে মুক্তি নেই?

'হারিয়ে ধন বাপে-পুতে কীর্তন' বলে একটা কথা বৃহত্তর ময়মনসিংহে চালু আছে। 'কালোটাকার' ওপর আলোচনা দেখে-শুনে এবং পড়ে এ কথাটা মনে পড়ছে। কালোটাকা প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে, তা পাচার হচ্ছে এবং হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে আমাদের। রাষ্ট্রের হিসাবে তা নেই। হারিয়ে যাচ্ছে খাতা থেকে। এসব দেখে-শুনে আমরা সবাই এখন বিলাপ করছি। বলছি, কালোটাকা ধরতে হবে, কালোটাকার মালিকদের বিচার করতে হবে। ট্রাইব্যুনালে তাদের বিচার করতে হবে। বিদেশে যারা টাকা পাচার করেছে, তাদের তালিকা করতে হবে। ওইসব টাকা দেশে ফেরত আনতে হবে। এসব দাবির প্রেক্ষাপট কী? প্রেক্ষাপট কালোটাকার বাড়বাড়ন্ত। দিন দিন তা স্ফীত হচ্ছে। একজন সরকারি কর্মকর্তাও হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক! সরকার এবার তাই কালোটাকা ধরার জন্য 'আধার' দিয়েছে, যেমন-মানুষ মাছ ধরতে 'আধার' দেয়। ২০২৪-২৫-এর বাজেটে কালোটাকা 'সাদা' করার ব্যবস্থা আছে। ১৫ শতাংশ কর দিয়ে কালোটাকা সাদা করা যাবে। এতে কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না। এতেই হয়েছে বিপত্তি, সবাই বলছে এটা অবিচার। সাধারণ একজন করদাতা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কর দেয় সরকারকে। সেখানে মাত্র ১৫ শতাংশ দিয়ে কালোটাকা সাদা করা হবে-এটা অন্যায়/অবিচার। এতে ভালো করদাতারা কর দিতে নিরুৎসাহিত হবে। এ যুক্তির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা কঠিন। সত্যিই তো, এটা কী করে হয়? শুধু তাই নয়, জনমত আরও কঠিন। কালোটাকার মালিকদের বিচার করতে হবে। এদের মধ্যে যারা বিদেশে টাকা পাচার করেছে, তাদের শাস্তি দিতে হবে। বলা বাহুল্য, এসব দাবি সবসময়ই করা হয়েছে/হচ্ছে। এ পর্যন্ত বহুবার কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবারই এসব দাবি করা হয়েছে। মনে রাখা দরকার, কালোটাকা সাদা করার সুযোগ স্বাধীনতা-উত্তরকালে সব সরকারই দিয়েছে। এক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু ফলাফল আশাপ্রদ নয়।

একটি প্রতিবেদনে দেখলাম, এ পর্যন্ত সব মিলে নাকি মাত্র ৪৭ হাজার কোটি টাকা সাদা করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর দেশে কোনো পুঁজি ছিল না, পুঁজিপতি ছিল না। ১০-১৫ কোটি টাকা দিয়ে একটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার মতো বঙ্গসন্তান ছিল না। তখন ব্যাংক হয়েছে ব্যাংকঋণের টাকায়। সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছে, সে ঋণের টাকা দিয়ে ব্যাংকের মালিক হয়েছে সবাই। এসব জানা কথা। আমি ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে অর্থনীতির ওপর কলাম লিখছি নিরবচ্ছিন্নভাবে। কালোটাকার ওপর তখনো লিখেছি, এখনো লিখছি। চোরাচালান, হুন্ডি, ঘুস-দুর্নীতির ওপর তখনো লিখেছি, এখনো লিখছি। একটা তফাত আছে। তখন টাকার অঙ্কে কালোটাকার পরিমাণ ছিল হয়তো শতকোটি। আর এখন তা বিলিয়ন (শতকোটি) বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন টাকা। এই যে অবস্থা, এটা কি একদিনে হয়েছে? খেলাপি ঋণের বোঝা যেমন ৫০-৫২ বছরে আজকের অবস্থায় এসেছে এবং এখন তা আমাদের ধ্বংস করতে প্রস্তুত, তেমনি কালোটাকার অবস্থাও তা-ই। একশ্রেণির লোক স্বাধীনতার পর থেকেই এ 'অসৎ বৃত্তি' গ্রহণ করে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হচ্ছে/হয়েছে আর আমরা প্রতিবাদ করে যাচ্ছি।

ধরা যাক স্বাধীনতা-উত্তরকালের অবস্থা। তখন অনেকের হাতে হাতে অস্ত্র। সদ্য স্বাধীন দেশ। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ততো উন্নতি হয়নি। একশ্রেণির লোকের আবির্ভাব হলো, যাদের নাম ছিল 'ষোড়শ বাহিনী'। এরা মুক্তিযোদ্ধা নয়। ১৬ ডিসেম্বর দেশ পরিপূর্ণ শত্রুমুক্ত হলে এরা নিজেদের 'মুক্তিযোদ্ধা' দাবি করে চারদিকে লুটপাট চালায়। কালোটাকার মালিক হতে থাকে। অবাঙালিদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল; ইসলামপুর, নবাবপুর, নিউমার্কেটের দোকান দখল, দোকানের পণ্য বিক্রি, গুদামে রক্ষিত তাদের মালামাল লুট, ব্যাংকে রক্ষিত টাকা মেরে দেওয়া ইত্যাদি 'কাজ' করে বহু দুষ্ট লোক টাকার মালিক হয়। তারপর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বাণিজ্য, মানে চোরাচালান বাণিজ্য। দেশে তখন পণ্যের অভাব। নয় মাস কোনো কাজ হয়নি কোথাও। নিত্যপণ্যের অভাব। বর্ডার দিয়ে পণ্য আনত চোরাচালানিরা। রমরমা বাণিজ্য। প্রচুর টাকা। কালোটাকা। এলো 'জনশক্তি রপ্তানির' কাজ। যেখানে শ্রমিক পাঠাতে এক টাকা লাগে, সেখানে নেওয়া হতো দুই টাকা-ঠিক আজকের মতো। এরও নাম কালোটাকা। শুরু হলো রপ্তানি বাণিজ্য। এক টাকার পণ্য ৫০ পয়সায় বিক্রি করে তৈরি করা হলো কালোটাকা। আমদানিতে ১০ টাকার পণ্য ২০ টাকায় দেখিয়ে টাকা হলো পাচার। যোগ হলো ব্যাংকের টাকা মারা। কৃষিঋণ আদায় হয় না। পাটঋণ, চামড়াঋণের টাকা আদায় হয় না। 'বিকল্পে' (বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসংস্থান প্রকল্প, ছাত্রদের জন্য) দেওয়া টাকা আদায় হয় না। ঋণ মওকুফ, সুদ মওকুফ হচ্ছে সমানে। ব্যাংকের মালিকরা টাকা মেরে দিচ্ছে (১৯৯০-৯৫)। বড় বড় প্রকল্প হচ্ছে। এক টাকার কাজ দুই-তিন টাকায় হচ্ছে। চোখের সামনে কালোটাকা তৈরি হচ্ছে। প্রতিদিন চোখের সামনে অফিসে অফিসে ঘুস-দুর্নীতির মাধ্যমে কালোটাকার জন্ম হচ্ছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও তা-ই। যেখানেই কেনা-বেচা, সেখানেই দুর্নীতি, কালোটাকা। জেলখানার কয়েদিদের খাবার, হাসপাতালের রোগীদের খাবার/ওষুধ খোলাবাজারে বিক্রি করে তৈরি হচ্ছে প্রতিদিন কালোটাকা। ১০ টাকার জমি ক্রয়ে ২ টাকার দলিল করে বাকি ৮ টাকা হচ্ছে কালোটাকা। ফ্ল্যাট ক্রয়েও তা-ই। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ১০ টাকা বেতন ব্যাংকে, ১০ টাকা বেতন 'ক্যাশে'-তৈরি হচ্ছে কালোটাকা। বড় বড় ক্লাবে প্রয়োজন হোক বা না হোক, প্রতিদিন একই পরিমাণ চাল, ডাল, তেল, মরিচ, লবণ, পেঁয়াজ, রসুন, চিনি ইত্যাদি ক্রয় করে সাধারণ পর্যায়ের কর্মচারীরাও বানাচ্ছে কালোটাকা। গ্রামে গ্রামে জমি কেনা-বেচা। তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে কারা করছে এসব। ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, টিউশনি করা মাস্টার, আর্কিটেক্ট-এদের অনেকেই প্রতিদিন তৈরি করছেন কালোটাকা। কেবল ঢাকা শহরেই ফুটপাতে ৫ লাখ হকার আছে। তাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন ১০০ থেকে ৩০০ টাকা চাঁদা দিতে হয়। বছরে এর পরিমাণ কমপক্ষে ৪০০ কোটি টাকা। এটাও কালোটাকা। প্রশ্ন, সমাজের কোন ক্ষেত্রে, কোথায় প্রতিদিন কালোটাকা তৈরি হচ্ছে না?

এখানে বোঝা দরকার কালোটাকা কোনটি। কোনো নোটই কালো নয়। সবই নোট। তাহলে 'কালো' বলছি কেন? কালো বলার কারণ এ টাকার ওপর কোনো ট্যাক্স দেওয়া হয়নি। সরকারের খাতায় এর কোনো হিসাব নেই। এই 'নন-ট্যাক্সড' আয়ের উৎস নানারকম হতে পারে। এটা হতে পারে সৎপথে রোজগারের টাকা, হতে পারে চোরাচালান, ঘুস-দুর্নীতি, হুন্ডির টাকা। এখন মুশকিল হচ্ছে-কীভাবে ধরা হবে কোনটি সৎপথের টাকা, কোনটি অবৈধ পথের টাকা। ভীষণ কঠিন কাজ। একজন ভদ্রমহিলা তার বাবার কাছ থেকে ১০ লাখ টাকা পেয়েছেন উপহার হিসাবে 'ক্যাশ'। গ্রামে হাজার হাজার লোক আছে, যারা কোনো ট্যাক্স না দিয়ে বছরে হাজার হাজার টাকা জমান। কয়েক বছরে তা কত টাকা হয়? মৌলভীবাজারের যে ব্যবসায়ী ১০/২০/৩০ হাজার টাকা ট্যাক্স দেন, তিনি দিনে লেনদেন করেন লাখ লাখ টাকা। তার কত টাকা 'কালো', কত টাকা 'সাদা'? চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে দিনে লেনদেন হাজার হাজার কোটি টাকা। আমাদের ব্যবসায়ী ভাইদের কয়জন কত টাকা ট্যাক্স বছরে দেন? সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আয়-রোজগারের ব্যবস্থা। কিন্তু কয়জন ট্যাক্স দেন? বহু প্রতিষ্ঠান 'কনসালটেন্সি' করে, তারা কি নিয়মিত ট্যাক্স দেন? বিদেশে আসা-যাওয়া, খাওয়া, বেড়ানোতে যে টাকা খরচ করে একশ্রেণির লোক, তারা কি সেই টাকা বিধিমতো ট্যাক্সের ফাইলে দেখান?

বিয়ানীবাজারে চিনি ছিনতাইয়ের ঘটনায় ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

সিলেট অফিস : সিলেটের বিয়ানীবাজারে ৪ 'শ বস্তা চিনি ছিনতাইয়ের ঘটনায় বিয়ানীবাজার উপজেলা ছাত্রলীগের সদ্য বিলুপ্ত উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল হক তাহমিদকে গ্রেফতার করেছের থানাপুলিশ।

রবিবার (১৬ জুন) বিয়ানীবাজার পৌরসভার নিদনপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে থাকে গ্রেপ্তার করে। জাহিদুল হক তাহমিদ বিয়ানীবাজার পৌরসভার নিদনপুর গ্রামের নুরুল হকের ছেলে।

বিয়ানীবাজার থানার মিডিয়া অফিসার এসআই (নিরস্ত্র) শিমুল রায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গত ৮ জুন উপজেলার চারখাই ইউনিয়নের লালপুর এলাকায় ৪০০'শ বস্তা ভারতীয় চিনি সরকারি নিলামে কেনা এক ব্যবসায়ীর ট্রাক ভর্তি মালসহ চালক ও তার সহযোগীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে লুট করে নিয়ে যায় উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের প্রভাবশালী কয়েকজন নেতা। উক্ত ঘটনায় দায়ের করা মামলায় জাহিদুল হক তাহমিদকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোর্পদ করা হয়েছে।

গত ১৬ জুন বিয়ানীবাজার উপজেলায় অস্ত্রের মুখে চিনি লুটের ঘটনায় বিয়ানীবাজার উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ উঠে। বৃহস্পতিবার নেট দুনিয়ায় ছিনতাইয়ের চিনির ভাগবাটোয়ারা নিয়ে উপজেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শফিউল্লাহ সাগর ও সেক্রেটারি জাহিদুল হক তাহমিদের একটি ফোনকলের ভয়েস রেকর্ড ছড়িয়ে পড়লে স্পষ্টত শুনা যায় তাদের সহযোগীদের সংশ্লিষ্টতা ও ভাগের হিসেব।

ফোন কলে বেরিয়ে আসে তাদের সাথে জড়িত নেতাদের কে কত বস্তা পেলেন। এছাড়াও তাহমিদ ও সাগর এখানে কয়েক বস্তা চিনির ভাগ পেয়েছেন।

এ বিষয়টি জানাজানি হলে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিয়ানীবাজার উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন।

বিয়ানীবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেবদুলাল ধর গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আসামী জাহিদুল হক তাহমিদকে তদন্তের স্বার্থে বিজ্ঞ আদালতে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে তিনি জানান।

তিনি আরও বলেন, ট্রাকভর্তি চিনি ছিনতাইয়ের ঘটনার সাথে জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তার ও অবশিষ্ট ৩২০ বস্তা চিনি উদ্ধারে পুলিশ তৎপর রয়েছে।

এর আগে ৮০ বস্তা চিনি ও একটি পিকআপ ভ্যান উদ্ধার এবং গত মঙ্গলবার এজাহারভুক্ত দুই আসামীকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তারা হচ্ছে- কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার হোসাইনপুর গ্রামের মো. খলিল মিয়ার ছেলে মো. লিটন মিয়া (২৬)। তিনি বর্তমানে বিয়ানীবাজার পৌরসভার দাসগ্রামের লিচুটিলাস্থ ছাত্তার মিয়ার বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করছে। অন্য আরেক আসামী হাসান (২১)। তিনি বড়লেখা উপজেলার শাহবাজপুর বোবারগুল এলাকার মোস্তফা উদ্দিনের ছেলে।

ঘটনার পর চিনির বৈধ মালিক দাবি করা ব্যবসায়ী বদরুল ইসলাম থানাপুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। মামলার এজাহারে ঘটনার সাথে জড়িত ১১ জনের নামোল্লেখ্যসহ অজ্ঞাত আরো ৭-৮ জনকে আসামি করা হয়।

মামলার আসামিরা হলেন- ছোটদেশ ছুটিয়াংয়ের ইসলাম উদ্দিনের ছেলে তারেক আহমদ (২৩, ছাত্রলীগ কর্মী), খাসাড়িপাড়ার নুরুল ইসলামের ছেলে রাসেল আহমদ (২৪, ছাত্রলীগ কর্মী), শ্রীধরার মুজিবুর রহমানের ছেলে বক্কর (২৫), স্যানেটারী মিস্ত্রী, একই গ্রামের আনছার আলীর ছেলে আনু (২) দিনমজুর ও আজির উদ্দিনের ছেলে ছাদিক আহমদ (৩০) সবজি ব্যবসায়ী, কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন থানার হোসাইনপুর গ্রামের (বর্তমানে পৌরশহরের দাসগ্রাম লিচুটিলা ছাত্তার মিয়ার বাড়ীর ভাড়াটিয়া মো: খলিল মিয়ার ছেলে মো: লিটন মিয়া (বহিরাগত ছাত্রলীগ ক্যাডার), মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা শাহবাজপুর এলাকার বোবারতল গ্রামের (বর্তমানে সুপাতলা) মোস্তফা উদ্দিনের ছেলে হাসান (২১) বহিরাগত ছাত্রলীগ ক্যাডার, নবাং গ্রামের শরফ উদ্দিনের ছেলে জিবান (২২), বখাটে ছাত্রলীগ কর্মী, চট্টগ্রামের বাসিন্দা বর্তমানে সুপাতলার নছরুল্লাহর ছেলে শফিউল্লাহ সাগর (২৮), উপজেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি, খাসাড়িপাড়া গ্রামের ফারুক আহমদের ছেলে ফাহাদ আহমদ (২৩) ছাত্রলীগ কর্মী ও চারখাই জালালনগরের হেলাল মিয়ার ছেলে হাসান আহমদ (২৪) মহানগর ছাত্রলীগ কর্মীসহ অজ্ঞাতনামা আরো ৭-৮জন।

বিশ্বনাথে ৩ হাজার ৪ শতাধিক বন্যার্ত পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ দিলেন প্রতিমন্ত্রী শফিক চৌধুরী

সিলেট অফিস : সিলেটের বিশ্বনাথে 'অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে' সৃষ্ট বন্যায় পানিবন্দি উপজেলার ৩ হাজার ৪ শতাধিক বন্যার্ত পরিবারের সদস্যদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এবং সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব শফিকুর রহমান চৌধুরী এমপি।

রবিবার (১৬ জুন) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত 'পৌরসভা ও বিভিন্ন ইউনিয়ন'র ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে পরিবার প্রতি ১০ কেজি করে চাল, খাবার স্যালাইন ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানগুলোতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী এমপি বলেছেন, জাতির জনকের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নির্দেশনায় বন্যার্ত মানুষের ঘরে ঘরে ঈদের আনন্দ ফুটিয়ে তুলতেই দেওয়া হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর ওই ঈদ উপহার। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বাঙালীদের নিরাপদ রাখতেই কাজ করে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অথচ মুখে লম্বা-লম্বা কথা বলা বিএনপি-জামায়াত চক্র বন্যার্ত মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে, নিজেরা কিভাবে আনন্দে থাকবে তা নিয়েই ব্যস্থ রয়েছে। আর নির্বাচন এলেই তারা ক্ষমতার লোভে মানুষের 'ঈমান' ক্রয় করতে পায়তারা শুরু করে। তাই বন্যার্ত মানুষ মানুষ যাতে কষ্ঠের মধ্যে না থাকেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবান ও প্রবাসীদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে সৃষ্ট বন্যায় পানিবন্দি উপজেলার লামাকাজী ইউনিয়নে ৫ শতাধিক, খাজাঞ্চী ইউনিয়নে ৪ শতাধিক, রামপাশা ইউনিয়নে ৬ শতাধিক, দশঘর ইউনিয়নে ৪ শতাধিক, দেওকলস ইউনিয়নে ৮ শতাধিক, বিশ্বনাথ ইউনিয়নে ২ শতাধিক ও অলংকারী ইউনিয়নে ১ শতাধিক ও বিশ্বনাথ পৌরসভায় ৪ শতাধিক পরিবারকে ১০ কেজি করে চাল, খাবার স্যালাইন ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী ঈদ উপহারের চাল বিতরণ উপলক্ষ্যে উপজেলার লামাকাজী ইউনিয়নে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি পুলক ভট্টাচার্য্যরে সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অরবিন্দু পালের পরিচালনায়, খাজাঞ্চী ইউনিয়নে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুন নূরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শংকর চন্দ্র ধরের পরিচালনায়, রামপাশা ইউনিয়নে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি সুহেল আহমদ মুন্নার পরিচালনায়, দেওকলস ইউনিয়নে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মোমিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন রুপনের পরিচালনায়, পৌরসভায় পৌর আওয়ামী লীগের আহবায়ক আব্দুল জলিল জালালের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম আহবায়ক আলতাব হোসেন ও মহব্বত আলী জাহানের পরিচালনায় সভাগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

সভাগুলোতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট শাহ মোশাহিদ আলী, কার্যনির্বাহী সদস্য এএইচএম ফিরুজ আলী, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আলাউদ্দিন কাদের, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শাহ আসাদুজ্জামান আসাদ, সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমদ, আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট গিয়াস উদ্দিন আহমদ, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক রুনু কান্ত দে, কার্যনির্বাহী সদস্য আফরোজ বক্স খোকন, কাউন্সিলর রফিক হাসান, এনামুল হক এনাম মেম্বার, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মুহিবুর রহমান সুইট, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা প্রজেশ চন্দ্র দাস, রামপাশা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফকির ইমাম উদ্দিন, জেলা যুবলীগ নেতা অতুল দেব, লামাকাজী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ফয়ছল আহমদ।

এসময় অনুষ্ঠানগুলোতে জনপ্রতিনিধি, আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ'সহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় সাংগঠনিক হলেন জি কে গউছ

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : জি কে গউছকে বিএনপির সিলেট বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সমবায় বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

শনিবার (১৫ জুন) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট রুহুল কবির রিজভী এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এরআগে জি কে গউছ ১৯৮৪ সালে হবিগঞ্জ বৃন্দাবন সরকারী কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহনের মধ্য দিয়ে রাজনীতি শুরু করেন। পরবর্তীতে একে একে হবিগঞ্জ জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমানে জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

রাজনীতির পাশাপাশি জি কে গউছ একজন সফল জনপ্রতিনিধি হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ২০০৪ সালে প্রথম হবিগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। টানা ৩ বার হবিগঞ্জ পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হন।

সিলেটে তৃতীয় ধাপে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শপথ

সিলেট অফিস : ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তৃতীয় ধাপে সিলেট বিভাগের ১০টি উপজেলা পরিষদে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৫ জুন) বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে শপথ নেন নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানরা।

শপথবাক্য পাঠ করান সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার আবু আহমদ ছিদ্দীকী। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার দেবজিৎ সিংহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ, সদর, লাখাই; সুনামগঞ্জের ছাতক, দোয়ারাবাজার এবং মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল উপজেলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা শপথ নেন।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সিলেট বিভাগের ১০টি উপজেলার নির্বাহী অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিভাগীয় কমিশনার আবু আহমদ ছিদ্দীকী বলেন, বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এগিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে, এখন বাংলাদেশ উন্নত দেশ গঠনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শপথ বাক্যের মর্মার্থ বুকে ধারণ করে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার কাজে শরিক হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীরা দেশের উন্নয়নে যৌথভাবে কাজ করে উল্লেখ করে বিভাগীয় কমিশনার বলেন, বর্তমানে দেশের সামর্থ্য যেমন বেড়েছে, সম্ভাবনাও বেড়েছে। এ অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সরকারের কর্মপরিকল্পনার সম্মিলিত বাস্তবায়ন। জনগণের ভোটের মাধ্যমে জনগণের সেবা করার জন্য জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করা হয়।

তিনি আরও বলেন, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মাধ্যমে সুন্দর কর্মপরিবেশ গড়তে পারলেই জনগণ দ্রুত কাঙ্ক্ষিত সেবা পাবে এবং সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বেগবান হবে।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্থান সহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় কোরবানীর মাংস বিতরণ করেছে আল মোস্তফা ট্রাষ্ট

প্রতিবছরের মতো এবারও আল মোস্তফা ট্রাস্টের উদ্যোগে সিলেট তথা বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় কোরবাণীর মাংস বিতরণ করা হয়েছে। গরীব ও অসহায় দুঃস্থ মানুষ এসব মাংস পেয়ে ট্রাস্টের উদ্যোক্তাদের প্রতি প্রাণভরে দোয়া করেছেন। আল মোস্তফা ট্রাস্টের উদ্যোগে ঈদের দিন সিলেটের সদর উপজেলার বাইশটিলায় পানিবন্দী দু:স্থ অসহায় মানুষের মাঝে কুরবাণীর মাংস বিতরণ করেন। একদিকে অনবরত বৃষ্টি এবং চারিদিকে থৈ থৈ পানি উপেক্ষা করে ট্রাস্টের স্বেচ্ছাসেবীরা নৌকাযোগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুর্ভোগের কবলে থাকা পানিবন্দী মানুষের হাতে কুরবাণীর মাংস তুলে দেন। ঈদের পরদিন সিলেটের সদর উপজেলার টুকেরবাজার, জাঙ্গাইল এলাকার অসহায় দু:স্থ মানুষের মাঝে কুরবানীর মাংস বিতরণ করা হয়। অবিরাম বর্ষন এবং ভারত থেকে ঢলের কারণে এসব এলাকার পানিবন্দী মানুষের মনে ঈদের আনন্দ ছিল অনেকটাই ম্লান। বৈরী আবহাওয়া স্বত্বেও আল মোস্তফা ট্রাস্টের স্বেচ্ছাসেবীরা ঘরে ঘরে গিয়ে যখন এসব বন্যার্দুগত মানুষের হাতে মাংস তুলে দেন তখন পানিবন্দী পরিবারগুলোর মুখে ছিল অমলিন হাসি।

সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলা ছাড়াও এবার জকিগঞ্জ উপজেলার শাহবাগ মাদ্রাসা এবং কসকনকপুরে এবং বিশ্বনাথ উপজেলা ও বিয়ানীবাজার উপজেলার একাধিক স্থানে অসহায় দু:স্থ মানুষের মাঝে ট্রাস্টের উদ্যোগে গরু কুরবানী করে মাংস বিতরণ করা হয়। এসব মাংস পেয়ে অসহায় মানুষ ট্রাস্টের দানশীল ব্যক্তিদের প্রতি দোয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আব্দুল আজিজ জাফরানের নেতৃত্বে আল মোস্তফা ট্রাষ্টের মাংস বিতরন কালে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেন মোহাম্মদ সোহাগ, আকাশ আহমদ, স্বপন আহমেদ সহ আরো অনেকে। এছাড়াও আল মোস্তফা ট্রাস্টের উদ্যোগে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কোরবাণী করে মাংস বিতরণ করা হয়। আল মোস্তফা ট্রাস্টের কল্যাণে কোরবানীর মাংস পেয়েছেন বাংলাদেশের যশোর, মাগুরা, রংপুর এবং ফেনী এলাকার দু:স্থ মানুষও।

বাংলাদেশ ছাড়াও এবার ইন্ডিয়াতে কুরবাণীর মাংস বিতরণ করে সেখানকার দু:স্থ মুসলমানদের মুখে হাসি উপহার দিয়েছে আল মোস্তফা ট্রাস্ট। এছাড়াও পাকিস্তান, আফ্রিকা, ইয়েমেন, প্যালেস্টাইন সব মিলিয়ে কয়েক হাজার গরু ও ভেড়া কোরবাণী দিয়ে তা দুঃস্থ মানুষের মাঝে বিতরণ করেছে এই ট্রাস্ট।

কোরবানির মাংস কিনে খাওয়ার যাদের সামর্থ্য নেই তারা এ ধরনের কোরবানির মাংস পেয়ে আল মোস্তফা ট্রাষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং দাতাদের জন্য মন প্রান ভরে দোয়া করেন। এসময় উপকারভোগীরা বলেন, আমাদের মাংস কিনে খাওয়ার সামর্থ্য নেই। এই অবস্থায় ঈদের একটা দিনে যারা আমাদেরকে মাংস খাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন তাদের জন্য আমরা আল্লাহর কাছে দুই হাত তুলে দোয়া করি।

To participate with any of Al Mustafa Trust's projects or to give online donations please visit - www.almustafatrust.org

সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হলো ঈদুল আজহা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা, ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সোমবার সারা দেশে উদযাপিত হয়েছে ঈদুল আজহা। মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ লাভের আশায় ঈদের জামাত শেষে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা সামর্থ্য অনুযায়ী পশু কোরবানি করেছেন। নামাজ শেষে মুসল্লিদের অনেকেই কবরস্থানে ছুটে যান। স্বজনদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে অশ্রুসজল চোখে এই আনন্দের দিনে তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহর দরবারে আকুতি জানান।

ঈদুল আজহা উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীসহ বিশ্বের সব মুসলমানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে পৃথক বাণী দিয়েছেন।

এবার হাইকোর্ট সংলগ্ন জাতীয় ঈদগাহে ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ৭টায়। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন প্রধান ঈদ জামাতে অংশ নেন। এই জামাতে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক নেতা, সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন মুসলিম দেশের কূটনীতিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

ভোর থেকেই প্রধান জামাতে নামাজ আদায় করার জন্য মুসল্লিদের ঢল নামে। সকাল সাড়ে ৭টার আগেই জাতীয় ঈদগাহ ময়দান কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়।

জাতীয় ঈদগাহে প্রধান জামাতে ইমামতি করেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা মুফতি রুহুল আমিন। দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ শেষে সমগ্র মুসলিম উম্মাসহ দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় মোনাজাত করা হয়।

বিশেষ করে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্য এই জামাতে মুসল্লিরা দোয়া করেন। এরপর রাষ্ট্রপতি সবার সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

ঈদুল আজহা উপলক্ষে বঙ্গভবনের ক্রিডেনশিয়াল হলে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী ড. রেবেকা সুলতানা। রাষ্ট্রপতির পরিবারের সদস্য এবং বঙ্গভবনের সংশ্লিষ্ট সচিবরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার সদস্য, সিনিয়র রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিচারক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, কবি, লেখক, শিক্ষক এবং বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাসহ সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ঈদুল আজহা উপলক্ষে দলীয় নেতাদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন।

সোমবার (১৭ জুন) সকালে তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে আওয়ামী লীগ ও দলটির সহযোগী সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন শেখ হাসিনা। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ দলের শীর্ষ নেতারা প্রধানমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

এরপর ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ও উত্তর আওয়ামী লীগ, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ, আওয়ামী যুবলীগ, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুব মহিলা লীগ, ছাত্রলীগসহ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ ও দেশের সবচেয়ে প্রাচীন ঈদগাহ ময়দান কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শোলাকিয়ায় ঈদুল আজহার ১৯৭তম জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৯টায়। ঈদের জামাতে লক্ষাধিক মুসল্লি অংশ নেন। জামাতে ইমামতি করেন জেলা মারকাজ মসজিদের খতিব মাওলানা হিফজুর রহমান খান। নামাজ শেষে মুসলিম উম্মার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

প্রতিবছরের মতো এবারও জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ঈদের পাঁচটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ৭টা থেকে পর্যায়ক্রমে জামাতগুলো অনুষ্ঠিত হয়। শেষ জামাত হয় সকাল পৌনে ১১টায়।

ঈদুল আজহা উপলক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও বেসরকারি গণমাধ্যমসমূহ যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করছে।

ঈদ উদযাপন উপলক্ষে দেশের সব হাসপাতাল, কারাগার, সরকারি শিশু সদন, বৃদ্ধ নিবাস, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হয়। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনগুলোতে যথাযথভাবে পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপন করা হয়েছে।

কোরবানির পশুর রক্ত বা বর্জ্য দ্বারা যাতে পরিবেশ দুর্গন্ধময় না হয় সে বিষয়ে সব ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রাজধানী ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন।

সারাদেশে ১ কোটি ৪ লাখ পশু কোরবানি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : এবার ঈদুল আজহায় সারা দেশে এক কোটি চার লাখ আট হাজার ৯১৮টি গবাদি পশু কোরবানি হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পশু কোরবানি হয়েছে ঢাকা বিভাগে। ঢাকা বিভাগে কোরবানি হয়েছে ২৫ লাখ ২৯ হাজার ১৮২টি পশু। আর সবচেয়ে কম পশু কোরবানি হয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগে।

এই বিভাগটিতে কোরবানি হয়েছে তিন লাখ ৯২ হাজার ৫১৭টি গবাদি পশু। গত বছর সারা দেশে কোরবানি করা পশুর সংখ্যা ছিল ৯৯ লাখ ৫০ হাজার ৭৬৩টি। সে হিসাবে এবার তিন লাখ ৬৭ হাজার

১০৬টি গবাদি পশু বেশি কোরবানি হয়েছে। মঙ্গলবার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

মন্ত্রণালয় সূত্রে আরো জানা গেছে, চট্টগ্রাম বিভাগে ২০ লাখ ৫৭ হাজার ৫২০টি, রাজশাহী বিভাগে ২৪ লাখ ২৬ হাজার ১১১টি, খুলনা বিভাগে ১০ লাখ আট হাজার ৮৫৫টি, বরিশাল বিভাগে চার লাখ ২৮ হাজার ৪৩৮টি, সিলেট বিভাগে তিন লাখ ৯৩ হাজার ৭৪২টি, রংপুর বিভাগে ১১ লাখ ৭২ হাজার ৫৫৩টি কোরবানি হয়েছে। কোরবানি হওয়া গবাদি পশুর মধ্যে ৪৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৫৯টি গরু, এক লাখ ১২ হাজার ৯১৮টি মহিষ, ৫০ লাখ ৫৬ হাজার ৭১৯টি ছাগল, চার লাখ ৭১ হাজার ১৪৯টি ভেড়া এবং এক হাজার ২৭৩টি অন্যান্য পশু রয়েছে।

এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৩ লাখ ৩৭ হাজার ৯৫৪টি গরু, ছয় হাজার ৪৬৫টি মহিষ, ১০ লাখ ৯৪ হাজার ৮৭২টি ছাগল, ৮৯ হাজার ৯১টি ভেড়া ও অন্যান্য ৮০০টি পশু রয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগে ১২ লাখ ১৭ হাজার ৭৪৭টি গরু, ৯১ হাজার ৮১০টি মহিষ, ছয় লাখ ৫২ হাজার ১৩০টি ছাগল, ৯৫ হাজার ৪৮৩টি ভেড়া ও অন্যান্য ৩৫০টি পশু রয়েছে।

রাজশাহী বিভাগে সাত লাখ ২০ হাজার ৪৭২টি গরু, ৯ হাজার ৫৬৮টি মহিষ, ১৫ লাখ ৮৩ হাজার ৪৮৬টি ছাগল, এক লাখ ১২ হাজার ৫৭৭টি ভেড়া ও অন্যান্য পশু রয়েছে আটটি। খুলনা বিভাগে দুই লাখ ৭৯ হাজার ৯৬৭টি গরু, এক হাজার ৫০৬টি মহিষ, ছয় লাখ ৬৯ হাজার ৭৩৫টি ছাগল, ৫৭ হাজার ৫৫৯টি ভেড়া ও অন্যান্য ৮৮টি পশু রয়েছে।

এ ছাড়া বরিশাল বিভাগে দুই লাখ ৮০ হাজার ৩৭৭টি গরু, এক হাজার একটি মহিষ, এক লাখ ২৬ হাজার ৮৬৩টি ছাগল ও ২০ হাজার ১৯০টি ভেড়া, অন্যান্য পশু রয়েছে সাতটি। সিলেট বিভাগে দুই লাখ এক হাজার ১৪৩টি গরু, এক হাজার ৩৫৮টি মহিষ, এক লাখ ৭৩ হাজার ২২৩টি ছাগল, ১৮ হাজার ১৪টি ভেড়া ও অন্যান্য পশু চারটি রয়েছে।

রংপুর বিভাগে পাঁচ লাখ ৩৮ হাজার ৩৯৪টি গরু, ৩০৪টি মহিষ, পাঁচ লাখ ৭৩ হাজার ৬১৬টি ছাগল, ৬০ হাজার ২২৮টি ভেড়া ও অন্যান্য পশু রয়েছে ১১টি এবং ময়মনসিংহ বিভাগে এক লাখ ৯০ হাজার ৮০৫টি গরু, ৯০৬টি মহিষ, এক লাখ ৮২ হাজার ৭৯৪টি ছাগল, ১৮ হাজার সাতটি ভেড়া ও অন্যান্য পশু পাঁচটি কোরবানি হয়েছে।

বস্তা টানাটানি করছিল কুকুর, খুলে মিলল লাশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ঢাকার কেরানীগঞ্জে বস্তাবন্দি অবস্থায় অজ্ঞাতনামা এক কিশোরের (১৫) লাশ উদ্ধার করেছে কেরানীগঞ্জ মডেল থানা পুলিশ। এ সময় নিহতের পরনে একটি লুঙ্গি ছিল, তবে গায়ে কোনো জামা ছিল না। গত সোমবার (১৭ জুন) রাতে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন শাক্তা ইউনিয়নের বামনশুর এলাকার নুরণ্ডী হাউজিংয়ের ৪ নম্বর গেটের এক নম্বর প্লটের ভেতর থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

পরে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

কেরানীগঞ্জ মডেল থানার এসআই আব্দুল খালেক জানান, শাক্তা ইউনিয়নের নুরণ্ডী হাউজিংয়ের ৪ নম্বর গেট এলাকায় একটি বস্তা কুকুর টানাটানি করছিল। এ দৃশ্য দেখে স্থানীয়রা বস্তার কাছে গিয়ে পচা গন্ধ পান। এরপর তারা পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে আমরা

ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তাবন্দি অর্ধগলিত অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করি।

লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করার সময় লাশের গায়ে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, বেশ কয়েক দিন আগে অজ্ঞাতনামা কিশোরকে হত্যা করে লাশ গুম করার উদ্দেশ্যে বস্তাবন্দি অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে বলেও জানান এসআই আব্দুল খালেক।

ঈদের দিন ছুরিকাঘাতে ইমামকে খুন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নেত্রকোনার কলমাকান্দায় দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুল বাতেন (৬০) খুন হয়েছেন।সোমবার ভোরে দিকে কোনো এক সময় বিশাউতি জামে মসজিদের বারান্দার শয়নকক্ষে দুর্বৃত্তরা তাকে ছুরিকাঘাত করে। ঈদের দিন সোমবার ভোরে হাসপাতালে নিলে তিনি মারা যান।

নিহত মাওলানা আব্দুল বাতেন কলমাকান্দা উপজেলার রংছাতি ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী সন্যাসীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ওই গ্রামের মৃত বছির পণ্ডিতের ছেলে। বাতেন রংছাতি দাখিল মাদ্রাসার সহকারী সুপার ও বিশাউতি বাইতুন নুর জামে মসজিদের পেশ ইমাম ছিলেন।

এলাকাবাসী, নিহতের স্বজন এবং পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাতে কে বা কারা মসজিদে গিয়ে তার শয়নকক্ষে ছুরিকাঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। এ সময় তিনি চিৎকার

দিলে স্থানীয় লোকজন এসে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় নিথর হয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। ওই সময় স্থানীয়দের ডাক চিৎকারের প্রতিবেশীসহ স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে সোমবার ভোর সাড়ে ৪টায় কলমাকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাৎক্ষণিক ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন। পরে সোমবার সকালে ওখানে জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

কলমাকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. সৌরভ ঘোষ বলেন, মাওলানা আব্দুল বাতেনকে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বুকের বাম পাশে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

নিহত মাওলানা আব্দুল বাতেনের বড় ছেলে বদিউজ্জামান বলেন, আমরা খবর পেয়ে কলমাকান্দা হাসপাতালে যাই। সেখানকার দায়িত্বে থাকা ডাক্তার বাবার অবস্থা অবনতি দেখে তাৎক্ষণিক ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। পরে সোমবার সকালে ওখানে জরুরি বিভাগে পৌঁছামাত্রই তিনি মারা যান।

এ বিষয়ে কলমাকান্দা থানার ওসি মোহাম্মদ লুৎফুল হক বলেন, আমরা ঘটনাটি শুনেছি এবং ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। তদন্ত চলছে। মাওলানা আব্দুল বাতেনের লাশ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে আছে। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভূমধ্যসাগরে বাংলাদেশি অভিবাসীসহ নৌকাডুবি, নিহত ১১

পোস্ট ডেস্ক : ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ ইতালি উপকূলে দুটি নৌকা ডুবে অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুই ঘটনায় ৬০ জনের বেশি মানুষ এখনো নিখোঁজ। এদের মধ্যে বাংলাদেশিরাও রয়েছেন।

জার্মান দাতব্য সংস্থা রিসকিউশিপ জানিয়েছে, গত সোমবার ল্যাম্পেডুসা দ্বীপের কাছে তারা একটি ডুবন্ত কাঠের নৌকা থেকে ৫১ জনকে উদ্ধার করেছেন। এ সময় নৌকার নীচের ডেকে ১০ জনের মরদেহ পাওয়া গেছে। সংস্থাটি বলছে, বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সোমবার স্থানীয় সময় সকালে ইতালীয় কোস্টগার্ডের কাছে হস্তান্তরের পর তাদের তীরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে মৃতদের ল্যাম্পেডুসা দ্বীপে নেয়া হয়েছে।

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) এবং জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে, নৌকাটি লিবিয়া থেকে যাত্রা করেছিল। এতে সিরিয়া, মিসর, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অভিবাসীরা ছিলেন। তবে কোন দেশের কত যাত্রী ছিলেন, তা জানানো হয়নি।

একই দিনে পৃথক আরেক নৌকাডুবির ঘটনায় ৬০ জনের বেশি মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন। তাদের মধ্যে ২৬ জনের মতো শিশু রয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দক্ষিণ ইতালির ক্যালাব্রিয়ার উপকূল থেকে প্রায় ১২৫ মাইল দূরে এই ঘটনা ঘটে। মেডেসিনস সানস ফ্রন্টিয়েরস (এমএসএফ) নামে একটি সংগঠন এই তথ্য জানিয়েছে। এই ঘটনায় ১২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। তবে তাদের সবাইকে তীরে নেয়ার পর একজন মারা যান বলে জানিয়েছে ইতালীয় কোস্টগার্ড। ভূমধ্যসাগর বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণঘাতী মাইগ্রেশন রুট হিসেবে পরিচিত। জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে, ২০১৪ সাল থেকে এই রুটে ২৩ হাজার ৫০০ জনের বেশি অভিবাসী মারা গেছে বা নিখোঁজ হয়েছে।

কিমের প্রশাংসায় পঞ্চমুখ পুতিন

পোস্ট ডেস্ক : ইউক্রেনে মস্কোর যুদ্ধকে 'দৃঢ়ভাবে সমর্থন' করার জন্য উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উনের প্রশংসা করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মঙ্গলবার পারমাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ এই দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক জোরদার করতে পিয়ংইয়ং সফরের আগে উত্তর কোরিয় নেতাকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উত্তর কোরিয়ার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দুই দেশ ঐতিহাসিক মিত্র। ২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ চালানোর পর মস্কো-পিয়ংইয়ং সম্পর্ক আরও জোরদার হয়। যদিও পুতিন ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে আন্তর্জাতিকভাবে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তাই এখন বন্ধুরাষ্ট্রের শরণাপন্ন হচ্ছেন।

উত্তর কোরিয়ার কিম জং উন গত সেপ্টেম্বরে একটি বিরল বিদেশ ভ্রমণের অংশ হিসেবে তার বুলেটপ্রুফ ট্রেনে চড়ে রাশিয়ান স্পেসপোর্টে পৌঁছেছিলেন পুতিনের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এ প্রকাশ করেন।

এদিকে মঙ্গলবার উত্তর কোরিয়া সফরের আগে পিয়ংইয়ংয়ের প্রশংসা করে কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সির এক নিবন্ধে পুতিন লিখেছেন, 'ইউক্রেনে পরিচালিত রাশিয়ার বিশেষ সামরিক অভিযানকে উত্তর কোরিয়া দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে, এ জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। মস্কো ও পিয়ংইয়ং এখন সক্রিয়ভাবে বহুমুখী অংশীদারিত্বের বিকাশ করছে।'

পুতিন সর্বশেষ ২০০০ সালে প্রথমবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর উ. কোরিয়া সফর করেন। তখন উ. কোরিয়ার নেতা ছিলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট কিম জং উনের পিতা কিম জং ইল।

এবারের সফরটি দুই দেশের সম্পর্ককে 'উচ্চ স্তরে' উন্নীত করবে উল্লেখ করে রাশিয়ান নেতা লিখেছেন, এটি দুই মিত্রের মধ্যে 'সমান সহযোগিতা' বিকাশে সহায়তা করবে।

নিয়ে সিউল পরবর্তীতে দাবি করেছিল যে, পিয়ংইয়ং রাশিয়ান স্যাটেলাইট সংক্রান্ত তথ্যের বিনিময়ে ইউক্রেনে ব্যবহারের জন্য মস্কোতে অস্ত্র পাঠাচ্ছে।

যদিও সিউলের এ দাবি উড়িয়ে দেয় পিয়ংইয়ং।

এর আগে গত মাসে পেন্টাগন দাবি করেছিল যে, উত্তর কোরিয়ার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ইতোমধ্যেই ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ বিশ্লেষণে তা প্রমাণিত হয়েছে।

এরপরই উত্তর কোরিয়ায় পুতিনের এই সফর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এই উদ্বেগ উভয় দেশই বর্তমানে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে। উত্তর কোরিয়া রয়েছে ২০০৬ সাল থেকে নিষিদ্ধ পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির জন্য, আর রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা ইউক্রেনে আগ্রাসনের জন্য।

পুতিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক চাপ, উস্কানি, ব্ল্যাকমেল এবং কয়েক দশক ধরে চলে আসা সামরিক হুমকি সত্ত্বেও, অত্যন্ত কার্যকরভাবে উভয়ের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য পিয়ংইয়ংয়ের প্রশংসা করেছেন।

তিনি মস্কো এবং পিয়ংইয়ংকে একই ধারা বজায় রাখার জন্য এবং জাতিসংঘের বিরুদ্ধে তার দেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্যও উত্তর কোরিয়ার প্রশংসা করেছেন।

গাজা ইস্যুতে যা বললেন সৌদি যুবরাজ

পোস্ট ডেস্ক : গতবছরের অক্টোবরে শুরু হওয়া হামাস-ইসরাইলের যুদ্ধের পর থেকে খুব কম সময়েই কথা বলেছেন সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। তার নিরবতা নিয়ে মুসলিম দেশগুলোতে চলে নানা আলোচনা সমালোচনা। এবার ফিলিস্তিনের বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইসলামিক রিপাবলিক নিউজ এজেন্সির (ইরনা) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মোহাম্মদ বিন সালমান গাজা উপত্যকায় ইহুদিদের আগ্রাসন বন্ধ করতে এবং ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সৌদির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা এসপিএ-এর বরাত দিয়ে ইরনা জানায়, সোমবার মিনা প্রাসাদে রাষ্ট্রীয় অতিথি বিভিন্ন ইসলামি দেশের রাজনৈতিক নেতা ও প্রতিনিধি দলের প্রধানদের বার্ষিক হজ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিন সালমান এই আহ্বান জানান।

এ সময় সৌদি ক্রাউন প্রিন্স গাজা উপত্যকায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সাম্প্রতিক রেজুলেশনগুলো বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

বিশ্বব্যাপী ইসরাইলি পণ্য বয়কটের হিড়িক

পোস্ট ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের বর্বর আগ্রাসন ও গণহত্যার প্রতিবাদে বিশ্বব্যাপী মানবতাবাদী মানুষ ইসরাইলি পণ্য বয়কট করছেন। সাম্প্রতিক এক জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে।

জনসংযোগ সংস্থা এডেলম্যানের বার্ষিক 'ট্রাস্ট ব্যারোমিটার' রিপোর্টের সর্বশেষ সংস্করণে প্রকাশিত একটি জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে- বিশ্বজুড়ে ফিলিস্তিনিপন্থীরা বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর জনগণ ইসরাইলি পণ্য বয়কট করছে। যেসব কোম্পানি গাজা যুদ্ধে ইসরাইলকে সমর্থন দিচ্ছে সেসব কোম্পানির পণ্য বয়কট করা হচ্ছে।

পার্সটুডের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়- যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বৃটেন, ভারত, সৌদি আরব ও ইন্দোনেশিয়াসহ ১৫টি দেশের ১৫০০০ ব্যক্তির ওপর এই জরিপ পরিচালনা করা হয়। এর ফলাফলে দেখা গেছে, এসব দেশের জনগণ পশ্চিমা সেইসব কোম্পানির পণ্য বর্জন করছেন যারা গাজা যুদ্ধে ইসরাইলের প্রতি সমর্থন দিচ্ছে।

এই বয়কট আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে তেল-গ্যাস সমৃদ্ধ উপসাগরীয় কয়েকটি আরব দেশ এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো।

এরইমধ্যে বয়কট করা পশ্চিমা ব্র্যান্ডগুলোর কর্পোরেট নেতারা ইসরাইলের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোম্পানিগুলোর বিক্রয় কমার কারণে লাগাতার ক্ষতির জোরালো প্রভাব অনুভব করছেন।

উল্লেখ্য, ম্যাকডোনাল্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্রিস কেম্পজিনস্কি চলতি বছরের শুরুতে বলেছিলেন, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো যেমন মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে তাদের বিক্রি কমে গেছে।

ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আকর্ষণ হারানোর আশঙ্কা

পোস্ট ডেস্ক : পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবের কারণে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণ হারাতে পারে। বিশেষ করে সীমাবদ্ধ অভিবাসন নীতির কারণে ব্রিটেনে বিদেশি শিক্ষার্থীদের দেশটিতে যাওয়ার শর্ত কঠোর হওয়ায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। রক্ষণশীল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের অভিবাসন নীতিতে দেশটিতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের যাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ হয়েছে। এর ফলে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাত্রাতিরিক্ত ডাউনগ্রেডিং বা আকর্ষণ হারানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে দেশটির সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা ব্র্যাভারম্যান ব্রিটেনে উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়ে পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে কিংবা চাকরির জন্য থাকতে চানড়এমন বিদেশিদের সংখ্যা হ্রাস করার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। যেমন বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য পারিবারিক পুনর্মিলন ভিসার সুবিধা বাতিল করা হয়। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে তার স্পাউস বা স্বামী/স্ত্রী এবং ১৮ বছরের কম বয়সী সন্তানদের আনার পদ্ধতি বাদ দেওয়া হয়। শুধু নির্দিষ্ট গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং কয়েকটি ব্যতিক্রমী ভিসায় আসা ব্যক্তিদের পরিবার আনার সুযোগ বহাল রাখা হয়।

এই আইনের ফলাফল হিসেবে ব্রিটেনে আবেদন করা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভিসা আবেদনের হার কমে এসেছে। ২০২৪ সালের প্রথম চার মাসে ২০২৩ সালের একই সময়ের তুলনায় ভিসা আবেদনের সংখ্যা কমেছে ৩০ হাজার।

সরকারের এমন ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছেন সংশ্লিষ্টরা। বিশেষ করে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ আইনের বিরুদ্ধে সরব। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেটের বড় অংশ আসে বিদেশি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া উচ্চমাত্রার টিউশন ফি থেকে। ব্রিটেনে পড়াশোনা করতে স্থানীয় শিক্ষার্থীদের তুলনায় এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে যাওয়া বিদেশিদের অনেক বেশি টিউশন ফি দিতে হয়। গড়ে বিদেশি শিক্ষার্থীরা প্রতি বছর ২২ হাজার পাউন্ড বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ফি হিসেবে পরিশোধ করে বলে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিল্প ও বৃহৎ গোষ্ঠীর কর্তারাও মে মাসে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাককে অভিবাসনবিরোধী পদক্ষেপের জন্য চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাদের আশঙ্কা, এই অভিবাসন নীতিগুলো কর্মী নিয়োগে বাধা দেবে এবং অভিবাসীদের ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মতো দেশগুলোর দিকে ত্বরান্বিত করবে।

হজের খুতবায় ফিলিস্তিনের জন্য বিশেষ

ও খুতবা শোনার মধ্য দিয়ে শনিবার পবিত্র হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেছেন ২০ লাখেরও বেশি মুসলমান।

কণ্ঠে ছিল সেই আকুল ধ্বনি-'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়মাতা লাকা ওয়াল মুলক। লা শারিকা লাক' (আমি হাজির, হে আল্লাহ আমি হাজির, তোমার কোনো শরিক নেই, সব প্রশংসা ও নিয়ামত শুধু তোমারই, সব সাম্রাজ্যও তোমার)। সেলাইবিহীন সাদা কাপড়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এ ধ্বনিতে মুখর ছিল আরাফাতের ময়দান। হজের দিন তীব্র গরম পড়তে পারে সে ব্যাপারে আগেই সতর্ক করেছিল সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ। তবে গরম উপেক্ষা করেই আল্লাহকে পাওয়ার সাধনায় সব কষ্ট সহ্য করে নিয়েছেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা।

হাজিরা শনিবার সারা দিন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করে খুতবা শুনেছেন, তিলাওয়াত-তাসবিহাত পড়েছেন, আদায় করেছেন নামাজ। মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে জানিয়েছেন শত আর্জি। আরাফাতের ময়দানে এ অবস্থান হজের প্রধান ফরজ।

এদিন হজের খুতবায় আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.)-এর আনুগত্য করে তাকওয়া অবলম্বন করার এবং মুসলমানদের পরস্পরকে সৎকাজে সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া এবার হজের খুতবায় ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্য রহমত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়েছে।

আরাফাতের ময়দানে অবস্থিত মসজিদে নামিরা থেকে এ বছর হজের খুতবা দিয়েছেন মসজিদুল হারামের জনপ্রিয় ইমাম ও খতিব শায়খ ড. মাহের বিন হামাদ বিন মুয়াক্বল আল মুয়াইকিলি।

স্থানীয় সময় শনিবার (১৫ জুন) দুপুর সাড়ে ১২টায় (বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায়) মসজিদে নামিরায় সমবেত মুসল্লিদের উদ্দেশে খুতবা শুরু করেন তিনি। শায়েখ মাহের আল মুয়াইকিলি শুরুতে আল্লাহতায়ালার প্রশংসা ও রাসুল (সা.)-এর ওপর দরুদ পাঠ করেন। উপস্থিত হাজিদের সুস্থতা কামনা করেন। তাদের জন্য দোয়া করেন।

হজের খুতবায় তিনি বলেন, হে মানুষ, আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.)-এর আনুগত্য করো, কুরআনে বলা হয়েছে যে অন্যায় করবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন। ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য এবং বিধান শুধু আল্লাহর জন্য। আল্লাহতায়ালা সবকিছুর মালিক। তিনি আমাদের জন্য রহমত হিসাবে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যার প্রতিটি আয়াত প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। এই কুরআন মানুষকে সরল পথ দেখায়।

মুসলমানদের তাকওয়া অবলম্বনের আহ্বান জানিয়ে শায়েখ মাহের আল মুয়াইকিলি বলেন, তাকওয়া মানুষকে সফলতা ও মুক্তি দেয়, তাকওয়া অবলম্বনকারীরা কিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত থাকবেন। যে তাকওয়া অবলম্বন করবে আল্লাহতায়ালা তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দেবেন যেখান থেকে সে কল্পনাও করতে পারবে না। যে তাকওয়া অবলম্বন করবে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে তাকে প্রতিদান দেবেন।

তিনি বলেন, আল্লাহতায়ালা হজরত মুহাম্মদ (সা).কে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যারা নবিজি (সা.)-কে সম্মান করবে, ইমান আনবে এবং আল্লাহর হেদায়েত স্বরূপ যে কুরআন নাজিল করেছেন তার বিধান মেনে চলবে তারাই সফল।

হজের খুতবায় আরও বলা হয়, একে অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত, অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করা ঠিক নয়, আল্লাহ বলেন, ন্যায়ের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিন, মদ ও জুয়া মন্দ কাজ। নিজের পিতামাতা এবং যে আপনার প্রতি দয়া ও সদ্ব্যবহার করেছে তার জন্য দোয়া করুন। অন্যের জন্য তার অনুপস্থিতিতে করুন, তাহলে ফেরেশতাও আপনার জন্য দোয়া করবেন।

হজের খুতবায় ফিলিস্তিনিদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান: হজের খুতবায় ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শায়েখ মাহের আল মুয়াইকিলি।

খুতবায় ফিলিস্তিন প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, ফিলিস্তিনের মুসলমানেরা যুদ্ধের কবলে। তারা বিপর্যস্ত। তাদের খাওয়ার পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই, খাবার নেই, পৃথিবীর সব ধরনের আরাম ও সুখ থেকে তারা বঞ্চিত। তাদের জন্য দোয়া করুন। বিশ্ব মুসলিমের কাছে এটা তাদের পাওনা। তিনি বলেন, যারা ফিলিস্তিনিদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছেন, সহযোগিতার চেষ্টা, অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে সহযোগিতা করছেন তারাও দোয়ার হকদার। এছাড়াও যারা হজযাত্রীদের সেবা করছেন তারাও দোয়ার হকদার।

হজের খুতবা আরবি ভাষায় দেওয়া হলেও এর অনুবাদ প্রচারিত হয়েছে আরও ৫০টি ভাষায়। খুতবার বাংলা অনুবাদ করেছেন সৌদি আরবে অধ্যয়নরত চার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ড. খলীলুর রহমান, আ ফ ম ওয়াহিদুর রহমান মাক্কী, মুবিনুর রহমান ফারুক এবং নাজমুস সাকিব। তারা দেশটির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত।

ব্রিটিশ এমপি হতে যেসব বাংলাদেশী

সচেতন ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে ২১ জন প্রার্থীর নাম এসেছে। তার মধ্যে লেবার পার্টি থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক বাংলাদেশী প্রার্থী হয়েছেন। এখন পর্যন্ত লেবার পার্টি থেকে কমপক্ষে ৭ জনের নাম পাওয়া গেছে। কনজারভেটিভ বা টোরি পার্টি থেকে ২ জন আর জর্জ গ্যালাওয়ের নেতৃত্বাধীন ওয়াকার্স পার্টি অব ব্রিটেন থেকে ২ জনে, লিবারেল ডেমোক্র্যাট থেকে ১ জন , গ্রীন পার্টি থেকে একজন এবং রিফর্ম পার্টি থেকে ১ জনের নাম পাওয়া গেছে। আর বাকিরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। তাদের নাম ও পরিচয় আমরা তুলে ধরবো। তাদের মধ্যে রয়েছেন

(১) আপসানা বেগম, পপলার এন্ড লাইম হাউস, লেবার পার্টি, (২) রুফিয়া আশরাফ, সাউথ নর্থাম্পটন শায়ার , লেবার, (৩) টিউলিপ সিদ্দিক, কিলবার্ণ এন্ড হাইগেইট , লেবার, (৪) রুপা হক, ইলিং একটন এন্ড চিজউইক, লেবার, (৫) মোহাম্মদ সাহেদ হোসেন, হেকনী এন্ড সাউথ শর্ডিচ, ওয়াকার্স পার্টি অব ব্রিটেন, (৬) রাজ ফরহাদ, ইলফোর্ড সাউথ, রিফর্ম পার্টি, (৭) সাঈদ সিদ্দিকী, ইলফোর্ড সাউথ, গ্রীণ পার্টি, (৮) গোলাম টিপু, ইলফোর্ড সাউথ, ওয়াকার্স পার্টি অব ব্রিটেন, (৯) ওমর ফারুক, স্টার্টফোর্ড এন্ড বো, স্বতন্ত্র, (১০) রাবিনা খান, বেথনাল গ্রীণ এন্ড স্টেপনী , লিবারেল ডেমোক্রেট, (১১) আজমল মশরুর বেথনাল গ্রীণ এন্ড স্টেপনী, স্বতন্ত্র, (১২) রুশনারা আলী, বেথনাল গ্রীণ এন্ড স্টেপনী , লেবার পার্টি,(১৩) সাম উদ্দিন, বেথনাল গ্রীণ এন্ড স্টেপনী , স্বতন্ত্র, (১৪) এহতেশামুল হক , পপলার এন্ড লাইম হাউস, স্বতন্ত্র, (১৫) নুরুল হক আলী, গর্ডন এন্ড বোচান, লেবার পার্টি, (১৬) রুমি চৌধুরী, উইথাম, লেবার পার্টি, (১৭) নাজ আনিছ মিয়া, ডানফার্মলাইন এন্ড ডলার, স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি, (১৮) ওয়েস ইসলাম, হলবর্ণ এন্ড সেন্ট পাংক্রাস, স্বতন্ত্র, (১৯) আতিক রহমান, টোটেনহাম, কনজারভেটিভ এন্ড ইউনিয়নিস্ট পার্টি,(২০) নুর জাহান বেগম, ইলফোর্ড সাউথ, স্বতন্ত্র এবং (২১) সৈয়দ সাঈদুজ্জামান, ইলফোর্ড সাউথ, কনজারভেটিভ পার্টি ।

এদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক আসন্ন নির্বাচনের জন্য কনজারভেটিভ পার্টির ইশতেহার প্রকাশ করেছেন। এতে তিনি যুক্তরাজ্যে নেট অভিবাসীদের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার অঙ্গীকার করেছেন। মঙ্গলবার (১১ জুন) সিলভারস্টোনে তিনি এই অঙ্গীকারের কথা বলেছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য সান এ খবর জানিয়েছে।

তিনি বলেছেন, এখন ব্রেক্সিটের কারণে সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে। কিন্তু গত কয়েক বছরে অভিবাসীদের সংখ্যা অনেক বেশি। তা কমিয়ে আনতে আমাদের একটি স্পষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। গত আমরা বেশ কয়েকটি পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছি। যার অর্থ হলো যুক্তরাজ্যে আসতে আগ্রহী এমন ৩ লাখ মানুষ এখন আর উপযুক্ত বিবেচিত হবেন না। আমরা অভিবাসীদের সংখ্যা বেঁধে দেব। যার অর্থ হলো পার্লামেন্টে আপনাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ভোট দেবেন প্রতি বছর কত সংখ্যক মানুষ দেশে আসতে পারবে।

সুনাক বলেছেন, আমাদের পরিকল্পনা হলো: আমরা অভিবাসীদের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনব। মূল্যস্ফীতিও অর্ধেকে আনব। এরপর প্রতিবছর তা কমানো হবে।

সুনাকের অঙ্গীকার অনুসারে, নেট অভিবাসন অর্ধেকে নামিয়ে আনলেও প্রতি বছর তা ৩ লাখ ৪০ হাজার থাকবে। যা ২০১৯ সালের চেয়ে বেশি থাকবে। যুক্তরাজ্যের পরিসংখ্যান কার্যালয় (ওএনএস)-এর তথ্য অনুসারে, ওই বছর যুক্তরাজ্যে আসা অভিবাসীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮৪ হাজার।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অঙ্গীকার করেছেন রুয়ান্ডা স্কিমের মাধ্যমে অবৈধ অভিবাসন কমিয়ে আনা হবে। তিনি বলেছেন, আমাদের সীমান্ত সুরক্ষাও প্রয়োজন।২০২৭ সালের মধ্যে জাতীয় বিমা সামগ্রিকভাবে অর্ধেক করার অঙ্গীকারের কথাও বলেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, কর্মজীবী মানুষরা যাতে বেশি অর্থ রাখতে পারে সেই চেষ্টা আমরা করব। কারণ এটি তাদের উপার্জিত অর্থ। কোথায় তা ব্যয় করবেন সেই অধিকার আপনাদের থাকা উচিত।তিনি আরও বলেছেন, আমরা শ্রমিক, অভিভাবক ও পেনশনভোগীদের কর কমাচ্ছি। আমরা মার্গারেট থ্যাচার ও নাইজেল লসনের পার্টি। আমরা লেবার পার্টির মতো নই, আমরা অর্থের ঝঙ্কারে বিশ্বাসী।

লেবার বলেছে যে তারা অবিলম্বে রুয়ান্ডা স্কিম বাতিল করবে - যার উদ্দেশ্য হল ছোট নৌকায় চ্যানেল পেরিয়ে আসা লোকেদের আটকানো - এবং এটি থেকে ৭৫ মিলিয়ন পাউন্ড দিয়ে একটি নতুন সীমান্ত ও নিরাপত্তা কমান্ড তৈরি হবে। এটি অর্জনযোগ্য বলে মনে হচ্ছে কারণ ইতিমধ্যেই রুয়ান্ডার জন্য আরও বেশি নগদ বরাদ্দ রয়েছে (পাঁচ বছরে অন্তত ৫শ ৪১ মিলিয়ন পাউন্ড) লেবার বলেছে যে তার নতুন কমান্ড সেট আপ করতে খরচ হবে।।

ভোটের দিনে ১৮ বা তার বেশি বয়সের নির্বাচনী রেজিস্টারে থাকা যেকোন ব্যক্তি ভোট দিতে পারেন যদি তারা ব্রিটিশ নাগরিক হন, যোগ্য কমনওয়েলথ নাগরিক বা যুক্তরাজ্যের ঠিকানা সহ আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের নাগরিক হন।

যুক্তরাজ্যের সকল নাগরিক যারা বিদেশে থাকেন তারা যে নির্বাচনী এলাকায় আগে বসবাস করতেন বা ভোটার তালিকায় ছিলেন সেখানে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করতে পারেন।

শিক্ষার্থীরা তাদের বাড়ির এবং মেয়াদী ঠিকানা উভয়েই নিবন্ধিত হতে পারে,, বহিরাগত তবে শুধুমাত্র একটি জায়গায় ভোট দিতে হবে।

যারা সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিতে পারে না, বহিরাগতদের মধ্যে কারাগারে সাজা ভোগকারী বন্দী এবং হাউস অফ লর্ডসের সহকর্মীরা অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণ নির্বাচনে ভোটের জন্য নিবন্ধনের সময়সীমা পেরিয়ে গেছে।

ভোট কিভাবে কাজ করে?

একটি সাধারণ নির্বাচনে, প্রতিটি ব্যক্তির একটি ভোট আছে।

নির্বাচনের দিনে, প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার নিবন্ধিত ভোটাররা তাদের স্থানীয় ভোটকেন্দ্রে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেয়, যা ৭ তা থেকে রাত ১০ তা পর্যন্ত খোলা থাকে। কেউ কেউ আগাম ডাকযোগে ভোট দেন।

"ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট" নামক একটি পদ্ধতির অধীনে সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী সেই এলাকার এমপি হন।

বিদেশে বসবাসকারী ব্রিটিশ নাগরিকরা ৪ জুলাই যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য যোগ্য তবে ১৮ জুন মঙ্গলবার মধ্যরাতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধনের সময় শেষ হয়েছে

১৬ জানুয়ারী ২০২৪ সাল থেকে, যখন ১৫ বছরের শাসন বিলুপ্ত করা হয়েছিল, তখন থেকে বিদেশী বসবাসকারী ইউকে নাগরিকদের ভোট দেওয়ার জন্য ১ লাখের এর বেশি আবেদন করা হয়েছে।

বিএনপি'তে ব্যাপক রদবদল তারেকের

সম্পর্ক কমিটিও পুনর্গঠন করা হয়েছে।

দলে গুঞ্জন রয়েছে, আগের কমিটি যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীনসহ প্রভাবশালী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ কারণে সরকারবিরোধী আন্দোলনের সময় বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। বহির্বিশ্বে দলের আন্তর্জাতিক লবিং জোরদার করতেই নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খানের নেতৃত্বে এই কমিটি কাজ করবে।

তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ একাধিক নেতা জানান, জাতীয় নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠনের বিষয়ে লন্ডনে বসে বেশ কয়েক মাস ধরে কাজ করছিলেন তারেক। প্রাথমিকভাবে ৪৫ জন নেতাকে পদায়ন করা হলেও ধাপে ধাপে পুরো কমিটিতে পরিবর্তন আনা হবে। এই পরিবর্তনে অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতারা প্রাধান্য পাবেন। তারেক রহমান অনুগত নেতাদেরই গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন করা হবে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, 'কমিটি পুনর্গঠনের বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল। বর্তমানে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।'

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সর্বশেষ কাউন্সিল হয়েছিল ২০১৭ সালে। সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে কাউন্সিল না হওয়ায় ওই কমিটির মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। দলটির গঠনতন্ত্রে তিন বছর পর পর কাউন্সিল করার বিধান রয়েছে। তবে বর্তমানে কাউন্সিল না করে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কমিটিতে রদবদল আনা হলো। শনিবার ৪৫ জন নেতাকে পদায়নের মাধ্যমে নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। এতে স্পষ্ট, বিএনপি আপাতত দলের কাউন্সিল করছে না।

নতুন পদায়ন করা নেতাদের তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কমিটিতে এমন কিছু নেতাকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়েছে, যাঁরা রাজনৈতিকভাবে আনকোরা। এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করা নেতাকর্মীরা হতাশ ও ক্ষুব্ধ। আবার সাংগঠনিকভাবে দক্ষ কয়েকজন নেতাকে চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পদে পদায়ন করা হয়েছে। ওই নেতাদের প্রায় সবার প্রতি তারেক রহমানের নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। কাউকে তিনি নিজের লোক মনে করেন না। একই সঙ্গে বিভিন্ন কারণে তারেক রহমান কিছু নেতার ওপর মনঃক্ষুণ্ন। ওই নেতাদের এমন পদ দেওয়া হয়েছে, যা অনেকটা শাস্তিমূলক।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিএনপির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন নেতা জানান, কমিটি গঠনের মাধ্যমে তারেক রহমান মূলত দলে তাঁর শক্ত বলয় তৈরি করছেন। দলের সব পর্যায়ের কমিটিতে নিজের পছন্দের নেতাদের নিয়োগ দিয়েছেন তিনি। এতে বিএনপিতে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি হবে এবং ভবিষ্যতে তাঁর সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো নেতা থাকবেন না।

গঠনতন্ত্রে যা আছে

বিএনপির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, চেয়ারম্যানের সাময়িক অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দলের সমুদয় দায়িত্ব পালন করবেন। আর চেয়ারম্যানের কর্তব্য, ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বলা আছে, 'চেয়ারম্যান প্রয়োজন মনে করলে জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জাতীয় স্থায়ী কমিটি, বিষয়ভিত্তিক উপকমিটিসমূহ এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত অন্য কমিটিসমূহ বাতিল করতে এবং পরবর্তী কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে পুনর্গঠন করতে পারবেন।' জাতীয় নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তারেক রহমান এ ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিএনপির স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য বলেন, 'কমিটি পুনর্গঠনের আলোচনা বিভিন্ন সময়ে স্থায়ী কমিটিতে হয়েছে। তবে কখন ও কোন প্রক্রিয়ায় সেটি করা হবে, তা তাঁদের জানানো হয়নি। এমনকি কমিটি ঘোষণার আগে দলের মহাসচিবসহ জ্যেষ্ঠ নেতাদের মতামতও নেওয়া হয়নি।'

দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী বলেন, 'দলের নির্বাহী কমিটিতে কিছু পদে পরিবর্তন আনা হয়েছে। চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদেও কয়েকজন নেতাকে পদায়ন করা হয়েছে। দলের হাইকমান্ডের নির্দেশে এই পদায়ন করা হয়।'

গত বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, বরিশাল মহানগর কমিটি বিলুপ্ত করে বিএনপি। একই সঙ্গে সুলতান সালাউদ্দিন টুকু ও মুনায়েম মুন্নার নেতৃত্বাধীন যুবদলের কমিটিও ভেঙে দেওয়া হয়।

৪৫ জন নেতার পদায়ন

এই পদায়নের মাধ্যমে অনেক নেতার পদোন্নতি হয়েছে। বেশ কয়েকজন নেতাকে সম্পাদকীয় থেকে নির্বাহী কমিটিতে পদায়ন করা হয়েছে। দলের বিশেষ সম্পাদক সাবেক ছাত্রদল সভাপতি আসাদুজ্জামান রিপনকে ভাইস চেয়ারম্যান পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

সাবেক সংসদ সদস্য জহির উদ্দিন স্বপন, যুগ্ম মহাসচিব মাহবুব উদ্দিন খোকন, মজিবুর রহমান সরোয়ার, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, হারুন অর রশিদ, আসলাম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, সাখাওয়াত হাসান জীবন, সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বেবী নাজনীন এবং সহ-তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক খালেদ হোসেন চৌধুরী ফাহিনকে দলের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা পদে পদায়ন করা হয়েছে।

তবে স্বপন, খোকন, সরোয়ার ও আলালের মতো সাংগঠনিকভাবে দক্ষ নেতাদের উপদেষ্টা পদে পদায়নের মাধ্যমে মূলত তাঁদের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে বলে মনে করছেন নেতাকর্মীরা। সুপ্রিম কোর্ট বারের নির্বাচন নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের কারণে মাহবুব উদ্দিন খোকন এবং একটি টেলিভিশন টকশোতে দলের নেতৃত্ব নিয়ে কথা বলায় তাঁর প্রতি আক্রোশ ঝেড়েছেন তারেক রহমান।

মোয়াজ্জেম হোসেন আলালের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি আক্ষেপ করে বলেন, 'দেশ ভালো থাকুক, দল ভালো চলুক, এটাই আমার প্রত্যাশা।'

সাংগঠনিক সম্পাদক থেকে যুগ্ম মহাসচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন আবদুস সালাম আজাদ, সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স এবং শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি।

সহসাংগঠনিক সম্পাদক থেকে পদোন্নতি পেয়ে সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন কাজী সাইয়েদুল আলম বাবুল (ঢাকা বিভাগ), সৈয়দ শাহীন শওকত খালেক (রাজশাহী বিভাগ) ও শরীফুল আলম (ময়মনসিংহ বিভাগ)। এ ছাড়া সমবায়বিষয়ক সম্পাদক জি কে গউছ (সিলেট বিভাগ) সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন।

এর মধ্যে সাইয়েদুল আলম বাবুল কয়েক মাস আগে সহসাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন। শাহীন শওকতের বিরুদ্ধে রয়েছে অনেক অভিযোগ। সাংগঠনিকভাবে দক্ষ নন তিনি। অনেকে বলছেন, এই দুই নেতাকে অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে।

দলের প্রচার সম্পাদক করা হয়েছে সদ্য বিলুপ্ত কমিটির যুবদলের সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকুকে।

এছাড়া সহপ্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মোর্শেদ হাসান খানকে গণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক, সহপ্রচার সম্পাদক শামীমুর রহমান শামীমকে গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক এবং যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া বিএনপির সভাপতি নাহিদ খানকে সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, ডা. শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ হককে সহ-স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক এবং এ এস এম সাইফ আলীকে সহ-তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক করা হয়েছে।

সহপ্রচার সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খান আলীমকে রাজশাহী বিভাগের সহসাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে। সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নজরুল ইসলাম আজাদকে করা হয়েছে ঢাকা বিভাগের সহসাংগঠনিক সম্পাদক।

জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলামকে রংপুর বিভাগের সহসাংগঠনিক সম্পাদক, মীর হেলাল উদ্দিনকে চট্টগ্রাম বিভাগের সহসাংগঠনিক সম্পাদক, আবু ওয়াহাব আকন্দকে ময়মনসিংহ বিভাগের সহসাংগঠনিক সম্পাদক এবং মিফতাহ সিদ্দিকীকে সিলেট বিভাগের সহসাংগঠনিক সম্পাদক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। পদ অনুযায়ী আমিরুল ইসলাম আলীম অবমূল্যায়িত হয়েছেন। ছাত্রদলের সাবেক এই সাধারণ সম্পাদক আরো গুরুত্বপূর্ণ পদ পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করছেন অনেকে। নজরুল ইসলাম আজাদ ও মীর হেলাল রাজনৈতিকভাবে আনকোরা। বিএনপির রাজনীতিতে তাঁরা নবীন। ছাত্র কিংবা যুবরাজনীতির অভিজ্ঞতা নেই। সাংগঠনিকভাবে দক্ষ কোনো নেতাও নন তাঁরা।

জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগের সহসাংগঠনিক সম্পাদক জালাল উদ্দিন মজুমদার, রংপুর বিভাগের সহসাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম, কুমিল্লা বিভাগের সহসাংগঠনিক সম্পাদক সায়েদুল হক সাঈদ, সহ-কৃষিবিষয়ক সম্পাদক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল ফারুক, সহ-তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক এস এম গালিবকে। তাঁদের ওপর তারেক রহমান অসন্তুষ্ট।

এ ছাড়া যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ, সুইডেন বিএনপির সদস্য মহিউদ্দিন আহমেদ ঝিন্টু, ডেনমার্ক বিএনপির সদস্য গাজী মনির এবং ছাত্রদলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রাশেদ ইকবালকে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য করা হয়েছে।

বিশ্বে ভয়াবহ শাস্তির শিকার ৪০ কোটি শিশু: ইউনিসেফ

সোমবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'যদি শিশুরা বাড়িতে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়, তাহলে তাদের মানসিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়, নিজের মূল্য সম্পর্কেও ভুল ধারণা গড়ে ওঠে। তিনি বলেন, শিশুদের প্রতি যত্নশীল ও স্নেহপূর্ণ অভিভাবকত্ব একদিকে যেমন অভিভাবকের সঙ্গে শিশুর বন্ধন দৃঢ় করে, তেমনি তাদের শিক্ষা ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি অভিভাবকদের মনযোগ ও স্নেহ শিশুদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ তৈরি করে।' বিবৃতিতে বলেন ক্যাথরিন রাসেল।

ইসরাইলের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ভিডিও প্রকাশ করল হিজবুল্লাহ

গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনা দেখা গেছে।

ঘটনার পর ইসরাইল হিজবুল্লাহকে সর্বাত্মক যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরাইল কার্টজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে বলেন, 'হিজবুল্লাহ এবং লেবাননের বিরুদ্ধে আমরা খেলার নিয়ম পরিবর্তনের মুহূর্তের খুব কাছাকাছি যাচ্ছি। সর্বাত্মক যুদ্ধে হিজবুল্লাহকে ধ্বংস করা হবে আর লেবানন মারাত্মক আঘাত পাবে।'

হিজবুল্লাহর প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, এটির কিছু অংশ দিনের বেলায় ধারণ করা। ভিডিওতে ইসরাইলের লেবানন সীমান্ত থেকে দক্ষিণে অবস্থিত হাইফা বন্দরের জনবহুল শহর কিরাওতের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। ভিডিওর অন্য অংশে হাইফার কাছে সামরিক কমপ্লেক্স যেখানে ইসরাইলের রাফায়েল অস্ত্র তৈরি কারখানা দেখানো হয়েছে। সেখানে আইরন ডোম ব্যাটারি, ক্ষেপণাস্ত্র সংরক্ষণাগার এবং রাডার স্থাপনাও রয়েছে। এছাড়া ভিডিওতে সামরিক যান, জাহাজ এবং তেলের ডিপোও দেখানো হয়।

৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের হামলার পরদিন থেকে লেবাননের ইরান সমর্থিত অস্ত্রধারী গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ইসরাইলে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে হামলা চালিয়ে আসছে। ইসরাইলও হিজবুল্লাহার স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা করে।

ইসরাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিজবুল্লাহর ভিডিওর জবাবে আরও বলেন, নাসরুল্লাহ এখন হাইফা বন্দর টেনে আনছে যা চীন এবং ভারতের কোম্পানিগুলো পরিচালনা করে। নাসরুল্লাহ এগুলো ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছেন যার পরিণতি ভয়াবহ।

যুক্তরাষ্ট্র এবং মিত্ররা মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিশালী প্যারামিলিটারি গোষ্ঠী হিজবুল্লাহকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে উত্তেজনা বৃদ্ধির বিষয়ে সতর্ক করছে। তা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্রিটেনের শ্রমবাজারে মিলছে না কাজের মূল্যায়ন

তুলনায় অনিশ্চিত কর্মক্ষেত্রের পরিমাণ প্রায় তিন গুণ দ্রুত বেড়েছে। আগের এক পূর্বাভাসে সংস্থাটি জানিয়েছিল, যুক্তরাজ্যের প্রতি আটজন কর্মীর মধ্যে একজন এ ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত। ২০১১ সালের পর থেকে চাকরির সুরক্ষা নিশ্চিত না হওয়া কর্মসংস্থান বাড়ার পেছনে মূল প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে স্বল্প মজুরি দেয় এমন খাতগুলো। টিইউসি বলছে, অনিশ্চিত ও স্বল্প মজুরির কাজ ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিকদের অধিকার ও মজুরির বিষয়গুলো এখন বড় ধরনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে সবার আগে সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন। সংস্থাটির জেনারেল সেক্রেটারি পল নোভাক বলেন, 'আমাদের এমন একটি সরকার প্রয়োজন, যারা কাজের মূল্যায়ন করবে। কিন্তু ১৪ বছর ধরে আমরা অনিরাপদ ও স্বল্প মজুরির কর্মসংস্থানের বিস্ফোরণ দেখছি।' তিনি আরো বলেন, 'শ্রমিক অধিকারের অপর্যাপ্ততা ও স্বল্প মজুরি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাজ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, যা দেশের প্রবৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা ও জীবনযাত্রার মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শ্রমিকদের বর্তমান প্রকৃত মজুরি ২০০৮ সালের তুলনায় অনেক কম। এছাড়া সারা দেশে মানুষ এমন সব চাকরিতে আটকা পড়েছে, যেখানে কোনো সুরক্ষা নেই, এমনকি বেতনও কম।'

পেশাদারদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে ইনস্টিটিউশন অব অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ। সংস্থাটির নীতিনির্ধারণ বিভাগের প্রধান রুথ উইলকিনসন বলেন, 'অস্থায়ী কাজগুলো মূলত ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। ফলে এগুলো কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে।' তিনি আরো বলেন, 'বিষয়টি খুবই শোচনীয়। দ্রুত এ সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার। চুক্তিভিত্তিক কিংবা স্থায়ী সব শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য প্রতিটি কোম্পানির একটি মৌলিক দায়িত্ব রয়েছে।' এদিকে টিইউসির পল নোভাক বলেন, 'বিরোধী দলের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে। তারা ঘণ্টা চুক্তি ও ছাঁটাই-পুনর্নিয়োগ কৌশলের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়ার আশ্বাস দিয়েছে। পাশাপাশি প্রথম দিন থেকে মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকালীন ছুটি, অসুস্থতাকালীন বেতন এবং অন্যায্য বরখাস্ত থেকে সুরক্ষার মৌলিক অধিকার প্রবর্তন করার কথা জানিয়েছে।' বিশ্লেষকরা বলছেন, এ পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো কোনো কর্মীর চাকরিতে যোগদানের প্রথম দিন থেকেই যেন তার অধিকার সমুন্নত থাকে। টিইউসি যুক্তরাজ্যের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ফেডারেশন, যা সম্মিলিতভাবে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের বেশির ভাগ ইউনিয়নবদ্ধ শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে। সংস্থাটিতে প্রায় ৫৫ লাখ সদস্য ও ৪৮টি অনুমোদিত ইউনিয়ন রয়েছে।

সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হলো ইইউ শীর্ষ সম্মেলন

করা হবে।

তবে নৈশভোজের পর ইউরোপীয় কাউন্সিলের বর্তমান সভাপতি চার্লস মিশেল জানান, এই সিদ্ধান্ত নিতে তাদের আরো সময় প্রয়োজন।

সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'এটি একটি ভালো আলোচনা ছিল, (আলোচনা) সঠিক পথেই আছে বলে আমি মনে করি। কিন্তু আজ রাতে কোনো চুক্তি হয়নি।'

মিশেল আরো জানান, ইউরোপের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই পদগুলো নিয়ে প্রস্তাব দিয়েছে এবং চুক্তিতে পৌঁছনোর জন্য আরো কাজ করতে হবে। প্রস্তাবিত নাম নিয়ে বিস্তারিত জানাননি মিশেল।

এদিকে ভন ডেয়ার লায়েন আবারও ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন। তার মধ্যডান ইউরোপীয় পিপলস পার্টি (ইপিপি) জুনের নির্বাচনে সবচেয়ে বড় দল হিসেবে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে।

২৭ দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের ১৩ জনই ইউরোপে ইপিপিকে সমর্থন করা দলগুলো থেকে এসেছেন। ফ্রান্স ও জার্মানির সমর্থন পাওয়ায় মনোনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে তার কোনো সমস্যা হবে না বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

ফ্রান্স অবশ্য ভন ডেয়ার লায়েনের বিকল্প কাউকে বেছে নেওয়ার কথা বিবেচনা করেছিল।

কিন্তু ইউরোপের নির্বাচনে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁর দল খারাপ ফল করায় ৩০ জুন ম্যাখোঁ আগাম পার্লামেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন। ফলে এই পরিস্থিতিতে তার সরকার ইইউ অস্থিতিশীল হয় এমন কোনো কিছু না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভন ডেয়ার লায়েনকেই সমর্থন করেছে।

ভন ডেয়ার লায়েনের সঙ্গে প্রবীণ সমাজতন্ত্রী কস্তা ও উদারপন্থী কালাস নিয়োগ পেলে ইউরোপের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক ভারসাম্য নিশ্চিত হবে বলে মনে করছেন অনেকে। ২৭ ও ২৮ জুন আয়োজিত হতে যাওয়া শীর্ষ সম্মেলনে এ নিয়ে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা রয়েছে।

দিল্লিতে গরমে ২০ জনের মৃত্যু

তিনটি বড় হাসপাতালে এই মৌসুমে গরমের কারণে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২০ জনের।

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যেসব সরকারি হাসপাতাল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন, সেখানে বিশেষ তাপপ্রবাহ ইউনিট চালু করতে হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজে পরিস্থিতির তত্ত্বাবধান করছেন। হিট স্ট্রোকের রোগীরা আপাতত সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। তেমনটাই নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। দিল্লির বিপর্যয় মোকাবেলা কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে আলাদা গাইডলাইন প্রকাশ করেছে।

হিট স্ট্রোক ও গরমসংক্রান্ত অন্যান্য অসুস্থতার হাত থেকে বাঁচতে সাধারণ মানুষের কী কী করণীয়, তা-ও জানানো হয়েছে ওই গাইডলাইনে।

গণমাধ্যমটির তথ্য অনুসারে, গত ২৭ মে থেকে গরমসংক্রান্ত বিভিন্ন অসুস্থতা নিয়ে দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি ৪৫ জন রোগী। সেখানে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। তাদের মধ্যে সাতজনই মারা গেছে গত দুই দিনের মধ্যে। এ ছাড়া দিল্লির সফদরজং হাসপাতালেও গরমে অসুস্থতায় সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। শুধু বুধবারই মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের। লোকনায়ক হাসপাতালে গরমের কারণে দুই রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট অজয় শুক্লা জানান, হিট স্ট্রোকে মৃত্যুর হার অনেক বেশি, ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীকে অনেক দেরিতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যে কারণে তাদের বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে না। হিট স্ট্রোক নিয়ে সচেতনতার অভাবও রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুঝে উঠতে পারছে না, তিনি হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত। উপসর্গগুলোকে অন্য কোনো রোগের উপসর্গ বলে ভুল করছে। রোগী সংজ্ঞা হারানোর পর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ততক্ষণে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে দিল্লিতে তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি থাকছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকছে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। আপাতত স্বস্তির খবর শোনাতে পারেনি আবহাওয়া ভবন। গরমে দিল্লিতে পানির কষ্টও দেখা দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ৫ লাখ অভিবাসী বৈধতা পাচ্ছেন

কিছু স্বামীস্ত্রীকে বৈধতা ছাড়াই স্থায়ী বসবাস এবং এরপর নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করার অনুমতি দেবে। এর সংখ্যা পাঁচ লাখ হতে পারে।

ওবামা প্রশাসন ২০১২ সালে ডেফার্ড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড অ্যারাইভাল বা ডাকা ঘোষণা করার পর এটিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনথিভুক্ত অভিবাসীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ত্রাণ কর্মসূচি বলা বিবেচনা করা হচ্ছে।

ইমিগ্রেশন অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলোর তথ্য অনুসারে, মার্কিন নাগরিকদের প্রায় ১১ লাখ স্বামীস্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাস করছেন। গ্রুপগুলো বলেছে, তাদের মার্কিন নাগরিক করা হলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ১৬ বিলিয়ন ডলার যোগ হবে।

এদিকে বাইডেনের এমন পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত পাস হবে কিনা তা নিয়ে দ্বিধা রয়েছে। কারণে এ বছরের শুরুর দিকে সিনেটে উত্থাপিত একটি পৃথক দ্বিদলীয় বিল প্রশাসনের সমর্থন অর্জন করেছিল। কিন্তু তা রিপাবলিকানদের কারণে পাস করা সম্ভব হয়নি।

আসামে ভয়াবহ বন্যায় ৩০ জনের মৃত্যু, ক্ষতিগ্রস্ত ১.৬ লাখ মানুষ

লাখেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর এলাকায় ভূমিধসের জেরে পাঁচজন মানুষ মারা গিয়েছে বলে খবর। এদের মধ্যে একজন নারী, তাঁর তিন মেয়ে এবং তিন বছরের পুত্রসন্তান রয়েছে। মর্মান্তিক এই বন্যায় আসাম জুড়ে শোনা যাচ্ছে শুধুই হাহাকার এবং স্বজন হারানোর কান্না। মে মাসে ঘূর্ণিঝড় রেমাল রাজ্যে আঘাত হানার পর থেকে ভূমিধসের জেরে আসামে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৩০ পৌঁছেছে । আসাম স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এএসডিএমএ) অনুসারে, করিমগঞ্জ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলা, যেখানে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ১৩৩ জন মানুষ বন্যা কবলিত। ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি ইতিমধ্যেই ফুলে উঠেছে। টানা বৃষ্টির জেরে পানির স্তর আরও বাড়ছে। ব্রহ্মপুত্রের শাখানদীগুলিও বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে।

কামপুরের কপিলি নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে জানা গেছে, যা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি করছে। আইএমডির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ২০ জুন পর্যন্ত আসাম এবং মেঘালয়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। আসামের রাজধানী গুয়াহাটিও পানির তলায় চলে গিয়েছে। সরকারি সূত্রে খবর, এই বন্যায় ১ হাজার ৩৭৮ হেক্টর ফসলের জমি নষ্ট হয়েছে। ৫৪,৮৭৭ টি গবাদি পশুর জীবনও সংশয়ের মুখে পড়েছে । পানিতে নিমজ্জিত ৪৭০টি গ্রাম। বন্যার তোড়ে ভেসে গিয়েছে বাঁধ, রাস্তা, সেতু। বেশিরভাগ জায়গাতেই বন্ধ হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। ৫১১৪ জন মানুষ ৪৩ টি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। তবে উদ্বেগ কাটছে না কোনোভাবেই। বন্যাকবলিত জেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশ্বনাথ, লখিমপুর, হোজাই, বোঙ্গাইগাঁও, নলবাড়ি, তামুলপুর, উদালগুড়ি, দররাং, ধেমাজি, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, গোয়ালপাড়া, নগাঁও, চিরাং এবং কোকরাঝাড়।

এক রুমে খালেদার ১৪ ঈদ

এভাবেই একটি রুমে কেটে যায় ১৪টি ঈদ।

গত সোমবার ঈদুল আজহার দিনটিও বন্দি ছিলেন তিনি। শুধু একটা সময় সাক্ষাৎ দিয়েছেন দলের সিনিয়র নেতাদের।

দীর্ঘদিন অসুস্থ বেগম জিয়া। দলীয় নেতারা তার উন্নত চিকিৎসা এবং মুক্তির জন্য আন্দোলন করে আসছেন। সর্বশেষ সোমবার সাক্ষাৎ শেষে দলের নেতারা জানিয়েছেন, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা খুব একটা ভালো নেই। ঈদের দিন দলের সিনিয়র নেতারা তার পক্ষ থেকে ঈদ শুভেচ্ছা জানালেও তার সুস্থতার জন্য প্রার্থনা কামনা করেন।

ঈদের দিনে বাসার রান্না করা খাবার গ্রহণ করেছেন খালেদা জিয়া। বাহিরে না যেতে পারলেও পরিবারের ছোট শিশুরা সঙ্গ দেন বেগম জিয়ার। তার ভাগনে ও ছেলের দিকের নাতি-নাতনিদের সঙ্গে গল্প করেই কাটিয়েছেন বেশ কিছু সময়।

আদালতের আদেশে বেগম জিয়াকে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পুরান ঢাকার নাজিম উদ্দিন রোডের পরিত্যক্ত পুরোনো কেন্দ্রীয় কারাগারে নেওয়া হয়। ওই বছরের ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা তিনি সেই পরিত্যক্ত কারাগারে কাটান।

২০১৯ সালে বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালের এক রুমেই কেটে যায় ঈদুল ফিতর ও ঈদুল।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের মুখে ২০২০ সালের ২৫ মার্চ শর্তসাপেক্ষে গুলশানের ফিরোজা তার নিজ বাসাতেই রাখা হয় বেগম জিয়াকে। সে বছরের দুইটি ঈদ পালন করেন বাসাতে।

২০২১ সালে ঈদুল ফিতরের দিনটি কাটান হাসপাতালের রুমে। তবে ঈদুল আজহার সময় তিনি ফিরোজাতেই ছিলেন। তার পরের ২০২২, ২০২৩ এবং চলতি বছরের ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা পালন করেন ফিরোজাতেই।

যা রয়েছে কনজারভেটিভ পার্টির ইশতেহারে

ঘোষণা দিয়েছি। যার অর্থ হলো যুক্তরাজ্যে আসতে আগ্রহী এমন ৩ লাখ মানুষ এখন আর উপযুক্ত বিবেচিত হবেন না। আমরা অভিবাসীদের সংখ্যা বেঁধে দেব। যার অর্থ হলো পার্লামেন্টে আপনাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ভোট দেবেন প্রতি বছর কত সংখ্যক মানুষ দেশে আসতে পারবে।

সুনাক বলেছেন, আমাদের পরিকল্পনা হলো: আমরা অভিবাসীদের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনব। মূল্যস্ফীতিও অর্ধেকে আনব। এরপর প্রতিবছর তা কমানো হবে।

সুনাকের অঙ্গীকার অনুসারে, নেট অভিবাসন অর্ধেকে নামিয়ে আনলেও প্রতি বছর তা ৩ লাখ ৪০ হাজার থাকবে। যা ২০১৯ সালের চেয়ে বেশি থাকবে। যুক্তরাজ্যের পরিসংখ্যান কার্যালয় (ওএনএস)-এর তথ্য অনুসারে, ওই বছর যুক্তরাজ্যে আসা অভিবাসীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮৪ হাজার।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অঙ্গীকার করেছেন রুয়ান্ডা স্কিমের মাধ্যমে অবৈধ অভিবাসন কমিয়ে আনা হবে। তিনি বলেছেন, আমাদের সীমান্ত সুরক্ষাও প্রয়োজন।

২০২৭ সালের মধ্যে জাতীয় বিমা সামগ্রিকভাবে অর্ধেক করার অঙ্গীকারের কথাও বলেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, কর্মজীবী মানুষরা যাতে বেশি অর্থ রাখতে পারে সেই চেষ্টা আমরা করব। কারণ এটি তাদের উপার্জিত অর্থ। কোথায় তা ব্যয় করবেন সেই অধিকার আপনাদের থাকা উচিত।

তিনি আরও বলেছেন, আমরা শ্রমিক, অভিভাবক ও পেনশনভোগীদের কর কমাচ্ছি। আমরা মার্গারেট থ্যাচার ও নাইজেল লসনের পার্টি। আমরা লেবার পার্টির মতো নই, আমরা অর্থের ঝঙ্কারে বিশ্বাসী।

বাংলাদেশে বসেও ভোট দেয়া যাবে

সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নিয়েছে ব্রিটিশ ইলেক্টোরাল কমিশন।

এর আগে কোনো নাগরিক ১৫ বছরের বেশি যুক্তরাজ্যের বাইরে থাকলে তিনি দেশটির জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারতেন না। কিন্তু নতুন আইনে সেটির পরিবর্তন আনা হয়েছে।

বাংলাদেশে যেসব ব্রিটিশ নাগরিক বাস করছেন, নতুন আইন অনুসারে তারা ভোট দিতে পারবেন কিনা; তা যাচাই করে দেখতে অনুরোধ জানিয়েছে ব্রিটিশ হাইকমিশন। এর আগে যারা যুক্তরাজ্যে বাস করেছেন কিংবা দেশটিতে ভোট দেয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন তারা আসছে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন।

ঢাকায় ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক বলেন, যুক্তরাজ্যের আইনে একটি পরিবর্তন আনার অর্থ হচ্ছে আরও অনেক বেশি বিদেশে বসবাস করা ব্রিটিশ নাগরিক জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। এ বিষয়ে যোগ্য ভোটারদের সচেতন হওয়া দরকার।

এর আগে ২০১৯ সালে দুই লাখ ৩০ হাজার বিদেশে বসবাস করা ব্রিটিশ নাগরিক ভোট দেয়ার জন্য নিবন্ধন করেছিলেন। তাদের বেশির ভাগই অ্যাবসেন্টি ভোটের জন্য আবেদন করেন। অর্থাৎ ডাক কিংবা অনলাইনের মাধ্যমে তারা ভোট দেন।

আগামী ৪ জুলাই পরবর্তী ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক।

বিশ্ব মুসলিমের কল্যাণ চেয়ে পবিত্র হজ পালন

মক্কার অদূরে আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের মাধ্যমে পবিত্র হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা পালিত হয়েছে গত শনিবার। এ সময় পুরো ময়দান ছিল 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' (হে আল্লাহ, আমি হাজির) ধ্বনিতে মুখরিত। সুবিশাল এই সম্মিলনে অংশ নেন বিশ্বের দেড় শতাধিক দেশ থেকে যাওয়া ১৮ লাখের বেশি মুসলিম। আরাফাতের ময়দানে তাঁরা নামাজ, দোয়া, জিকিরসহ ইবাদতে নিমগ্ন থেকে সারা দিন কাটিয়েছেন।

আরাফাতের ময়দানের জমায়েতে ফিলিস্তিনের নিপীড়িত মুসলিমদের জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। এ ছাড়া সারা বিশ্বের মুসলিমদের গুনাহ মাফ ও কল্যাণ কামনা করে দোয়া করা হয়। এ সময় হজযাত্রীদের সবার মুখে ধ্বনিত হচ্ছিল, 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারিকা লাকা।' অর্থাৎ 'আমি হাজির, হে আল্লাহ, আমি হাজির, তোমার কোনো অংশীদার নেই। আমি হাজির। সব প্রশংসা ও অনুগ্রহ শুধুই তোমার। সব রাজত্ব তোমার।'

শনিবার সৌদি আরব সময় দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মসজিদে নামিরায় জোহর ও আসরের নামাজ একসঙ্গে আদায় করেন হজযাত্রীরা।

এরপর হজের খুতবা দেন মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারামের ইমাম ও খতিব শায়খ মাহের বিন হামাদ আল-মুয়াইকিলি। এর বাংলা অনুবাদ উপস্থাপন করেন ড. খলীলুর রহমান। সূর্যাস্তের পর মুজদালিফায় গিয়ে মাগরিব ও এশার নামাজ একসঙ্গে পড়েন হাজিরা। এরপর মুজদালিফার খোলা প্রান্তরে রাত কাটান তাঁরা।

রবিবার সৌদি আরবে পালিত হয় পবিত্র ঈদুল আজহা।

মসজিদুল হারামে ফজরের নামাজের ১৫ মিনিট পরেই ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ঈদের নামাজ পড়ান মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদের ধর্মবিষয়ক প্রধান শায়খ ড. আবদুর রহমান আল-সুদাইস। আর ঈদের খুতবার বাংলা অনুবাদ উপস্থাপন করেন মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মুবিনুর রহমান।

হজের খুতবায় আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে শায়খ মাহের আল-মুয়াইকিলি বলেন, 'ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্য। মহান আল্লাহ সব কিছুর মালিক। তিনি আমাদের জন্য রহমত হিসেবে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। মহান আল্লাহ মুহাম্মদ (সা.)-কে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। যারা নবীজি (সা.)-কে সম্মান করবে, ঈমান আনবে এবং আল্লাহর অবতীর্ণ কোরআনের বিধান মেনে চলবে তারাই সফল।'

আরাফাতের দিন প্রসঙ্গে শায়খ মাহের আল-মুয়াইকিলি বলেন, 'আরাফার স্থান ও সময়ের মর্যাদা অনেক। মহান আল্লাহ এখানে সমবেত হাজিদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন। আজকের দিনের সব আমলের সওয়াব অনেক গুণ বৃদ্ধি করা হয়।' সমবেত হাজিদের আল্লাহভীতি অর্জনের উপদেশ দিয়ে হজের খুতবায় আরো বলা হয়, 'তাকওয়া মানুষকে সফলতা ও মুক্তি দেয়, তাকওয়া অবলম্বনকারীরা কিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে।'

শায়খ মাহের আল-মুয়াইকিলি অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে খুতবায় বলেন, 'মানুষের প্রাণ, ধর্ম, মেধা, সম্মান, সম্পদ সুরক্ষায় সবাইকে কাজ করতে হবে। এসব রক্ষা করা সবার কর্তব্য।'

খুতবায় ফিলিস্তিনি মুসলিমদের জন্য দোয়া করে তিনি বলেন, 'ফিলিস্তিনের মুসলিমরা যুদ্ধে বিপর্যস্ত। তাদের জন্য দোয়া করা সারা বিশ্বের মুসলিমদের কর্তব্য।' এ সময় তিনি সমবেত হাজি ও সারা বিশ্বের মুসলিমদের গুনাহ মাফ চেয়ে দোয়া করেন।

হজ ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। হজ শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ইচ্ছা করা'। আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান সব মুসলমান পুরুষ ও নারীর ওপর হজ ফরজ। হজের অংশ হিসেবে আরবি বর্ষপঞ্জির জিলহজ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত পাঁচ দিন মিনা, আরাফাত, মুজদালিফা ও মক্কায় অবস্থান করা হয়। গত ৮ জিলহজ মিনায়, পরদিন ৯ জিলহজ আরাফাতের ময়দান ও মুজদালিফায় হজের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন হজযাত্রীরা। এরপর রবিবার (১০ জিলহজ) তাঁরা মুজদালিফা থেকে সংগৃহীত পাথর মিনায় গিয়ে তিনটি জামারায় নিক্ষেপ করেন। এরপর কোরবানি করে মাথা মুড়াবেন। এরপর ইহরামের কাপড় বদলে স্বাভাবিক পোশাক পরে মিনা থেকে মক্কায় গিয়ে পবিত্র কাবাঘর সাতবার তাওয়াফ করেন। কাবার সামনের দুই পাহাড় সাফা ও মারওয়ায় সাঈ (সাতবার দৌড়ানো) করেন। সেখান থেকে তাঁরা মিনায় ফিরে যান। সেখানে দুই বা তিন দিন (১১ থেকে ১২ বা ১৩ জিলহজ) (বড়, মধ্যম, ছোট) জামারায় সাতটি করে পাথর নিক্ষেপ করেন। এরপর মক্কায় বিদায়ি তাওয়াফ করে হজের কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

এবারের হজযাত্রীর সর্বমোট সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে সৌদি আরব। সরকারি হিসাব অনুসারে এ বছর সর্বমোট ১৮ লাখের বেশি লোক পবিত্র হজ পালন করেন। গত শনিবার দেশটির পরিসংখ্যান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এবার ১৮ লাখ ৩৩ হাজার ১৬৪ জন হজ করেছেন। এরমধ্যে ১৬ লাখ ১১ হাজার ৩১০ জন বিদেশি এবং দুই লাখ ২১ হাজার ৮৫৪ জন সৌদি নাগরিক ও প্রবাসী রয়েছেন। এ বছর পুরুষ হজযাত্রী রয়েছেন ৯ লাখ ৫৮ হাজার ১৩৭ এবং নারী ৮ লাখ ৭৫ হাজার ২৭ জন।

এদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে হজযাত্রীর আগমনের হারও জানানো হয়। তাতে বলা হয়, আরব দেশগুলো থেকে আসা হজযাত্রীর শতকরা হার ২২ দশমিক ৩ এবং এশিয়ার দেশগুলো থেকে ৬৩ দশমিক ৩ শতাংশ। আর আফ্রিকার দেশগুলো থেকে হজযাত্রীর আগমনের হার ১১ দশমিক ৩। এবং ইউরোপ, আমেরিকাসহ অন্য দেশগুলো থেকে হজযাত্রীর হার ৩ দশমিক ২ শতাংশ।

কিয়ামতের দিন যেসব নেতা লজ্জিত হবেন

মুফতি আবদুল্লাহ নুর

আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেন, হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কেননা চাওয়ার পর যদি তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তার দায়-দায়িত্ব তোমার ওপরই বর্তাবে। আর যদি চাওয়া ছাড়া তোমাকে দেওয়া হয়, তবে এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর কোনো বিষয়ে কসম করার পর যদি তার বিপরীত দিকটি বেশি কল্যাণকর মনে হয়, তাহলে কাজটি করে ফেলো আর তোমার কসমের কাফফারা দিয়ে দিয়ো।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৬২২)

আলোচ্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) দুটি বিষয়ে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। এক. নেতৃত্বের মোহ ত্যাগ করা। নেতৃত্ব চেয়ে না নেওয়া। কেননা তাতে মানুষের ব্যর্থ ও নিন্দিত হওয়ার ভয় আছে, দুই. জিদের বশবর্তী হয়ে কোনো কল্যাণকর বিষয় ত্যাগ করা উচিত নয়।

এমনকি কোনো কল্যাণকর কাজ না করার কসম করলেও তা পরিহার না করে কাফফারা আদায় করা উত্তম।

নেতৃত্ব চাওয়া বারণ কেন?

রাসুলুল্লাহ (সা.) আলোচ্য হাদিসে নেতৃত্ব চেয়ে নিতে নিষেধ করেছেন এবং এর কারণ হিসেবে বলেছেনড়তখন পুরো দায়িত্ব ও ব্যর্থতার দায় ব্যক্তির ওপর বর্তাবে এবং মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করবে না। বিপরীতে মানুষের আগ্রহে নেতৃত্ব গ্রহণ করলে তারা সহযোগিতা করবে। ইমাম বুখারি (রহ.) উল্লিখিত হাদিসের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন 'যে লোক আল্লাহর কাছে নেতৃত্ব চায় না আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন'ড়্যা থেকে প্রমাণিত হয়, এখানে 'সাহায্য করা হবে' বাক্যে আল্লাহর সাহায্যও অন্তর্ভুক্ত।

কোনো ব্যক্তি নির্মোহভাবে মানুষের কল্যাণ ও ইসলামের সেবা করার জন্য নেতৃত্ব গ্রহণে সম্মত হলে সে আল্লাহর সাহায্য লাভ করবে। এ ছাড়া নেতৃত্বের লোভ এক প্রকার জাগতিক মোহ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'দুনিয়ার মোহ সব পাপের মূল।' (ফয়জুল কাদির, হাদিস : ৩৬৬২)

নেতৃত্ব পরকালে লজ্জার কারণ হবে

নেতৃত্বের প্রত্যাশার ব্যাপারে একাধিক হাদিসে মহানবী (সা.) সতর্ক করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমরা নেতৃত্বের লোভ করো, অথচ কিয়ামতের দিন তা লজ্জার কারণ হবে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭১৪৮)

প্রত্যাশীদের নেতৃত্ব দেওয়া হবে না

কোনো ব্যক্তি নেতৃত্বপ্রত্যাশী হলে তাকে নেতৃত্ব না দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি ও আমার গোত্রের দুই ব্যক্তি নবী (সা.)-এর কাছে এলাম। সে দুজনের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে আমির নিযুক্ত করুন। অন্যজনও অনুরূপ কথা বলল। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, যারা নেতৃত্ব চায় এবং এর লোভ করে, আমরা তাদের এ পদে নিয়োগ করি না।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭১৪৯)

বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন করা। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নবী বলল, আল্লাহ অবশ্যই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৪৭)

জাতির দুর্দিনে নেতৃত্ব গ্রহণ নিন্দনীয় নয় নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া নিন্দনীয়। তবে জাতির দুর্দিনে নেতৃত্বের জন্য এগিয়ে আসা নিন্দনীয় নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রশংসনীয়ও বটে। বিশেষত যখন নেতৃত্ব দেওয়ার মতো বিকল্প কোনো ব্যক্তি পাওয়া না যায়। মিসরের সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ থেকে জাতি রক্ষা করতে ইউসুফ (আ.) মিসর শাসককে বলেছিলেন, 'আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের কর্তৃত্ব প্রদান করুন। নিশ্চয়ই আমি উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।' (সুরা : ইউসুফ, আয়াত : ৫৫)

আল্লাহ সবাইকে নেতৃত্বের মোহ থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

মদিনায় পৌঁছার পর নবীজির প্রথম ভাষণ

সিরাতে ইবনে হিশামের লেখক ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ইবনে হিশাম আল সুয়াফিরি (র.) বলেন, রাসুল কারিম (সা.) মদিনাতে পৌঁছার পর সর্বপ্রথম যে ভাষণ দিয়েছেন, তা আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমানের সূত্রে আমার কাছে পৌঁছে। রাসুল (সা.) সমবেত জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করার পর বলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা সর্বপ্রথম তোমাদের বাঁচার ব্যবস্থা কর। তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আল্লাহর শপথ তোমাদের কেউ অবশ্যই বজ্রপাতে মারা যাবে। তারপর তার বকরিগুলো এমনভাবে ছেড়ে দেবে যে তার কোনো রাখাল নেই, অতঃপর তাকে আল্লাহ বলবেন, এমন অবস্থায় যে তাদের জন্য কোনো দোভাষী থাকবে না এবং থাকবে না কোনো আড়াল।

তোমার কাছে কি আমার রাসুল যায়নি? তোমাকে কি আমি ধনদৌলত দিইনি? আর তা তুমি তোমার ইচ্ছেমতো খরচ করনি? তাহলে কেন তুমি নিজের বাঁচার উপায় করনি? অতঃপর সে তার ডান বামে লক্ষ্য করে কিছুই দেখতে পাবে না। তারপর সে তার পায়ের দিকে তাকানোর পর জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না।

সুতরাং, যার সামর্থ্য আছে সে যেন তার নিজেকে এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম হতে বাঁচায়। আর যার এ ক্ষমতাও নেই সে যেন ভালো কথার মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করে, নিশ্চয় প্রত্যেক মঙ্গলময় কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে দশগুণ হতে সাতশ গুণের চেয়ে বেশি। (সিরাতে ইবনে হিশাম ১ম খ, ৫০১ পৃঃ)

মানুষের প্রতি রাসুল (সা.) এর ছিল আগাধ প্রেম-ভালোবাসা। তাই আলোচ্য ভাষণে তিনি আখেরাতের অবস্থা তুলে ধরে জাহান্নামের ভয়াবহ কঠিন শাস্তির হাত থেকে বাঁচার পন্থা মানুষের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। যে ভাষণের মাধ্যমে একজন মানুষ চিরস্থায়ী আজাবের হাত থেকে বাচার রাস্তা খুঁজে পায় তার চেয়ে মূল্যবান ভাষণ, মধুর ভাষণ, তার চেয়ে প্রেমের ভাষণ, দুনিয়াতে আর কোন ভাষণ হতে পারে?

রাসুলে খোদা (সা.) মদিনায় পৌঁছার পর আরেকটি ভাষণ প্রদান করেছিলেন। তার সংক্ষেপ দেয়া হলো- 'সে ব্যক্তি সফলকাম, যার অন্তর জগৎ আল্লাহতায়ালা সুসজ্জিত ও আলোক উদ্ভাসিত করেছেন, আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে তোমরা ভালোবাস, আর সবাই তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, আল্লাহর জিকির ও কালামকে তোমরা ভুলে যেও না।

তোমাদের আল্লাহতায়ালা যা প্রদান করেছেন, তাতে হালাল হারাম রয়েছে। আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টিকে ভালোবাসবে। ওয়াদা ভঙ্গকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (সিরাতে ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড)

তিনি যেমন তাবৎ সৃষ্টিকে ভালোবাসেন তেমনিভাবে আল্লাহর সব সৃষ্টিকে ভালোবাসার জন্য তিনি আলোচ্য ভাষণে নির্দেশ দিয়েছেন।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২১.০৬.২৪ শুক্রবার	3:24	4:54	01:45	6:26	9:02	10:45
২২.০৬.২৪ শনিবার	3:21	4:52	01:30	6:27	9:04	10:45
২৩.০৬.২৪ রবিবার	3:20	4:51	01:30	6:28	9:05	10:45
২৪.০৬.২৪ সোমবার	3:18	4:50	01:30	6:28	9:06	10:45
২৫.০৬.২৪ মঙ্গলবার	3:17	4:49	01:30	6:29	9:07	10:45
২৬.০৬.২৪ বুধবার	3:15	4:48	01:30	6:30	9:09	10:45
২৭.০৬.২৪ বৃহস্পতিবার	3:15	4:48	01:30	6:30	9:10	10:45

নামায শুপ্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

আবার কোপা জেতা নিয়ে যা বললেন মেসি

পোস্ট ডেস্ক : কোপা আমেরিকার আগে গুয়াতেমালার বিপক্ষে ছিল আর্জেন্টিনার শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ। ৯০ মিনিট মাঠে ছিলেন লিওনেল মেসি। দুই গোল করার পাশাপাশি সতীর্থ লাওতারো মার্টিনেজকে দিয়েও করিয়েছেন এক গোল। দলও জিতেছে বড় ব্যবধানে। সবমিলিয়ে মেসি ও আর্জেন্টিনার প্রস্তুতিটা ভালোভাবেই শেষ হয়েছে। বাংলাদেশ সময় শনিবার ভোরে প্রীতি ম্যাচে গুয়াতেমালাকে ৪-১ গোল হারায় লিওনেল স্কালোনির দল। লিসান্দ্রো মার্টিনেসের আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়ার পর দলকে সমতায় ফেরান মেসি। সফল পেনাল্টিতে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যাবধান বাড়ান মার্টিনেজ। পরে আরেকটি গোল করেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক।

আগামী শুক্রবার কানাডার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে কোপা আমেরিকায় শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করবে আর্জেন্টিনা। 'এ' গ্রুপে তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ পেরু ও চিলি।

ম্যাচ শেষে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যেম টিওয়াইসি স্পোর্টসকে মেসি বলেন, 'আমরা নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাবো। আমরা এখনও শিরোপা জিততে চাই। দিন দিন কাজটা কঠিন হবে, ম্যাচ কঠিনতর হবে। (কোপা আমেরিকা) আবার জেতা কঠিন হবে। তবে আবারও আমরা চেষ্টা করবো।'

ইন্টার মিলানের হয়ে সিরি আ'র শিরোপা জয়ের পথে দারুণ ছন্দে ছিলেন লাওতারো মার্টিনেজ। তার কণ্ঠেও শোনা গেল শিরোপা ধরে রাখার প্রত্যয়। তিনি বলেন, 'আমাদের লক্ষ্যে শিরোপা। আমরা সব কিছুর জন্য লড়াই করছি। ২০২১ সালে কোপা আমেরিকা শেষ হওয়ার পর এবং পরের বছর বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর আমরা বলেছিলাম, আমরা কোপা আমেরিকার জন্যর সেরা উপায়ে নিজেদের প্রস্তুত করার চেষ্টা করব। আশা করি, এটা হবে আনন্দের।'

এর আগে এদিন সবাইকে চমকে ম্যাচের ৪র্থ মিনিটেই এগিয়ে যায় গুয়াতেমালা। লিসান্দ্রো মার্টিনেজের আত্মঘাতী গোলে লিড পায় তারা।গোল খেয়ে যেন মরিয়া হয়ে ওঠে আলবিসেলেস্তারা। ম্যাচের ১২ নিনিটে প্রতিপক্ষের গোলরক্ষক ভুল পাস দিলে মেসি গোলমুখের সামনে থেকে গোল করে আর্জেন্টিনাকে সমতায় ফেরান।

বল পায়ে আর্জেন্টাইনরা ছন্দে থাকলেও গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না। তবে প্রথমার্ধের ৩৯ মিনিটের মাথায় কারবোনিকে ডি-বক্সের ভেতর ফাউল করলে পেনাল্টি পায় আর্জেন্টিনা। স্পট কিক থেকে গোল করে আর্জেন্টিনাকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন লাউতারো মার্টিনেজ। বিরতি থেকে ফিরে আক্রমণের ধারা বজায় রাখে আর্জেন্টিনা। ৬৬ মিনিটে মেসির পাস থেকে আবারো গোল করেন লাউতারো। ৭৭ মিনিটে বদলি হিসেবে নামা ডি মারিয়ার ডিফেন্স চেরা পাস থেকে দলকে ৪-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন লিওনেল মেসি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে তার গোল বেড়ে হলো ১০৮টি।

রক্তাক্ত এমবাপ্পে!

পোস্ট ডেস্ক : ফ্রান্সের ফুটবলাররা পুরো ৯০ মিনিট খেলেও কোনো গোল করতে পারেনি অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে। ম্যাচে একমাত্র যে গোলটি হয়েছে সেটিও আত্মঘাতী। অস্ট্রিয়ান ডিফেন্ডার ম্যাক্সিমিলিয়ান ওবার নিজেদের জালে বল জড়ালে ১-০ গোলে এগিয়ে যায় ফ্রান্স। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধানেই ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়ে তারা।

মাঠে এদিন অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে গোল না পেলেও আলোচনায় রিয়াল মাদ্রিদে নাম লেখানো কিলিয়ান এমবাপ্পে। ম্যাচের শেষদিকে প্রতিপক্ষের বক্সে হেড করতে গিয়ে অস্ট্রিয়ান ডিফেন্ডার কেভিন দাম্সোর কাঁধে লেগে নাকে আঘাত পান এমবাপ্পে। প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর উঠে দাঁড়ান, তার নাক দিয়ে রক্ত পড়তে দেখা যায়।

ম্যাচের শুরু থেকেই প্রেসিং ফুটবল খেলতে থাকে ফ্রান্স। তবে ম্যাচের ৩৮ মিনিটে নিজেদের জালেই বল পাঠিয়ে ফ্রান্সকে লিড এনে দেয় অস্ট্রিয়া। ডি-বক্সের ভেতর থেকে এমবাপ্পের নেওয়া ক্রস ক্লিয়ার করতে দিয়ে নিজেদের জালেই বল পাঠান অস্ট্রিয়ান ডিফেন্ডার ম্যাক্সিমিলিয়ান ওবার।

অস্ট্রিয়াকে হারানোর মধ্য দিয়ে ফ্রান্সের কোচ হিসেবে দিদিয়ের দেশমের এটি ১০০তম জয়। খুব দাপুটে না খেলতে পারলেও ৩ পয়েন্ট নিয়ে ইউরো শুরু করা গেল, এটাই বোধ হয় ফ্রান্সের জন্য বেশি স্বস্তির।

প্যারিস অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করলেন আর্চার সাগর

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশের মাত্র তৃতীয় ক্রীড়াবিদ হিসেবে অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন আর্চার সাগর ইসলাম। সোমবার তুরস্কের আনতালিয়ায় প্যারিস অলিম্পিকের বাছাই টুর্নামেন্টে রিকার্ভ এককে রুপা জেতার পাশাপাশি অলিম্পিকের কোটা নিশ্চিত করেছেন তিনি। মূলত বৈশ্বিক এই আসরে সেমিফাইনালে উঠার পরই কোটা নিশ্চিত হয়ে যায় সাগরের। এরপর ফাইনালও খেলেন তিনি, শেষ পর্যন্ত রুপা যেতেন তিনি।

২০১৬ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রথম অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জন করে খেলেন গলফার সিদ্দিকুর রহমান। এরপর গত টোকিও অলিম্পিকে যোগ্যতা নিয়ে খেলেন আরেক আর্চার রোমান সানা। রোমান এই মহূর্তে জাতীয় দলে নেই। এবার অলিম্পিকের সর্বশেষ বাছাই টুর্নামেন্টটিতে হাকিম আহমেদ, রামকৃষ্ণ সাহার সংগে অংশ নিয়েছিলেন তরুণ সাগর।

শেষ ষোলোতে হাকিম এবং কোয়ার্টার ফাইনালে রাম বিদায় নিলেও চেক প্রজাতন্ত্রের ইউ অ্যাডামকে টাইব্রেকারে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেন সাগর, পাশাপাশি নিশ্চিত করেন অলিম্পিক কোটা।

এই আসর থেকে ছেলেদের এককে ৫ জনকে কোটা দেওয়ার কথা থাকায় সেরা চার নিশ্চিত করেই সেই গর্বের অংশ হন সাগর। এরপর সেমিতে কিউবার ফ্রাংকো হুগোকে হারিয়ে ফাইনালেও উঠে যান তিনি। সোনা জয়ের সেই লড়াই ছিল তাঁর উজবেকিস্তানের সাদিকভ আমিরখনের বিপক্ষে।

তাতে শেষ পর্যন্ত তিনি হারলেও রুপার পদক আর অলিম্পিকের টিকিট হাতে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় অর্জনই সঙ্গী করেছেন সাগর।

এবার একে একে বিভিন্ন খেলায় কোটা অর্জনের সুযোগ হারাচ্ছিল বাংলাদেশ।

ইউরোয় প্রথম ম্যাচের আগেই ডাচ সমর্থককে লক্ষ্য করে গুলি

পোস্ট ডেস্ক : রবিবার হামবুর্গে ছিল ইউরোর প্রথম ম্যাচ। পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামে নেদারল্যান্ডস। সেই ম্যাচ দেখতে হাজির ছিলেন প্রচুর ডাচ সমর্থক। তার মধ্যেই ঘটে গেলো অপ্রীতিকর একটি ঘটনা। রিপারবান নামে একটি এলাকায় ফ্যানপার্কের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ভক্তদের জন্য। সেখানে উপস্থিত এক ডাচ সমর্থক হঠাৎ পুলিশকে উত্যক্ত করতে শুরু করেন। কুড়াল এবং বোতল বোমা মলোটোভ ককটেল নিয়ে পুলিশ অফিসারদের উপর সে হামলা করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ওই ব্যক্তিকে গুলি করতে বাধ্য হন তারা। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উত্তর জার্মানির হামবুর্গ শহরের পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গুলি করে কারণ তিনি কুড়াল দিয়ে পথচারীদের উপর হামলা করার চেষ্টা করেছিলেন। 'শহরের কেন্দ্রস্থল সেন্ট পাওলি জেলায় এই ঘটনা ঘটেছে।

এখানে ৪০ হাজার ডাচ সমর্থকেরা পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডসের ম্যাচের আগে একটি মিছিল বের করছিলেন।

জার্মান সংবাদপত্র বিল্ড জানিয়েছে, ওই অভিযুক্ত ফুটবল সমর্থকদের ভিড়ে মিশে গিয়েছিল এবং কুড়াল দিয়ে ফুটবল অনুরাগী এবং কর্মকর্তাদের উপর হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল। গোটা ঘটনা দেখে ওই এলাকা ঘিরে ফেলে হামবুর্গ পুলিশ। তার পরে অভিযুক্ত ব্যক্তির দিকে তাক করে শুরু হয় গুলি চালানো। পালাতেও চেষ্টা করেন নেদারল্যান্ডসের ওই সমর্থক। তবে পুলিশের গুলি এসে লাগে তার শরীরে। পথেই লুটিয়ে পড়েন ওই ডাচ সমর্থক। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন এক জার্মান চিকিৎসক। সূত্রের খবর, বেশ গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি । তবে আশেপাশে থাকা অন্য সমর্থকদের কেউ আহত হননি।

পুলিশ এক্স প্ল্যাটফর্মে জানিয়েছে, অভিযুক্তের চিকিৎসা চলছে। ফুটবল ম্যাচের কারণে ইতিমধ্যে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। হামবুর্গে শত শত ফেডারেল পুলিশ এবং স্থানীয় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শুক্রবার রাত থেকে জার্মানিতে একমাসব্যাপী ইউরো কাপ শুরু হয়েছে। শুক্রবার পূর্ব জার্মানিতে ইউরো কাপের উদ্বোধনী ম্যাচ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ব্যক্তিগত পার্টিতে এক ব্যক্তি হামলা চালায়। ওই ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ। জার্মান বার্তাসংস্থা ডিপিএ পুলিশকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছিল, হামলাকারী ২৭ বছর বয়সী এক আফগান নাগরিক।

বাবর আজমকে নিয়ে আফ্রিদির কঠোর মন্তব্য

পোস্ট ডেস্ক : পাকিস্তানের হতাশাজনক টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বেরিয়ে আসার পর এবার বাবর আজমের নেতৃত্ব নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছেন ক্রিকেটের কিংবদন্তি ও সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি। তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, আজম চাইলে অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারেন। আফ্রিদি মনে করেন টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের জন্য আরও সক্রিয় অধিনায়কের প্রয়োজন হতে পারে। খবর সামা টিভির।

আফ্রিদি বলেন, এতগুলো বিশ্বকাপে অধিনায়কত্ব করার সৌভাগ্য হয়েছে বাবরের। সম্ভবত এখনই সময় এসেছে শুধু তার ব্যাটিংয়ে মনোযোগ করার। যখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান বিদায় নিয়েছে ঠিক সে সময় এমন মন্তব্য করেছেন আফ্রিদি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাবর আজমের অধিনায়কত্ব ছাড়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) হাতে। বোর্ড আফ্রিদির পরামর্শ বিবেচনা করবে নাকি আজমকে নেতৃত্বে সমর্থন করবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

ভয়াবহ বন্যার কবলে সিলেট বিভাগ :

পাড়া-প্রতিবেশিদের উঁচু বাসা-বাড়ি বা আত্মীয়-স্বজনের ঘরে।

বুধবার দিনভর বৃষ্টি হওয়ায় পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। অনেক বিদ্যুত কেন্দ্রে পানি উঠে পড়ায় তা বন্ধের উপক্রম হয়েছে। তবে কয়েকটি কেন্দ্র রক্ষায় সেনাবাহিনী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বন্যার পানি বৃদ্ধির ফলে অনেক উপজেলার সাথে জেলা শহরের সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধের উপক্রম হয়েছে। সড়ক পথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে মানুষজন দুর্ভোগ পোহালেও সিলেটের আকাশ পথে যাত্রী পরিবহন অনেকটা স্বাভাবিক রয়েছে।

সরকারী উদ্যোগে আশ্রয় কেন্দ্রে নেয়া হচ্ছে বন্যা কবলিত অঞ্চলের মানুষজনকে। বুধবার এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কয়েক হাজার হাজার মানুষ অবস্থান করছেন বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে। সরকারী ভাবে সাধ্যমতো আশ্রয় নেয়া মানুষজনকে শুকনো খাবার দেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ও প্রবাসীগণ সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

এদিকে সুরমা নদীর পানি বৃদ্ধির কারণে সিলেট নগর অনেক স্থানে পানি উঠে পড়েছে। নদীর পানি আরেকটু বাড়লে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র দাবি করেছে। বুধবার ভোর ছয়টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ছয় ঘণ্টায় সিলেটে ৮২ দশমিক ২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। সঙ্গে পাহাড়ি ঢল মিলিয়ে জেলাজুড়ে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। এরই মধ্যে জেলার প্রায় ৯ লাখ মানুষ বন্যাক্রান্ত হয়েছেন। তিন নদী ৫ পয়েন্টে পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

সিলেটের জেলা প্রশাসনের তথ্যমতে, সিলেট সিটি করপোরেশনের ৪২টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২১টি ওয়ার্ড এবং জেলার ১৩ উপজেলার ১১১টি ইউনিয়নের মধ্যে ১০২টি ইউনিয়নই বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে।

এতে করে সিটি করপোরেশন ও উপজেলাগুলোর ৬ লাখ ৭৫ হাজার ৯৩৭ জন মানুষ বন্যাক্রান্ত হয়েছেন। বন্যাকবলিত মানুষের জন্য ৬২৭টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর মধ্যে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে উঠেছেন ১৭ হাজার ২৮৫ জন মানুষ। সিলেট নগর এলাকায় অর্ধ লাখ মানুষ বন্যাকবলিত হয়ে পড়েছেন।

১৩ উপজেলার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গোয়াইনঘাট উপজেলার ১৩ ইউনিয়নের সবকটি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। এতে উপজেলার ১ লাখ ২৩ হাজার ৮০০ জন মানুষ বন্যাক্রান্ত হয়েছেন। প্লাবিত হয়েছে উপজেলার ২২৩টি গ্রাম।

আবহাওয়া অধিদপ্তর সিলেট সূত্রে জানা গেছে, সিলেটে বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার ভোর ৬টা থেকে বুধবার ভোর ৬টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় সিলেটে বৃষ্টিপাত হয়েছে ১০০ মিলিমিটার। বুধবার ভোর ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত মাত্র ছয় ঘণ্টায় সিলেটে বৃষ্টিপাত হয়েছে ৮২ দশমিক ২ মিলিমিটার। এর মধ্যে ভোর ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত তিন ঘণ্টায় বৃষ্টিপাত হয়েছে ৫৫ মিলিমিটার। আগামী তিন দিন ভারি ও মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্ভাবাস রয়েছে। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন আবহাওয়া অধিদপ্তর সিলেট কার্যালয়ের সহকারী আবহাওয়াবিদ শাহ্ সজিব হোসেন।

পানি উন্নয়ন বোর্ড সিলেট সূত্রে জানা গেছে, জেলার সব পয়েন্টে নদীর পানি বাড়ছে। এর মধ্যে ছয় পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সুরমা নদী সিলেট পয়েন্টে বিপৎসীমার ৩৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে এবং কানাইঘাট পয়েন্টে বিপৎসীমার ৮৯ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কুশিয়ারা নদী জকিগঞ্জের অমলসিদ পয়েন্টে বিপৎসীমার ৫০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে, ফেঞ্চুগঞ্জ পয়েন্টে বিপৎসীমার ৯৭ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে এবং শেরপুরে পয়েন্টে বিপৎসীমার ১৮ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এ ছাড়া গোয়াইনঘাট পয়েন্টে সারি গোয়াইন নদীর পানি বিপৎসীমার ৭ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

নগর পরিস্থিতি

সুরমা নদীর পানি নগর ছুঁই ছুঁই করায় নগরের বন্যা পরিস্থিতি আরো খারাপের আশঙ্কা করা হচ্ছে। বুধবার দুপুরে নগরের কিনব্রিজ সংলগ্ন সুরমা নদী এলাকা ঘুরে দেখা গেছে চাঁদনী ঘাটের শেষ সিঁড়ি পর্যন্ত নদীর পানি উঠে এসেছে। আরেকটু পানি বাড়লেই তা শহরের এই অংশ দিয়ে প্রবেশ করবে। আবার খানিকটা পশ্চিম দিকে এগিয়ে কোতোয়ালি থানা এলাকার পার হয়ে দেখা গেছে সেখানে নদীর পানি রাস্তায় উঠে এসেছে। এ ছাড়া নগরের তোপখানা, সিলেটের সবচেয়ে বড় আড়ৎ ঐতিহ্যবাহী কালিঘাট এলাকা, কাজিরবাজার, কাষ্টঘর, সোবহানীঘাট, মাছিমপুর, মেন্দিবাগ, উপশহর, তেরোরতন, যতরপুর, সোনারপাড়া, খাঁর পাড়া, তালতলা, জামতলাসহ বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে আছে। কোতোয়ালী থানা প্রাঙ্গণ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সিলেট কার্যালয় প্রাঙ্গণসহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রতিষ্ঠানের উঠান জলমগ্ন হয়ে আছে।

উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র মো. আনোয়ারুজ্জামান মঙ্গলবার রাত আটটার দিকে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি নগরবাসীকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'যতদিন বন্যার পানি না কমছে, ততদিন আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। নগর ভবনে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। এখান থেকে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এসব কার্যক্রম আমি নিজে তদারিক করব। এক মিনিটের জন্যও আমাদের কার্যক্রম বন্ধ হবে না।'

সার্বিক পরিস্থিতির জন্য সিসিকের তদারকি টিম গঠন করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করবো। আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে মানুষ যেন ভোগান্তি না পোহান সেদিকে নজর রাখা হয়েছে। শুকনো ও রান্না করা খাবার তাদের দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে প্রয়োজনীয় ওষুধও দেওয়া হচ্ছে। বন্যার্তদের দুর্ভোগ কমাতে যথাযথ সব করা হবে।' বিদ্যুৎকেন্দ্র রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পানি উন্নয়ন বোর্ড কাজ করছে বলে তিনি জানান।

উপজেলাগুলোর পরিস্থিতি :

সিলেটের ১৩ উপজেলার সবকটি বন্যা কবলিত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে গোয়াইনঘাট উপজেলা। এরপরই আছে কানাইঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলা। বন্যায় তলিয়ে যাওয়া গোয়াইনঘাট উপজেলার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সিলেটের সঙ্গে উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। পাশাপাশি গোয়াইনঘাট উপজেলা সদরের সঙ্গে ইউনিয়নগুলোর সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। উপজেলায় এখন চলাচলের একমাত্র নৌকা। বন্যাকবলিত গোয়াইনঘাট উপজেলার মানুষের পাশে দাঁড়াতে উপজেলা প্রশাসন প্রশংসনীয় কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে প্রশাসনের স্মার্ট কুইক রেসপন্স টিম এবং ৩৩৩ হটলাইনের ইমার্জেন্সি সার্ভিস অ্যান্ড লজিস্টিকস টিমের কাজ প্রশংসিত হচ্ছে। উপজেলার বন্যা দুর্গত এলাকায় কুইক রেস্পন্স টিম ভলান্টিয়াররা নৌকার মাধ্যমে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। পাশাপাশি ৩৩৩ ও ৯৯৯ হেল্পলাইনে প্রাপ্ত কলের ভিত্তিতে প্রশাসনের উদ্যোগে বন্যায় পানিবন্দি জনগণকে খাবার ও জরুরি সামগ্রী (পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ঔষধ, শিশু খাদ্য, গো-খাদ্য) পৌঁছে দিচ্ছে উপজেলা প্রশাসন, গোয়াইনঘাটের উদ্যোগে পরিচালিত জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় তরুণ-যুবকদের অংশগ্রহণে সংগঠিত স্মার্ট কুইক রেস্পন্স ভলান্টিয়ার টিম। এছাড়াও এই উপজেলায় চ্যানেল এস'র রেসকিউ টিম প্রাথমিক ভাবে ২ ট্রাক খাবার নিয়ে বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে দাড়িয়েছে। বুধবার তারা অসহায় মানুষের হাতে শুকনো খাবার তুলে দেন।

এবারের বন্যায় বিয়ানীবাজার উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার লক্ষাধীক মানুষ পানি বন্দি অবস্থায় রয়েছেন। উপজেলার আলীনগর, চারখাই, দুবাগ, কুড়ারবাজার, শেওলা, তিলপারা, মুড়িয়া ইউনিয়নের সর্বত্র তলিয়ে গেছে বন্যার পানিতে। এছাড়াও মাথিউরা, মুল্লাপুর, লাউতা ইউনিয়ন ও বিয়ানীবাজার পৌরসভার আংশিক অংশ পানির নিচে নিমজ্জিত। এসব ইউনিয়ন গুলোর পানি বন্দি মানুষজনকে ইতোমধ্যে প্রশাসন আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে গেছে। এছাড়াও পানি বাড়ার সাথে সাথে লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিচ্ছেন। সরকারীভাবে বরাদ্দকৃত চাল ও শুকনো খাবার পানিবন্ধি মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী শামিম।

এদিকে বন্যায় কানাইঘাট উপজেলার চতুল-দরবস্ত সড়ক, গাজী বোরহান উদ্দিন সড়ক, কানাইঘাট শাহবাগ সড়ক, সুরইঘাট-কানাইঘাট সড়কের নিচু এলাকা দিয়ে বন্যার পানি তীব্র বেগে প্রবাহিত হওয়ায় সিলেটের সঙ্গে কানাইঘাট সদরের সড়ক যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। কানাইঘাট-শাহবাগ সড়কের রামপুরে সম্প্রতি ১ম দফার বন্যায় ভেঙে যাওয়া সড়কের স্থান পানির তীব্র স্রোতে বিশাল আকারে ভেঙে গিয়ে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামীণ রাস্তা-ঘাট, সুরমা, লোভা ও কুশিয়ারা নদীর পানি অব্যাহতভাবে বেড়ে যাওয়ায় তলিয়ে গেছে। শত শত বাড়ি-ঘর বন্যার পানি ঢুকে পড়েছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ।

এছাড়া সিলেটের জকিগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। নতুন নতুন এলাকা বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। অনেক এলাকার গ্রামীণ রাস্তা ও সড়ক বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে। পানিবন্দি লোকজন বিশুদ্ধ পানির সঙ্কটে রয়েছেন। গৃহপালিত পশু নিয়েও চরম বিপাকে পড়েছেন। ইতোমধ্যে পৌর এলাকার একটি অংশসহ উপজেলার ৬টি ইউপির বেশিরভাগ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। জকিগঞ্জে ভেলা নিয়ে হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে আব্দুল হালিম (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সুরমা-কুশিয়ারা নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। লোকালয়েও পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় আমলশীদ পয়েন্টে কুশিয়ারা নদীর পানি বিপৎসীমার ৬২ সে.মি. ওপরে ও কানাইঘাট পয়েন্টে সুরমা নদীর পানি বিপৎসীমার ৯৬ সে.মি. ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

উপজেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, বুধবার সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত জকিগঞ্জ পৌরসভাসহ উপজেলার ৬ টি ইউনিয়নের ৮৫ টি গ্রামের ১ লাখ ২৫ হাজার ৮৯০ জন মানুষ পানিবন্দি হয়েছেন। ৮ টি আশ্রয়কেন্দ্রে ৪৭টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় ৫৭টি আশ্রয়কেন্দ্র ও বন্যার্তদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রতিটি ইউপিতে মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে। তাছাড়াও প্রতিটি ইউপিতে দুটি নৌকা ও দুজন মাঝিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ভারী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢল অব্যাহত থাকলে বন্যা পরিস্থিতি অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।

জকিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আফসানা তাসলিম জানান, বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য ইতোমধ্যে ৬৩ মেট্রিকটন চাল, ৫০ প্যাকেট শুকনো খাবার, নগদ অর্থ ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা এবং শিশু খাদ্যর জন্য ৭৫ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। বন্যা পরিস্থিতির ওপর প্রশাসনের সর্তক দৃষ্টি রয়েছে।

এছাড়া কোম্পানীগঞ্জ, জৈন্তাপুর, সিলেট সদর, বিশ্বনাথ, ফেঞ্চুগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা, বালাগঞ্জ ও গোলাপগঞ্জ উপজেলার সবকটি ইউনিয়ন কমবেশি প্লাবিত হয়েছে।

হবিগঞ্জ : হবিগঞ্জের খোয়াই, কুশিয়ারা ও কালনীসহ সব নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কুশিয়ারা নদীর বাঁধ উপচে নবীগঞ্জ উপজেলার ১২টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। হবিগঞ্জ সদর উপজেলার জালালাবাদ গ্রামে খোয়াই নদীর বাঁধ ভেঙে লোকালয়ে পানি প্রবেশ করছে। টানা বর্ষণে হবিগঞ্জ শহরের প্রধান সড়কের বেশ কিছু এলাকা ডুবে গেছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ড, সার্কিট হাউসসহ শহরের অনন্তপুর, মাহমুদাবাদ, শ্যামলীসহ অনেক এলাকার লোকজন হয়ে পড়েছে পানিবন্দি। চুনারুঘাট উপজেলার পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টির পানিতে অনেক এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় বড় ধরনের বন্যার আশঙ্কায় হবিগঞ্জ জেলাবাসী।

হবিগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী শামীম হাসনাইন মাহমুদ জানান, বৃষ্টির পাশাপাশি ভারত থেকে আসা পানির জন্য খোয়াই, শিয়ারা ও কালনী-কুশিয়ারাসহ হাওরে পানি বাড়ছে।

বুধবার সকাল ৯টায় নেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী খোয়াই নদীর পানি চুনারুঘাটের বাল্লা সীমান্তে বিপৎসীমার ১৩১ সেন্টিমিটার, শায়েস্তাগঞ্জে ২১ সেন্টিমিটার এবং হবিগঞ্জ শহরের মাছুলিয়া পয়েন্টে ৭৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কুশিয়ারা নদী শেরপুর পয়েন্টে বিপৎসীমার ১২ সেন্টিমিটার এবং মার্কুলী পয়েন্ট ২১ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কালনী, কুশিয়ারা নদী আজমিরীগঞ্জে ৩১ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি আরো জানান, গত মঙ্গলবার জেলায় ১১৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

বুধবারও প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। ভারত থেকেও পানি আসছে বিপুল গতিতে। নদীর বাঁধ রক্ষায় চার হাজার ব্যাগ জিও ও ১২ হাজার সিনথেটিক ব্যাগ মজুদ করা হয়েছে।

সরেজমিনে নবীগঞ্জ উপজেলার দীগলবাক এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, সেখানে কুশিয়ারা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে কুশিয়ারা ডাইক উপচে লোকালয়ে পানি প্রবেশ করছে। এতে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে।

পানিতে তলিয়ে গেছে আহমদপুর, দুর্গাপুর, কুমার কাদা, পাহাড়পুর গ্রাম। লোকজন বালিভর্তি বস্তা ফেলে পানি আটকানোর চেষ্টা করছেন। পানি যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যেকোনো সময় বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হতে পারে বেশ কয়েকটি ইউনিয়ন। হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক জিলুফা সুলতানা জানান, সম্ভাব্য বন্যা মোকাবেলায় ১৭১ টন চাল, এক লাখ ৩০ হাজার টাকা ও ৭৮ বান্ডিল টিন মজুদ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া ৪২০ মেট্রিক টন চাল ৯টি উপজেলায় প্রেরণ করা হয়েছে মজুদ রাখার জন্য। জেলায় এ পর্যন্ত ৮৮টি আশ্রয়কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। প্রয়োজনে আরো আশ্রয়কেন্দ্র বাড়ানো হবে।

মৌলভীবাজার : টানা বৃষ্টি ও উজানের ঢলে মৌলভীবাজার জেলাজুড়ে প্রায় ২ লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন। বুধবার (১৯ জুন) সকালে জেলা প্রশাসন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ঈদের দিন সোমবার (১৭ জুন) ভোররাত থেকে জেলাজুড়ে শুরু হওয়া ভারি বর্ষণ বুধবার পর্যন্ত চলছে। সঙ্গে নামে পাহাড়ি ঢল। তিন দিনের টানা বৃষ্টিতে জেলার ৭ উপজেলার ৫ পৌরসভাসহ ৩৭টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়ে প্রায় ২ লাখ মানুষ পানিবন্দি রয়েছেন। অনেক রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ায় যান চলাচলও বন্ধ রয়েছে। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, বুধবার পর্যন্ত জেলাজুড়ে ৪৩২টি গ্রাম ও এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এসব গ্রাম ও এলাকার ১ লাখ ৯৩ হাজার ৯৯০ জন মানুষ বন্যায় পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন। এছাড়া ৯৮টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। পানিবন্দি লোকদের উদ্ধারে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় তৎপরতা চালানো হচ্ছে। বন্যার সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়গুলোতে কন্ট্রোলরুম স্থাপন করা হয়েছে। বন্যার্তদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য ইউনিয়নভিত্তিক মেডিকেল টিম গঠন করে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এছাড়া বন্যার্তদের জন্য ত্রাণও প্রস্তুত রয়েছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাগুলোর মধ্যে বড়লেখা উপজেলার ১০টি, জুড়ী উপজেলার ৬টি, কুলাউড়া উপজেলার ৬টি, সদর উপজেলার ৪টি এবং রাজনগর উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন, শ্রীমঙ্গলের পাঁচটি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়।

মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক উর্মি বিনতে সালাম বুধবার সকালে জানান, জেলার ছয়টি উপজেলায় মোট ৯৮টি আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এগুলোতে ৫৭১ পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। ৫৬টি মেডিক্যাল টিম প্রস্তুত রয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় পানিবন্দি লোকদের উদ্ধারে প্রয়োজনীয় তৎপরতা চালাচ্ছে উপজেলা প্রশাসন।

বন্যার সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে কন্ট্রোলরুম স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে ট্যাগ অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। বন্যার্তদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য ইউনিয়নভিত্তিক মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বন্যার্তদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান ও উদ্ধার কার্যক্রম চালানোর লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবক টিম (স্কাউট, রোভার স্কাউট, রেড ক্রিসেন্ট, যুব রেড ক্রিসেন্ট, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স) প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পুরো জেলায় বন্যা পরিস্থিতির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে বলেও জানান জেলা প্রশাসক।

মৌলভীবাজার পওর বিভাগ, বাপাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী জাবেদ ইকবাল জানান, বুধবার সকাল ৯টায় ধলাই নদীর (রেলওয়ে ব্রিজ) এলাকায় পানি বিপৎসীমার ২৩ সেমি ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আর মনু নদীর (চাঁদনীঘাট) এলাকায় পানি বিপদসীমার ৮ সে.মি, উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং জুড়ী নদীর পানি বিপৎসীমার ১৯৯ সেমি ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কুশিয়ারা নদীর (শেরপুর) পানি বিপৎসীমার ১২ সেমি ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

সুনামগঞ্জ : সুনামগঞ্জে নদ নদীর পানি কিছুটা কমলেও হাওর এলাকায় বন্যা হু হু করে বাড়ছে। বুধবার (১৯ জুন) সুরমা নদীর পানি প্রবাহিত হচ্ছে ৪০ সে.মি উপর দিয়ে। মঙ্গলবার রাতে বৃষ্টি কম হলেও ভোর থেকে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। বৃষ্টি এবং দমকা বাতাসে হাওরে বড় বড় ঢেউয়ে হাওর এলাকার বাড়ি-ঘর তছনছ করে দিচ্ছে। সুনামগঞ্জ পৌর শহরের নতুন পাড়া, শান্তিবাগ, ধোপাখালী, বাঁধনপাড়া, বলাকা, মোহাম্মদপুর, ষোলঘর, নবীনগর, কাজীর পয়েন্ট সহ বিভিন্ন এলাকায় পানি বেড়েছে। পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় নিচু এলাকার মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে উঁচু স্থানে ছুটছেন। মঙ্গলবার অনেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ আশ্রয় কেন্দ্রে উঠেছেন। সবার চোখে মুখে ২০২২ সালের ভয়াবহ বন্যার আতংক। সবচেয়ে বিপাকে পড়েছেন নিম্ন আয়ের মানুষ। হাওর এলাকার বাড়ি ঘরের আঙ্গিনায় পানি ছুঁইছুঁই করছে। পশুসহ পরিবার-পরিজন নিয়ে বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে ছুটছেন তারা। এদিকে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ড। এতে পরিস্থিতি আরও অবনতি হওয়ার আশংকা করছেন স্থানীয়রা। অব্যাহত পাহাড়ি ঢলে জেলার ছাতক, দোয়ারাবাজার, শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর, তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর, মধ্যনগর, দিরাই, শাল্লা, জামালগঞ্জ উপজেলার গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। তবে এ বন্যায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ছাতক দোয়ারাবাজার, সদর উপজেলা।

সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত জেলার দু'টি পৌরসভাসহ ৭৭ ইউনিয়নের ৭৮১ টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। বন্যাকবলিত লোকসংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় ৭ হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। এরমধ্যে ছাতক উপজেলার ৫ হাজার জন।

সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মামুন হাওলাদার জানিয়েছেন, পানি সুনামগঞ্জ পৌর শহরের ষোলঘর পয়েন্টে বিপদসীমার ৪০ সে.মি এর উপর দিয়ে সুরমা নদীর পানি প্রবাহিত হচ্ছে। ছাতক উপজেলায় বিপদসীমার ১৪৬ সে.মি, দিরাই উপজেলায় ১৬ সে.মি বা উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সুনামগঞ্জে ১০০ মি.মি, লাউড়ের গড়ে ৭৮ মি.মি, ছাতকে ৮৪ মি.মি এবং দিরাইয়ে ৭৭ মি.মি বৃষ্টিপাত হয়েছে। নদীর পানি কমলেও বর্ষণ অব্যাহত থাকায় হাওর এলাকায় পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রাশেদ ইকবাল বলেন, 'বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সুনামগঞ্জ জেলায় ৫৩১ টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। বেশ কিছু আশ্রয়কেন্দ্রে লোকজন ইতোমধ্যে এসেছেন। যারা আশ্রয়কেন্দ্রে এসেছেন তাদেরকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হচ্ছে। ছাতক, দোয়ারাবাজার, বিশ্বম্ভরপুর ও জগন্নাথপুরে ৫ টন করে জি.আর চাল দেয়া হয়েছে। ৬০০ টন জি.আর চাল মজুদ রয়েছে। শুকনো খাবার, শিশু খাদ্য ও গো-খাদ্যের জন্য আমরা মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করেছি। এ পর্যন্ত বিভিন্ন উপজেলায় নগদ ১০ লাখ টাকা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ২০২২ সালের ভয়ঙ্কর বন্যার সময়ও সিলেটে এত বৃষ্টিপাত হয়নি। তখন জুন মাসে সিলেটে বৃষ্টি হয়েছিল ১৪৫৬ মিলিমিটার। ফলে ভারতের মেঘালয় ও বাংলাদেশে সিলেট অঞ্চলে অতিবৃষ্টি হওয়ার কারণেই বন্যার অন্যতম কারণ। প্রতি বছর উজানের ঢলে মেঘালয় থেকে বিপুল পরিমাণ পলিমাটি সিলেটের সুরমা, কুশিয়ারাসহ সীমান্তবর্তী নদীগুলোতে চলে আসে। অনেক আগে থেকেই পলিমাটি আসার কারণে প্রধান দুটি নদীসহ সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রবেশ করা নদীগুলোর তলদেশ ভরাট হয়ে গেছে। এতে নদীগুলোর পানিধারণের সক্ষমতা কমে এসেছে। হাওর, খাল ও পুকুর ভরাট করে সিলেটে উন্নয়ন হচ্ছে।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Wealth creation' for working people

Post Desk : Labour is selling itself as the party of "wealth creation", with the aim of improving living standards for working people. Remove inflation and the typical person is only 5% better off than they were at the end of the 2008/2009 financial crisis.

Central to Labour's pitch is its claim that it will encourage more investment, something that has been languishing since 2016. It hopes this will lead to more funding for training, skills, technology and buildings which, economists say, would make us more efficient. It's that, the amount we each produce per hour - or productivity - where the UK lags behind many international peers.

But businesses need more than good intentions. There are relatively few actual policies, apart from reforms to planning and education, to encourage such business spending. And while there are £3.5bn of public "green" investments, including upgrading homes and investing in hydrogen, it's a fraction of the package worth hundreds of billions deployed in the US by President Biden.

Official projections have the economy growing over the next few years, although there's always the risk unexpected events blow things off course. The question is how much these plans would add and how soon. Investments typically take years to pay off and impact our pockets.

Plans to raise £8bn - but no surprises

No rabbit in the hat and no surprises. Labour's manifesto sets out relatively modest tax and spend plans. There are £8bn of revenue raising measures. These are overwhelmingly changing non-dom tax status for wealthy people, clamping down on tax avoidance, applying VAT to private schools and introducing a windfall tax on big energy. However, there is still some uncertainty about how parents or energy firms, for example, will respond. This could affect how much money comes in. The money raised will be spent on green investment, more NHS operations, mental health staff, expert teachers and smaller measures including breakfast clubs at primary schools. The total spend is just under £5bn. There is an extra £4bn for Labour's green prosperity plan, including GB Energy, a national wealth fund and insulation plans. This will be funded partly by extra borrowing. Labour says it has been cautious, leaving unspent £2.5bn of the revenue it expects to raise. The party says it is a sober offer that does not seek to compete on Conservative tax cuts. It means the official measure of the tax burden is likely to return to a post-war record. The calculation here is that the public will not believe tax cuts are credible and will prefer stability.

Private school fees tax to pay for state school teachers

Labour wants to add 20% VAT to private school fees, to pay for 6,500 extra teachers in England's state schools. Some see this as a tax on aspiration, with middle income parents worried about being squeezed out of private schooling.

About 7% of children attend private fee-paying schools in the UK, and it is possible a small proportion would have to shift to the state sector. Fees at the most expensive schools are £50,000 a year for boarders, while the average in the UK is closer to £15,000.

The Institute of Fiscal Studies think tank says the tax will raise up to £1.6bn a year but it's not clear exactly how the money would be used. The crisis in recruiting and keeping teachers in state schools is real, with too few training to teach core subjects such as maths and physics.

Money alone may not tempt more into teaching. Other graduate jobs offer hybrid working whereas teachers have to turn up every day. Workload is one of the reasons teachers leave the profession. Experienced teachers' pay has fallen 12% in real terms since 2010. Decisions about the pay offer for next year in England will need to be made within weeks by any new government.

Building 300,000 homes a year

Labour's promise to build 1.5m new homes in England during the next five years would require a level of housebuilding not seen since the 1960s. The job is even harder because we know that in the last 12 months fewer than 150,000 homes were started - far less than the average 300,000 completions required to meet the pledge. The last time England saw that many homes completed was in 1969, when new council housing contributed 45% of the total.

Over the last decade, on average, 152,000 homes have been completed each year. Historically, private sector housebuilders have only twice delivered more than 170,000 in a year, during the early 1970s. In the last 10 years, they have averaged 123,000.

Labour believes developers have been hampered by planning rules and the price of land. The party's plans to reform the economics and bureaucracy of housebuilding could see an increase in private provision. But the scale of the ambition still means the party would be reliant on housing associations and local councils to get close to the numbers required and, in the last year, housing associations started 30,000 homes and English councils started just 3,000.

A 2030 ban on petrol and diesel car sales

Labour says it will restore plans to ban the sale of new petrol and diesel cars from 2030, arguing it would give certainty to manufacturers. It overturns a government decision made last September to extend the deadline to 2035, a move which some car firms welcomed but others said could put people off switching to electric vehicles.

The challenge is whether enough drivers will be convinced to go electric to make the plan realistic. More models are hitting the market, but demand flat-lined last year. Labour says it would standardise information on battery condition to help second-hand buyers and accelerate the installation of charge points, although no target is mentioned.

The SMMT trade body argues buyers need "carrots, not sticks". In other words, it wants to see more incentives to make the switch while barriers like high prices and patchy charging infrastructure remain.

These measures would apply across the UK.

A new Border and Security Command for the UK

Labour says it will immediately scrap the Rwanda scheme - which is intended to deter people arriving across the Channel on small boats - and divert £75m from it to a new Border and Security Command. This appears to be achievable because there is already more cash set aside for Rwanda (at least £541m over five years) than Labour says its new command will cost to set up. The money would come on top of existing Home Office funding for immigration enforcement.

Will it make a difference or is it just a rebranding? Sir Keir argues that he wants to give investigators counter terrorism-like powers to monitor and restrict the activities of smuggling suspects. That would be new.

There are major challenges. It could take years to yield results and Labour may also face a tough time from Brussels and Paris over new deals on combating

Labour says it would standardise information on battery condition to help second-hand buyers and accelerate the installation of charge points, although no target is mentioned. The SMMT trade body argues buyers need "carrots, not sticks

A guidance to selecting a reputable letting or managing agent in England

By
Nazir Ali

Often, we hear of tenants and landlords being left stranded due to the actions of rogue letting agents. Ultimately, the landlord is responsible for letting their property and will end up losing thousands of pounds in the eviction process, as well as losing out on many months of rental income that was left with the agent. Tenants are often losing out on months of deposits and advanced rents paid to secure the property.

Below are a few helpful tips on how to select a letting agent that is backed by a client money protection scheme.

What laws apply to letting agents in England?

In England, you do not have to be qualified to work as a letting agent and anyone can set up a letting agency without any prior experience.

Sadly, there is currently no overarching statutory regulation of private sector letting or managing agents. However, they are still subject to consumer protection law and a couple of industry-specific provisions.

Letting agencies must become members of a government-approved trade association as a formal commitment to best practices and to join a network of industry expertise. Such trade associations require their members to adhere to additional regulations to ensure that they are delivering exemplary service.

Overview of the key industry-specific regulations

The key regulations apply to letting agencies in England. Letting and managing agents must:

1. Register with a Government-approved independent redress scheme.

Letting agents engaging in letting agency or property management work relating to private accommodation must be a member of a redress scheme for dealing with complaints in connection with that work. This ensures both landlords and tenants can make complaints to an independent, expert body. By law, a statement that they are a member of a redress scheme, and the name of the redress scheme must be displayed at each premises of the letting agent or property manager or published on their website. The two approved schemes are the Property Ombudsman (TPOS) and the Property Redress Scheme (PRS). A local authority can issue a financial penalty of up to £5,000 for letting agents not members of one of these schemes. You can use the National Trading Standards property checker to both find registered agents and check whether an agent is registered.

2. Register with a Government-approved Client Money Protection (CMP) scheme.

CMP schemes safeguard any money held by a property agent on behalf of the landlord, tenant, or other client. If the funds are misappropriated or lost, the CMP scheme compensates the client. Agents must provide the name of the approved scheme and display their certificate of membership in their offices and on their website. Failure to join a CMP scheme could result in a financial penalty of up to £30,000 and a further financial penalty of £5,000 for not displaying their certificate as transparency requirements. The six approved or designated schemes are Client Money Protect, Money Shield, Propertymark, RICS, Safeagent and UKALA.

3. Fully comply with the ban on letting fees in the Tenants Fees Act 2019.

The Tenant Fees Act 2019 abolished most upfront fees for tenants in England. Unless a fee is 'permitted', it will not be lawful. In addition, under the Consumer Rights Act 2015, agents must display a list of relevant fees in a prominent position within any premises where potential clients are dealt with face-to-face and on their website. Not displaying fees can incur a financial penalty of £5,000.

What steps can I take to find a reputable agent?

✓ Check if the agent is a member of a professional body. It is worth noting that Propertymark is the leading membership body for property agents.

✓ Check if the agent is a member of a redress scheme and a client money protection scheme.

✓ Check whether the agent has complied with the ban on letting fees in the Tenant Fees Act 2019 by taking a quick look at their fees.

✓ Have a written agreement outlining the services your agent will provide and when.

How do I report a breach?

Trading Standards are committed to clamping down on dodgy letting agents. Should you encounter a letting agency in breach of any of the above requirements operating in the borough, please report the agency to your local Trading Standards Team by checking against your postcode: https://www.tradingstandards.uk/consumer-help/

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

Incoming Government Must Prioritise Curbing Hate Crimes

By Shofi Ahmed

Curbing hate crimes is essential and puts any country a long shot ahead in growth and prosperity. The Tell MAMA 2024 "Manifesto Against Hate" underscores the urgent need for the incoming government to prioritise the fight against hate crimes, especially anti-Muslim hate. This focus is not just a moral imperative but a socio-economic necessity for Britain. Addressing hate crimes will foster unity and, consequently, prosperity, positioning the country for significant socio-economic growth.

The Urgency of a United Front

The Manifesto highlights the disturbing rise in anti-Muslim hate, particularly following significant geopolitical events. For instance, the Israel-Hamas war since 7th October 2023, and the subsequent war on Gaza led to record figures of anti-Muslim hate cases. This surge in hate crimes reflects a broader issue of social division and the breakdown of interfaith relationships, particularly between Muslim and Jewish communities.

To address this, the Manifesto suggests that the government take urgent steps to mend these fractures. Establishing local, regional, and national boards where leaders from both communities can come together is essential. These boards should be supported with resources to plan joint activities promoting social cohesion. This initiative will not only address immediate concerns but also prevent future divisions that fuel hate crimes.

Social Cohesion: A Cornerstone for Growth

Social cohesion is intrinsically linked to economic growth. A society fragmented by hate and distrust cannot harness the full potential of its human capital. The Manifesto argues that for Britain to achieve significant socio-economic growth, it must ensure that all its citizens feel safe and valued. This includes proactive engagement by ministers with local communities to understand their concerns and ensure that their voices are heard.

The proposed development of a coherent cohesion strategy, which includes tackling hate crimes, is pivotal. This strategy should involve comprehensive reviews of local threats and disturbances, engaging local authorities, faith communities, civil society groups, and experts in hate crime and extremism. Such an inclusive approach ensures that social cohesion work is not just reactionary but preventive and strategic.

The Role of Social Media

A significant portion of hate crimes today is perpetuated online. The Manifesto calls for social media companies to be held accountable for the role their platforms play in spreading hate. It suggests the establishment of a joint fund by these companies to support civil society groups tackling hate. This measure would ensure that communities feel safer online and that there are resources to combat hate effectively.

Legislative and Ministerial Commitment

The incoming government must also ensure that hate crime work is depoliticised and treated with the seriousness it deserves. The Manifesto recommends the appointment of a 'Hate Crime' Tsar to provide independent oversight and ensure continuous engagement with grassroots organisations. This role would be crucial in maintaining the momentum in hate crime reduction efforts and ensuring that the voices of victims are central to policy-making.

Fairness and British Values

The Manifesto also emphasises the need for a strong values statement that goes beyond generic principles like democracy and tolerance. It suggests that fairness should be a central value in British society. This value resonates with many and can serve as a unifying principle that counters hate and intolerance.

For any country to achieve 10 slices of cake in socio-economic growth, it must curb hate crimes. This analogy underscores the importance of addressing hate crimes as a prerequisite for achieving broader socio-economic goals. The Tell MAMA 2024 "Manifesto Against Hate" presents a compelling case for the incoming government to make tackling hate crimes a top priority. By fostering unity and social cohesion, Britain can create a more prosperous and harmonious society. This is not just about addressing the symptoms of hate but about building a foundation for sustained growth and prosperity for all its citizens.

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE
UK Charity No. 112616
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 21 ◆ Issue: 1017 ◆ Friday 21 June - Thursday 27 June 2024

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

বিশ্বে ভয়াবহ শাস্তির শিকার ৪০ কোটি শিশু: ইউনিসেফ

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বে গত ১৩ বছরে ভয়াবহ শারীরিক ও মানসিক শাস্তির শিকার হয়েছে ৪০ কোটি শিশু। ২০১০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত এসব শিশু বাসগৃহে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এদের অধিকাংশের বয়স সর্বোচ্চ পাঁচ বছর। জাতিসংঘের বৈশ্বিক শিশু নিরাপত্তা ও অধিকারবিষয়ক অঙ্গ সংস্থা ইউনিসেফ সোমবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ৪০ কোটি শিশুর মধ্যে একাধিক বার শারীরিক শাস্তি বা প্রহারের শিকার হয়েছে প্রায় ৩৩ কোটি শিশু, বাকিরা শিকার হয়েছে মানসিক শাস্তির। এই মুহূর্তে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশের বয়স সর্বোচ্চ পাঁচ বছর।

ইউনিসেফের সংজ্ঞা অনুযায়ী, শিশুদের সঙ্গে ধমকের সুরে চিৎকার বা উচ্চ স্বরে কথা বলা, তাদের গালাগাল করা মানসিক শাস্তি প্রদানের শামিল। বিশ্বের অনেক দেশেই শিশুদের প্রহার করা আইনত নিষিদ্ধ। তবে ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্ব জুড়ে প্রায় ৫০ কোটি শিশু যে কোনো সময় প্রহারের শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। এসব শিশুর মধ্যে এমন বহু দেশের শিশু রয়েছে, যেসব দেশে শিশুদের প্রহার বা শারীরিক শাস্তি দেওয়া নিষিদ্ধ।

শাস্তি প্রদানের নামে শিশু নির্যাতনের পক্ষে সায় রয়েছে অনেক অভিভাবকেরও। সোমবারের প্রতিবেদনে ইউনিসেফ জানিয়েছে, বিশ্বের প্রতি চার জন মায়ের এক জন বিশ্বাস করেন, শিশুদের যথাযথভাবে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে তাদের প্রহার বা শারীরিক শাস্তি দেওয়া দরকার। তবে তাদের এই ধারণা একদমই সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যাথরিন রাসেল। --১৭ পৃষ্ঠায়

ইসরাইলের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ভিডিও প্রকাশ করল হিজবুল্লাহ

পোস্ট ডেস্ক : ইসরাইলের সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে ইরান সমর্থিত লেবাননের সংগঠন হিজবুল্লাহ। প্রায় ১০ মিনিটের ভিডিওটি ড্রোন দিয়ে ধারণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরাইল।

মঙ্গলবার সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভিডিওতে ইসরাইলের বেশ কয়েকটি শহরের --১৭ পৃষ্ঠায়

ব্রিটেনের শ্রমবাজারে মিলছে না কাজের মূল্যায়ন

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের শ্রমবাজারে অনিশ্চয়তা ও স্বল্প মজুরিতে কর্মী নিয়োগ ১৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। দেশটির শ্রমিক সংগঠনগুলোর জোট ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস (টিইউসি) সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যে এ ধরনের কর্মীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৪১ লাখ, যা একটি নতুন রেকর্ড। দেশটির সরকারি পরিসংখ্যান দপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে টিইউসি। সেখানে দেখা গেছে, ২০১১-২৩ সালের মধ্যে অনিশ্চিত কর্মপরিবেশে জনবলের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১০ লাখ। অনিশ্চিত কর্মপরিবেশের মধ্যে রয়েছে ন্যূনতম কর্মঘণ্টার অনুল্লেখ, স্বল্প মজুরিতে আত্মকর্মসংস্থান ও নৈমিত্তিক বা মৌসুমি কাজ। এর মধ্যে এমন সব কাজ অন্তর্ভুক্ত, যা কর্মীদের জন্য শারীরিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া শ্রম অধিকারের নিয়মগুলো এসব ক্ষেত্রে মানা হয় না। ২০১১-২৩ সালের মধ্যে বিধিসম্মত কাজের --১৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে ৫ লাখ অভিবাসী বৈধতা পাচ্ছেন

পোস্ট ডেস্ক : নির্বাচনকে সামনে রেখে পাঁচ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে বৈধতা দিতে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। একই সঙ্গে দেশটিতে বৈধভাবে কাজের অনুমতি পাবেন তারা। তবে শর্ত প্রযোজ্য। যারা কমপক্ষে ১০ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হবে। মঙ্গলবার এই হোয়াইট হাউস এ ঘোষণা দেয়। খবর বিবিসি

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অবৈধ অভিবাসী স্বামী-স্ত্রীকে বৈধতার লক্ষ্যে আবেদন করার জন্য একটি 'প্যারোল ইন প্লেস' পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করছে হোয়াইট হাউস। আগামী মাসগুলোতে মার্কিন নাগরিকদের নির্দিষ্ট --১৭ পৃষ্ঠায়

সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হলো ইইউ শীর্ষ সম্মেলন

পোস্ট ডেস্ক : আগামী পাঁচ বছরের জন্য জোটের শীর্ষ পদগুলোতে কারা থাকবেন, এ নিয়ে কোনো চুক্তি ছাড়াই ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রধানদের আলোচনা শেষ হয়েছে। এ নিয়ে আগামী সপ্তাহে আরেকটি শীর্ষ সম্মেলনে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে মধ্যডান ও ডানপন্থী জাতীয়তাবাদীদের উত্থানের পর এই বৈঠকটি ছিল প্রথম। নির্বাচনে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ ও জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলজের দলের ভরাডুবি হয়েছে।

ব্রাসেলসে নৈশভোজে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা আলোচনা করেন। ইউরোপীয় কমিশনের নির্বাহী সংস্থা

পরিচালনার দায়িত্ব, ইউরোপীয় কাউন্সিলের সভাপতিত্ব ও পররাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব কাকে দেওয়া উচিত, এটিই ছিল আলোচনার মূল বিষয়। ধারণা করা হচ্ছিল, এই বৈঠকে ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে জার্মানির উরসুলা ভন ডেয়ার লায়েন, কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে সাবেক পর্তুগিজ প্রধানমন্ত্রী আন্তোনিও কস্তা ও শীর্ষ কূটনীতিক হিসেবে এস্তোনিয়ার প্রধানমন্ত্রী কায়া কালাসকে মনোনীত --১৭ পৃষ্ঠায়

দিল্লিতে গরমে ২০ জনের মৃত্যু

পোস্ট ডেস্ক : ভারতের দিল্লিতে তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। তীব্র গরমে ইতিমধ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ জনে। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার আগে তাই সতর্ক হলো দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা বুধবার সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিশেষ নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন।

গরমে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের প্রতি বাড়তি গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। আপাতত হিট স্ট্রোকের রোগীদেরই অগ্রাধিকার দিতে বলেছে সরকার। শুধু দিল্লি নয়, উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে তীব্র গরম অনুভূত হচ্ছে। দাবদাহের জ্বালায় অসুস্থ হয়ে পড়ছে মানুষ। দিল্লির একাধিক হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে বেশ কয়েকজন রোগীকে। হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছে তারা। রাজধানী শহরের --১৭ পৃষ্ঠায়

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচন...২০২৪

যা রয়েছে কনজারভেটিভ পার্টির ইশতেহারে

পোস্ট ডেস্ক : ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক আসন্ন নির্বাচনের জন্য কনজারভেটিভ পার্টির ইশতেহার প্রকাশ করেছেন। এতে তিনি যুক্তরাজ্যে নেট অভিবাসীদের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার অঙ্গীকার করেছেন। মঙ্গলবার (১১ জুন) সিলভারস্টোনে তিনি এই অঙ্গীকারের কথা বলেছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য সান এ খবর জানিয়েছে।

ঋষি সুনাক বলেছেন, এই প্রশ্নের কোনও জবাব নেই লেবার পার্টির কাছে। গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি কেই স্টার্মার আপনাদের বলতে পারেননি অবৈধভাবে মানুষ দেশে আসলে তিনি কী করবেন। কারণ তিনি এটিকে কোনও সমস্যা মনে করেন না। তিনি বলেছেন, এখন ব্রেক্সিটের কারণে সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে। কিন্তু গত কয়েক বছরে অভিবাসীদের সংখ্যা অনেক বেশি। তা কমিয়ে আনতে আমাদের একটি স্পষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। গত আমরা বেশ কয়েকটি পরিবর্তনের --১৭ পৃষ্ঠায়

এক রুমে খালেদার ১৪ ঈদ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ২০১৮ সাল থেকে বন্দিজীবন পার করছেন। শুরুতে কারাগারে থাকলেও পরবর্তীতে রয়েছেন গুলশানের বাসা ফিরোজায়। বন্দি হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ১৪টি ঈদ কেটেছে এক রুমেই। কখনো পুরান ঢাকার কারাগারে, কখনো হাসপাতালের কেবিনে, আবার কখনো ফিরোজায়। --১৭ পৃষ্ঠায়

আসামে ভয়াবহ বন্যায় ৩০ জনের মৃত্যু, ক্ষতিগ্রস্ত ১.৬ লাখ মানুষ

পোস্ট ডেস্ক : খারাপ আকার ধারণ করেছে আসামের বন্যা পরিস্থিতি। লাগাতার বৃষ্টির জেরে এখনো পর্যন্ত ৩০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গেছে এবং ১৫ টি জেলা জুড়ে ১.৬১ --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk